(মহারাজা হোলকারদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত)

ভারতমহিলা

বা

The highest Ideal of female character as set forth in early Sanskrit works

বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্ম্মুদ্রিত।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, প্রণীত।

কাঁটালপাড়া।

বঙ্গদর্শন-যন্ত্রালয়ে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত।

১২৮৭।

ভারতমহিলা।

প্রথম অধ্যায়।

[প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের বুদ্ধিবৃত্তি।]

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে নানা বিদ্যার চর্চ্চা ছিল। আর্য্য পণ্ডিতেরা নানাশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। গণিতশাস্ত্র ভারতবর্ষেই সর্ব্বপ্রথমে উন্নতিলাভ করে। ভারতবর্ষীয়দিগের দর্শনশাস্ত্র ইয়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে। ইয়ুরোপীয়েরা সহস্র বৎসর চিন্তার পর যে সকল তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছেন তাহার অনেক তত্ত্ব প্রাচীন ঋষি ও পণ্ডিতদিগের গ্রন্থাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল শাস্ত্র আলোচনায় গভীর চিন্তার প্রয়োজন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োজন, ও দীর্ঘকাল-ব্যাপী মানসিক পরিশ্রমের প্রয়োজন সে সকল শাস্ত্রই ভারতবর্ষে সমুন্নতি লাভ করিয়াছে।

[তাঁহাদিগের কল্পনাশক্তি।]

আর্য্যপণ্ডিতেরা শুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। তাঁহাদিগের কল্পনাশক্তিও বিলক্ষণ তেজস্বিনী

ছিল। তাঁহাদিগের সাহিত্য, রত্নাকর বিশেষ। উহাতে যে রত্ন চাও তাহাই মিলিবে। কি নৈসর্গিক সামগ্রী, নদ, নদী, পর্ব্বত, কন্দর; কি শিল্পসামগ্রী, প্রাসাদ, বাপী, উপবন, ক্রীড়াশৈল; কি আন্তরিক গভীরভাব হৃদয়বিদারক শোকপ্রবাহ, কি আনন্দনিস্যন্দিনী প্রণয়বর্ণনা, সকল বিষয়েই আর্য্যকবিগণ আপনাদিগের কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহারা সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

[কবিত্বশক্তির আশ্চর্য্য প্রভাব।]

কবিদিগের এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা এই যে তাঁহারা যদি কোন জঘন্য বা ভয়ানক বস্তুর বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েন তাহাও সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। তাহাতেও আমাদের আন্তরিক তৃপ্তি হয়। শ্মশান অতি ভয়ানক পদার্থ; কিন্তু ভবভূতি সেই শ্মশানবর্ণনা করিয়াই তাঁহার পাঠকবর্গের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা যদি কোন উৎকৃষ্ট বস্তুর বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েন,— যাহা লোকে ভালবাসে এমন কোন বস্তুর বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা যে আরো অধিক প্রীতি উৎপাদন করিবেন, আশ্চর্য্য কি? প্রণয় মনুষ্যহৃদয়ের একটী অমূল্য রত্ন। নারীগণ সেই প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী। সুতরাং কবিগণ সকল দেশে ও সকল সময়েই নারীচরিত্রের বর্ণনা করিয়া মানবমণ্ডলীর আনন্দ সমুৎপাদনের জন্য চেষ্টা পাইয়াছেন।

[আর্য্যকবিকল্পিত নারীচরিত্র।]

আমাদিগের আর্য্যকবিগণ আপন আপন কল্পনাশক্তিবলে যে নারীগণের সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারা বিধিনির্ম্মিত রমণীগণাপেক্ষা অনেকাংশে অধিকতর রমণীয় পদার্থ। তাঁহাদের কাহার চরিত্র পাঠ করিলে শোকে হৃদয়ের দ্রবীভাব হয়, কাহার চরিত্র পাঠে হৃদয় প্রেমরসে আপ্লুত হয়, কাহার ধর্ম্মপরায়ণতা দেখিলে

আত্মার বৈশদ্য সম্পাদন হয় এবং সকলেরই কথা মনে হইলে আনন্দের সঞ্চার হয়। এক্ষণে সেই সকল প্রধান কবিকল্পনা-সম্ভূত-রমণীগণের মধ্যে কোন্ গুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, নির্ণয় করিতে হইবে।

[কল্পনাশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী কারণ।]

কবিরা যখন লেখনী ধারণ করেন তখন তিনটি কারণবশতঃ তাঁহাদের কল্পনাশক্তির সর্ব্বতোমুখী তেজস্বিতা প্রকাশ পাইতে পারে না। ১ম। কবিরা সমসাময়িক অবস্থার বিরোধী কোন বিষয়ের বর্ণনা করিতে সঙ্কুচিত হন। ২য়। তাঁহারা যে দেশের জন্য লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন সেই দেশের লোকের যাহাতে প্রীতি উৎপাদন করিতে পারেন সে বিষয়েও তাঁহাদের সচেষ্ট থাকিতে হয়। সুতরাং জাতীয় স্বভাবও কল্পনাশক্তিকে সম্যক্ প্রকাশিত হইতে দেয় না। কবিদিগের নিজ স্বভাবও সময়ে সময়ে উহার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। এই তিনটীর মধ্যে আবার সামাজিক অবস্থাই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। জাতীয় স্বভাব ও কবিস্বভাব সময়ে সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী না হইতেও পারে। মিল্টনের মহাকাব্য যে সময়ে লিখিত হয় সে সময়ে জাতীয় স্বভাব অতি জঘন্য ছিল। কিন্তু মিল্টন ভাবিতেন যদিও আমার কাব্য এ সময়ে কেহ আদর করিবে না কিন্তু জাতীয় স্বভাব ভাল হইলে অবশ্যই ইহার আদর হইবে।

[সর্ব্বোৎকৃষ্ট নারীচরিত্র বর্ণনা দুরূহ।]

কবিকল্পিত রমণীচরিত্র অবশ্যই বিধিনির্ম্মিত রমণীচরিত্র হইতে উৎকৃষ্টতর হইবে। কিন্তু কবিদিগকেও আবার পূর্ব্বোক্ত তিনটী কারণের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হয় সুতরাং সর্ব্বোৎকৃষ্ট রমণীচরিত্র চিত্রিত করা তাঁহাদিগের পক্ষেও দুরূহ।

[সর্ব্বোৎকৃষ্ট রমণীর কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, নির্ণয় করা যায়।]

যদি কোন গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী কারণত্রয়কে পরিহার করিয়া স্বীয় অলৌকিক কবিত্বশক্তিবলে কোন অনন্যসাধারণগুণসম্পন্না কামিনীর চরিত্র বর্ণনা করেন তবে সেই রমণীই নারীকুলের প্রধান রত্ন হইবে। তাহার চরিত্রই রমণীচরিত্রের প্রকর্ষ পর্য্যন্ত হইবে। তাহার সহিত তুলনায়, কবিকল্পিত রমণীগণ অনেকাংশে ন্যূন হইবে। কোন কবিই, এ পর্য্যন্ত তাদৃশ রমণীসৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কোন কবিই এ পর্য্যন্ত সামাজিক বন্ধন হইতে আপনাকে সম্যক্‌রূপে মুক্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু যদিও এরূপ রমণীসৃষ্টি করা একান্ত কঠিন, যদিও কোন কবি এরূপ রমণীসৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তথাপি চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তাদৃশ রমণীর কোন কোন গুণ থাকা আবশ্যক অনুভব করিতে পারেন। তাঁহার কোন্ কোন্ মানসিক বৃত্তি তেজস্বিনী হওয়া উচিত কোন্ কোন্ বৃত্তি নিস্তেজ হওয়া উচিত তাহাও চিন্তা করিলে অবগত হওয়া যায়।

[মনুষ্যের মনোবৃত্তি বিভাগ।]

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মনুষ্যের মানসিকবৃত্তি সকলকে তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম, বুদ্ধিবৃত্তি, ২য়, স্নেহপ্রবৃত্তি; ৩য়, কর্ম্মনিষ্ঠতা। যে শক্তিদ্বারা গণিত ও পদার্থবিদ্যার সমুন্নতি করা হয়, যে শক্তিদ্বারা আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া লওয়া যায়, যাহাদ্বারা রাজমন্ত্রীরা রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন, সেনাপতিরা সৈন্যব্যূহ রচনা করেন, দার্শনিকেরা কূটার্থ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহার নাম বুদ্ধিবৃত্তি। যে শক্তিদ্বারা আমরা সামাজিক লোকের সহিত

সদ্ভাব করিয়া চলিতে পারি, যাহাদ্বারা পিতামাতাকে ভক্তি করিতে, পুত্রাদিকে স্নেহ করিতে, দুরবস্থকে দয়া করিতে, বন্ধুগণকে ভালবাসিতে শিখি তাহার নাম স্নেহপ্রবৃত্তি। স্নেহ-প্রবৃত্তি সুখ ও দুঃখের কারণ। মনুষ্যের যে কিছু কোমল মানসিক ভাব আছে, সে সকলই এই বিভাগের অন্তর্গত। কর্ম্মক্ষমতা ইচ্ছাশক্তির অপর নাম। শুদ্ধ মানসিক ইচ্ছা থাকিলেই হয় না। যে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয়, যাহা দ্বারা লোকে অপার সমুদ্র পার হইয়া, পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া, ঈপ্সিত সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়, সেই যথার্থ কর্ম্মক্ষমতা।

এই তিনটি প্রবৃত্তিই মনুষ্যস্বভাবের নিরন্তর সমভিব্যাহারী। অতি মূর্খ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হটেণ্টটদিগেরও বুদ্ধিবৃত্তি আছে। নরমাংসলোলুপ আণ্ডামানবাসীদিগেরও স্নেহপ্রবৃত্তি আছে এবং জড়প্রায় ওয়েষ্টইণ্ডিয়া কাফ্রিদিগেরও কর্ম্মক্ষমতা আছে। তবে পরিমাণগত ইতরবিশেষ মাত্র। আমরা ঈশ্বর ভিন্ন আর কুত্রাপি এই বৃত্তিত্রয়ের যুগপৎ সমুন্নতি ও প্রকর্ষপর্য্যন্ত কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু এরূপ মনুষ্য কল্পনা করিতে পারি যাহার সকল কয়টিই সতেজ এবং একটি, মনুষ্যের পক্ষে যতদূর সম্ভব, সমুন্নতিলাভ করিয়াছে।

[কাব্যলিখিত পুরুষচরিত্রের প্রকর্ষ পর্য্যন্ত।]

যখন আমরা পুরুষচরিত্রের চরম উৎকর্ষ কল্পনা করি, তখন আমরা তাঁহাকে যতদূর পারি কর্ম্মক্ষম করি, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিকে বিলক্ষণ তেজস্বিনী করি, তাঁহার স্নেহপ্রবৃত্তিকে বিশিষ্টরূপে প্রকাশ করি। কিন্তু তিনি যদি কর্ত্তব্যকর্ম্মসম্পাদনের জন্য সেই তেজস্বিনী স্নেহপ্রবৃত্তিকে বিসর্জ্জন দিতে পারেন তবেই তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করি। রাম সীতাকে ত্যাগ করিলেন,

পরশুরাম মাতৃহত্যা করিলেন, দাতা কর্ণ পুত্রকেও বধ করিলেন, তিনজনই স্নেহপ্রবৃত্তিকে কর্ত্তব্য কর্ম্মের দ্বারে বলি দিলেন। এবং তিনজনই জগদ্বিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় হইলেন।

[তাদৃশ নারীচরিত্র]

কিন্তু যখন আমরা ঐরূপ নারীচরিত্র চিত্রিত করিতে বসি, আমরা তাঁহাকে পুরুষের ঠিক বিপরীত করিয়া চিত্রিত করি। পুরুষের যেমন, কর্ম্মক্ষমতা সর্ব্বস্ব হইবে; নারীর স্নেহপ্রবৃত্তি সেইরূপ। তাঁহার স্নেহপ্রবৃত্তি সকল সর্ব্বতোভাবে সমুন্নতিলাভ করিবে। প্রণয় তাঁহার জীবনস্বরূপ হইবে। পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, অপত্যস্নেহ, সর্ব্বভূতে দয়া, ঈশ্বরপরায়ণতা প্রভৃতি যাবতীয় কোমল সুন্দর এবং মানসপ্রফুল্লকারী বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইবে। বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মক্ষমতা সম্ভবমত থাকা আবশ্যক। বুদ্ধিবৃত্তি তেজস্বিনী হইবে; কর্ম্মক্ষমতা তাহা অপেক্ষা ন্যূন হইলেও ক্ষতি নাই। তাঁহার কষ্টসহিষ্ণুতা অনেকে প্রধান গুণ বলিয়া বর্ণনা করেন, অধুনাতন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন স্ত্রী ও পুরুষ সম্পূর্ণরূপে সমান স্বত্বাধিকারী, সুতরাং সহিষ্ণুতা অপেক্ষা কর্ম্মক্ষমতা তাঁহাদের মতে অধিক প্রয়োজনীয়। কিন্তু যদি স্নেহপ্রবৃত্তির অধীন হইয়া স্বামীর জন্য, পুত্রের জন্য, পিতার জন্য, পরের উপকারের জন্য তাঁহাকে নানাবিধ শারীরিক মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় তবে সে সহিষ্ণুতা অবশ্যই তাহার পক্ষে প্রশংসনীয় হইবে।

[নারীচরিত্রের স্নেহপ্রবৃত্তি প্রধান হইবে বলিবার কারণ।]

অনেকে বলিবেন স্নেহপ্রবৃত্তি প্রবল হইলেই যে নারীচরিত্র উৎকৃষ্ট হইবে এরূপ বলিবার কারণ কি? তাহার উত্তর এই যে আমরা দেখিতে পাই ইতর জন্তুদিগের মধ্যেও নারীর স্নেহপ্রবৃত্তি প্রবল; মনুষ্যদিগের মধ্যেও পুরুষের অপেক্ষা

স্ত্রীর স্নেহপ্রবৃত্তি বলবতী এবং যে কোন কবিই নারীচরিত্র বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনিই উঁহার স্নেহপ্রবৃত্তিকেই অধিকতর প্রকাশিত করিতে যত্ন করিয়াছেন। সন্তান লালন পালনের ভার সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোকের প্রতি অর্পিত হয়। এই জন্য স্ত্রীলোকের অপত্যস্নেহ বলবান্ হইয়া উঠে। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল। এজন্য স্ত্রীলোককে পুরুষের আশ্রয়ে বাস করিতে হয়; সুতরাং যে সকল মনোবৃত্তি থাকিলে সমাজে সদ্ভাবের সহিত চলা যায়; তাঁহার পক্ষে সেগুলির আপনিই প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

অতএব স্থির হইল যে দেশগত কালগত অবস্থাগত বৈলক্ষণ্য পরিহারপূর্ব্বক নারীচরিত্রের প্রকর্ষ পর্য্যন্ত বা Highest Ideal স্থির করিতে হইলে তাঁহার স্নেহপ্রবৃত্তিকে যতদূর পারা যায়, তেজস্বিনী করা আবশ্যক। তাঁহার কর্ম্মণ্যতা ও বুদ্ধিবৃত্তিও বিলক্ষণ প্রকাশ থাকা উচিত। কর্ত্তব্যকর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি থাকিবে। কিন্তু যদি স্নেহপ্রবৃত্তির অনুরোধে তাঁহাকে সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে হয় এবং যারপর নাই শারীরিক যন্ত্রণাভোগ করিতে হয় তাহাও স্বীকার করিতে হইবে।

প্রস্তাবের অবতারণা।

পৃথিবীস্থ তাবদ্দেশের কবিগণই এই উৎকৃষ্ট নারীচরিত্রের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু সামাজিক নিয়ম জাতীয় স্বভাব ও কবিস্বভাবের অনুরোধে প্রায় কেহই এরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দরচরিত্র চিত্রিত করিতে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হয়েন নাই। আমাদিগের প্রাচীন কবিগণও পূর্ব্বোক্ত কারণত্রয়ের অনুরোধ এড়াইতে পারেন নাই। কিন্তু শকুন্তলাদি সৌভাগ্যবতী কামিনীগণের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে বোধ হয়

তাঁহারা নায়িকাকুলের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে উপবেশন করিবার সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। হিন্দুদিগের সাহিত্যমধ্যে যাদৃশ সর্ব্বগুণসম্পন্না পতিপরায়ণা কার্য্যকুশলা রমণীগণের বিবরণ পাঠ করা যায় পৃথিবীর আর কোন দেশীয় কবিগণের গ্রন্থাবলীতে তাদৃশ রমণীচরিত্র দেখিতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

এইরূপ উপক্রমণিকার পর দেখা যাউক আর্য্যকবিগণ নারীচরিত্র নির্ম্মাণ বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং কতদূর ঔৎকর্ষলাভ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আমাদিগের প্রাচীন পণ্ডিতেরা স্ত্রীলোকের চরিত্রবিষয়ে কতদূর উন্নতি কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইতে হইলে প্রথমতঃ তৎকালে স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। যেহেতুক কল্পনাশক্তি যতদূর তেজস্বিনী হউক না কেন, যতই নূতন নূতন পদার্থ নির্ম্মাণে সমর্থ হউক না কেন, উহা কবির সমসাময়িক সামাজিক অবস্থাকে আশ্রয় করিয়াই নিজশক্তি প্রকাশে সমর্থ হয়। অতি নৈসর্গিকঘটনাবর্ণনকুশল কবীন্দ্র মিল্টনের আলৌকিক কাব্যেও তাঁহার সমকালবর্ত্তী কেবালিয়র ও পিউরিটানদিগের প্রতিকৃতি চিত্রিত হইয়াছে। অতএব আমরাও এই প্রবন্ধের প্রথমভাগে তৎকালীন স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইব। পরে কালিদাস বাল্মীকি বেদব্যাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণের গ্রন্থাবলী হইতে কতকগুলি প্রসিদ্ধ স্ত্রীলোকের চরিত্র সমালোচনা করিব।

[সামাজিক অবস্থা জানিবার উপায়]

সেই সামাজিক অবস্থা জানিবার নানা উপায় আছে। প্রথমতঃ বেদ, দ্বিতীয় স্মৃতি, তৃতীয় পুরাণ এবং চতুর্থ তন্ত্র। কিন্তু এই সকল গ্রন্থের কোন স্থানেই স্ত্রীলোকের সামাজিক অবস্থা একত্র বর্ণনা নাই। নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। বিশেষতঃ পুরাণের অধিকাংশ আবার কবি-কল্পনাসম্ভূত। সুতরাং উহাকে প্রকৃত সমাজচিত্র কোনরূপেই বলা যায় না। বেদ ও তন্ত্র উপাসনাপ্রণালী ও অন্যান্য ধর্ম্মসংক্রান্ত কথাতেই পূর্ণ, কিন্তু স্মৃতিসংহিতাসকলেই প্রকৃত সমাজের যথার্থ প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া যায়। বর্ণধর্ম্ম বর্ণন করাই স্মৃতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। অতএব উহা হইতে আমাদিগের প্রমাণ প্রয়োগ অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইবে।

[১ স্ত্রীলোকের আদি ও প্রয়োজন।]

আমাদিগের দেশীয় বৃদ্ধেরা কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলেই জিজ্ঞাসা করেন ইহার আদি কি? অর্থাৎ পুরাণ বা স্মৃতিতে কিরূপে ইহার উৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছে। সেইরূপ, প্রস্তাবের প্রথমে আমরা জিজ্ঞাসা করি স্ত্রীলোকের আদি কি? বাইবেলাদি পাশ্চাত্য শাস্ত্রে বলে আদামের পঞ্জর হইতে, ইবের উৎপত্তি আর পুরুষের সুখের জন্যই স্ত্রীলোকের উৎপত্তি। ইহাতে স্ত্রীলোক যেন পুরুষের অপেক্ষা অনেক নীচজাতি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা অনেক অধিক। আমাদিগের সৃষ্টিপ্রকরণ প্রধানতঃ দুই প্রকার। ১ম আদ্যাশক্তি হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে স্ত্রীলোকই ব্রহ্মাণ্ডের মূল। দ্বিতীয় নারায়ণ বা ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন, এবং আপন দেহ দুইভাগে বিভক্ত করেন, একভাগে পুরুষ ও অপরভাগে নারীর উৎপত্তি হয়।

দ্বিধা কৃত্বাত্মনোদেহমর্দ্ধেন পুরুষোভবৎ অর্দ্ধেন নারী" মনুঃ।

আমাদের শাস্ত্রে স্ত্রীলোক ভোগের জন্য নহে, মনু স্ত্রীলোকের তিনটি প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—

উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনং
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনং ॥

[স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ছিল না।]

যদিও স্ত্রীলোক পুরুষের পঞ্জর হইতে উৎপন্ন নহে, কিন্তু প্রাচীন ঋষিগণ স্ত্রীলোককে পুরুষের যাবজ্জীবন অধীন করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই, "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" ইহা সকল ঋষিই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মনু বলেন, "স্ত্রীলোকের অভিভাবকেরা তাহাদিগকে দিন রাত্রি আপনাদের অধীনে রাখিবে। নিয়মমত বিশ্রামসময়েও স্ত্রীলোকদিগকে তাঁহাদিগের রক্ষাকর্ত্তার নিদেশমত কার্য্য করিতে হইবে।" যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, "পিতা মাতা বাল্যকালে, স্বামী যৌবনে ও বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রেরা স্ত্রীলোকের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। ইহাদের অভাব হইলে, আত্মীয় বান্ধবেরা উহাদিগের রক্ষা করিবে। স্ত্রীলোক কোন মতেই স্বাধীন হইতে পারিবে না।" বৃহস্পতি বলেন, "শ্বশ্রূ অথবা অন্য কোন প্রাচীনা স্ত্রীলোকে তরুণবয়স্ক স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিবে।" নারদ বলেন, "যদি স্বামীর বংশ নির্ম্মূল হয়, অথবা জ্ঞাতিরা উহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সমর্থ না হয়, তবে সে পিতৃকুল আশ্রয় করিবে। পিতৃবংশ নির্ম্মূল হইলে, রাজা স্ত্রীলোকের রক্ষক হইবেন। যদি ঐ স্ত্রীলোক ধর্ম্মবিরুদ্ধ পথগামিনী হয়, তবে রাজা তাহাকে শাসন করিবেন।" পৈঠিনসী বলেন, "স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিবে

দেখিও যেন সঙ্করবর্ণ উৎপন্ন হয় না।"(১) এই সকল বচন দৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হইবে, স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা কোন প্রকারেই প্রাচীন ঋষিদিগের সম্মত নহে। কিন্তু মহাভারতে আমরা এক সময়ের কথা শুনিতে পাই, তখন স্ত্রীলোকে পুরুষের ন্যায় সর্ব্বপ্রকারে স্বাধীন ছিল।(২)

[স্ত্রীলোক অবরোধবর্ত্তী ছিল না।]

যদিও স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা বিষয় ঋষিরা সম্পূর্ণ বিরোধী কিন্তু তাহা বলিয়া স্ত্রীলোক যে অবরোধবর্ত্তী থাকিতেন তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রত্যুত দেখা যাইতেছে, সীতা রামের সহিত বনগমন করিয়াছিলেন। দ্রৌপদীও পঞ্চপাণ্ডবের অদৃষ্টভাগিনী হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণকন্যারা ত কখনই অবরুদ্ধ ছিলেন না ও থাকিতেন না। মহাভারতীয় দেবযানী উপাখ্যান পাঠ করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। কাব্যগ্রন্থসকলে যে "শুদ্ধান্ত" "অন্তঃপুর," "অবরোধ," ইত্যাদি কথা দেখা যায়, তাহাতে এই বোধ যে, ক্ষত্রিয় রাজাদিগর গৃহিণীরাই অবরোধবর্ত্তিনী ছিলেন। যাহারা ৭০০।৮০০ বিবাহ করিবে তাহাদের অবরোধ সুতরাংই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। কিন্তু আর্য্যগণ প্রায়ই একটি মাত্র বিবাহ করিতেন এবং নির্ম্মল গার্হস্থ্য সুখের অধিকারী ছিলেন। মুসলমানদিগের ন্যায় তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে ভোগার্থ মাত্র বলিয়া মনে করিতেন না। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি তাঁহারা সর্ব্বদাই ভাল ব্যবহার করিতেন। মনু বলিয়াছেন, "যে গৃহে স্ত্রীলোকেরা অসন্তুষ্ট

---

(১) D. N. Mitra's decision in the great Unchastity case.

(২) শ্বেতকেতূপাখ্যান।

থাকে, সেখানে কখনই ভদ্রস্থতা নাই।" স্ত্রীলোকেরা যে অবরোধবর্ত্তী ছিলেন না তাহার প্রমাণ এই যে অরুন্ধতী সর্ব্বদাই সপ্তর্ষিদিগের সমভিব্যাহারিণী থাকিতেন। রাজাদিগের প্রধানা মহিষী প্রায়ই সিংহাসনার্দ্ধভাগিনী হইতেন। আর "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" এই এক নিয়ম। প্রায় সকল ধর্ম্ম কর্ম্মেই স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের সহিত সভায় উপস্থিত হইতেন। যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন,

ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনং।
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা॥

অর্থাৎ স্বামী বিদেশে গেলে স্ত্রী পরের বাটী যাইবে না কোন সমাজ বা উৎসবস্থলে উপস্থিত হইবে না। তাহা হইলে স্বামী গৃহে থাকিলে, স্বামীর অনুমতি লইয়া স্ত্রী সর্ব্বত্র গতায়াত করিতে পারিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শব্দশাস্ত্র হইতে এই বিষয়ের আর এক প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বৈরিণী বলিলেই ব্যভিচারিণী বুঝায়। যে স্ত্রী আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিত, তাহাকে ব্যভিচারিণী বলিত সুতরাং স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ছিল না। কিন্তু কুলটা বলিলে পূর্ব্বকালে দুষ্ট স্ত্রীলোক বুঝাইত না যে হেতু "কুলটার অপত্য" এই অর্থে "কৌলটিনেয়" পদ হইয়া থাকে। যদি দুষ্টা বুঝাইত কৌলটের বা কৌলটার পদ হইত। "ক্ষুদ্রাগোধাভ্যো বৈরারৌ" এই মুগ্ধবোধের সূত্রে ক্ষুদ্রা অর্থাৎ নীচাশয়া বুঝাইলেই এর বা আর প্রত্যয় হয়। অতএব কৌলটিনেয় এই পদ প্রয়োগ থাকাতেই বোধ হইতেছে এক সময়ে কুলটা শব্দের অসদর্থ ছিল না অর্থাৎ একসময়ে যাহারা বেড়াইয়া বেড়াইত তাহারা নিন্দনীয় হইত না।*

---

* কুলং গ্রামং অটতি গচ্ছতি ভ্রমতি ইতি প্রাচীন ব্যুৎপত্তি

[স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা]

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" যেমন পুত্রের শিক্ষাদান আবশ্যক সেইরূপ স্ত্রীলোকদিগেরও শিক্ষাদান আবশ্যক। এই শিক্ষা কিরূপ? দুরূহ শাস্ত্র বেদ ভিন্ন স্ত্রীলোকে সকল শাস্ত্রেই অধিকারিণী। কিন্তু আমরা দেখিতেছি গার্গী প্রভৃতি স্ত্রীলোক বেদেও সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইয়াছিলেন। এবং একস্থলে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রীলোকদিগকে বেদে উপদেশ দিতেছেন। বেদ দুই প্রকার, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। ইহার মধ্যে জ্ঞানকাণ্ড অতি দুরূহ কিন্তু গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট জ্ঞানকাণ্ডেই উপদেশ পাইয়াছিলেন। ভবভূতিপ্রণীত উত্তর-চরিত নাটকেও দেখা যায় যে একজন তাপসী বেদান্ত অর্থাৎ বেদের জ্ঞানকাণ্ড অধ্যয়ন করিবার জন্য বাল্মীকি মুনির আশ্রম হইতে আশ্রমান্তর গমন করিতেছেন। উক্ত মহাকবির আর একখানি নাটকের কামন্দকী, ভূরিবসু ও দেবরাত নামক দুই জন প্রসিদ্ধ অমাত্যের সহাধ্যায়িনী ছিলেন। এস্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে কামন্দকী বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন তখন তিনি বৌদ্ধমতাব-লম্বিনী ছিলেন না। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের পণ্ডিত কৌষিকী স্বকীয় বিদ্যাবত্তা প্রযুক্ত পণ্ডিত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালে হিন্দু ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। সুতরাং বোধ হইতেছে অতি প্রাচীনকালে স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়েই সমানরূপে বিদ্যাভ্যাস করিতে পারিতেন। আমাদিগের দেশে যে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা দৃষ্ট হয় তাহার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। পার্ব্বতী বাল্যকালেই

কুলমটতি ত্যজতি ইতি নূতনব্যুৎপত্তিঃ। কুলটাশব্দ সতী অর্থে ব্যবহৃত হয় রামতর্কবাগীশ মুগ্ধবোধের টীকায় লিখিয়াছেন।

নানাবিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়াছিলেন। বিদ্যাবিষয়ে স্ত্রীলোকেরা যে কতদূর উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহার কতক অবগত হইতে পারা যায়।

বিশ্বদেবী গঙ্গা বাক্যাবলী নামক একখানি স্মৃতি সংগ্রহ রচনা করেন। লক্ষ্মী দেবীর প্রণীত মিতাক্ষরার টীকা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ভাস্করাচার্য্যের পাটীগণিত ও বীজগণিত লীলাবতীকে সম্বোধন করিয়া উক্ত হইয়াছে। উদয়নাচার্য্যের কাব্যে আর একজন প্রসিদ্ধ লীলাবতী ছিলেন। শঙ্করবিজয় গ্রন্থের শেষভাগে লিখিত আছে শঙ্করাচার্য্য মণ্ডনমিশ্রেরসহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলে মিশ্রপত্নী সারসবাণী তাঁহাদের বিচারের মধ্যস্থ ছিলেন। কর্ণাটীদেশীয় রাজার মহিষী কবিত্ববিষয়ে কালিদাসের প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিলেন। বল্লালসেনের পুত্রবধূও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

[স্ত্রীলোকের বিবাহ।]

পিতা উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিবেন। এইটিই সকল মুনির মত কিন্তু কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইলে যদি পিতা বিবাহ দিবার কোন উদ্যোগ না করেন তাহা হইলে কন্যা ইচ্ছামত পাত্র মনোনীত করিয়া লইতে পারিবে। (মনু) উপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান করিলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয় নচেৎ নরকে যাইতে হয় এই নিয়ম থাকায় অনুপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান প্রায়ই ঘটিত না। বিশেষতঃ বরের গুণাগুণসম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য যেরূপ কঠিন নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন তাহাতেও অপাত্রে কন্যাদান ঘটিয়া উঠা ভার হইত। তিনি বলিয়াছেন,

এতৈরেব গুণৈর্যুক্তঃ সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়ো বরঃ।
যত্নাৎপরীক্ষিতঃ পুংস্ত্বে যুবা ধীমান্ জনপ্রিয়ঃ॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার প্রসিদ্ধ টীকা মিতাক্ষরাগ্রন্থে এই বচনটীর

বিশিষ্টরূপ ব্যাখ্যা আছে যথা, "যুবা," অর্থাৎ পিতা অতীতবয়স্ক ব্যক্তিকে কন্যাসম্প্রদান করিতে পারিবেন না "ধীমান্" অর্থাৎ জড়মতি বেদার্থ গ্রহণে অসমর্থ ব্যক্তি বিবাহের উপযুক্ত নহে "জনপ্রিয়" অর্থাৎ কর্কশস্বভাব ব্যক্তিকে কন্যাদান নিষিদ্ধ। এই বচন দৃষ্টে তৎকালে বর পরীক্ষার নিয়ম ছিল তাহাও জানা যায়। যদি বর সর্ব্বপ্রকারে শাস্ত্রসম্মত হয় তবেই তাহাকে কন্যাসম্প্রদান করিলে পিতার পুণ্যসঞ্চয় হইবে। মনু আরো বলিয়াছেন যদি শাস্ত্রানুমোদিত বর না পাওয়া যায় তবে বরং কন্যা যাবজ্জীবন পিতৃগৃহে বাস করিবে তথাপি অনুপযুক্ত বরে কন্যাদান করিবে না।

অনেকে বলিতে পারেন বর ও কন্যা পরস্পর মনোনীত না করিয়া লইলে অনেক সময়ে পতিপত্নীর অপ্রণয়নিবন্ধন নানাপ্রকার সাংসারিক কষ্ট হইত এবং ইংরেজজাতিমধ্যে যেরূপ কোর্টসিপ প্রচলিত এরূপ কোন প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল না। এরূপ বলা একান্ত ভ্রমের কর্ম্ম। বাস্তবিক আমাদের দেশে স্বামী ও স্ত্রী মনোনীত করিবার যে প্রথা ছিল, তাহা কোর্টসিপ অপেক্ষাও সুন্দর। প্রথমতঃ কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, কন্যা ইচ্ছামত বিবাহ করিতে পারিত এবং যদি বাগ্দানের পর বরের মৃত্যু হয় এবং বরের ভ্রাতার সহিত সম্বন্ধ হয়, তবে কন্যার সম্মতি অপেক্ষা করিত। দ্বিতীয় গান্ধর্ব্ববিবাহ প্রচলিত থাকায় বর ও কন্যা ইচ্ছামত পরস্পর প্রণয় জন্মিলেই বিবাহ করিতে পারিত। ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে এই বিবাহ অপ্রশস্ত। ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে প্রশস্ত। ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে অপ্রশস্ত হইবার কারণ আছে। ব্রাহ্মণদিগের চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ নিষিদ্ধ। গান্ধর্ব্ববিবাহ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে চলিত থাকিলে উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম

ঘটিতে পারে। আর ইন্দ্রিয়সংযম ব্রাহ্মণদিগের প্রধান কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়সংযমও নিরন্তর গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন ভিন্ন হইতে পারে না। সুতরাং ঐ সময়ের মধ্যে ইচ্ছামত বিবাহ তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধই ছিল। নির্দ্দিষ্ট বয়সের পর তাঁহারা শাস্ত্রসম্মতা কন্যা মনোনীত করিয়া লইতেন। তৃতীয়তঃ অতি প্রাচীন-কালে বর ও কন্যা পরস্পর মনোনীত করিবার আর এক চমৎকার প্রণালী ছিল। কন্যার পিতা বিবাহযোগ্যকালে কন্যাকে আহ্বান করিয়া কহিতেন, বৎসে, তোমার বিবাহসময় উপস্থিত। তুমি আমার বিশ্বস্ত লোকের সহিত গমন কর। তোমার যাহাকে ইচ্ছা হইবে সে যদি কুলশীলে আমাদের অপেক্ষা নীচ না হয়, তাহার সহিত তোমার বিবাহ দিব। পতিপরায়ণা সাবিত্রী এইরূপে আপন স্বামী মনোনীত করেন। অনেকে মনে করিতে পারেন, এরূপ দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না, কিন্তু সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতি সে আপত্তি খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বৎসে, এইটিই প্রকৃত আগমোক্ত বিধি এবং এইরূপে বহুতর কন্যা মনোমত পতিলাভ করিয়াছেন। বোধ হয় এরূপ স্বামী মনোনীত করিবার প্রথা পরিণামে স্বয়ম্বররূপে পরিণত হয়। পুরুষেও কন্যা মনোনীত করিবার জন্য বহির্গত হইয়া ইচ্ছানুসারে মনোমত কন্যা বিবাহ করিতেন। দশকুমারচরিতে তাহার এক সুন্দর উদাহরণ আছে। ৪র্থ স্বয়ম্বর প্রথা। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রণালী বোধ হয় আর কুত্রাপি প্রচলিত ছিল না। কন্যার বিবাহসময় উপস্থিত হইলে সমানকুলশীল ব্যক্তিমাত্রকেই আহ্বান করা হইত। সকলে উপস্থিত হইলে মহাসমারোহে এক সভা হইত। কন্যা শিবিকারোহণপূর্ব্বক সভামধ্যে প্রবেশ করিতেন। একজন প্রগল্‌ভা স্ত্রীলোক একে একে প্রত্যেক ব্যক্তির

সম্মুখে শিবিকা লইয়া তাহাদের গুণাগুণ কীর্ত্তন করিত এবং শেষে জিজ্ঞাসা করিত, "কেমন, এ বর তোমার মনোনীত হয়?" মনোনীত হইলে কন্যা আপন গলদেশ হইতে মাল্য লইয়া বরের গলায় অর্পণ করিত। অনেকস্থলেই স্বয়ংবরের পূর্ব্বেই সকলের গুণাগুণ কন্যাকে শুনান থাকিত। বড় বড় স্বয়ম্বরস্থলে যে কোন পরাক্রান্ত ব্যক্তি বিবাহে নিরাশ্বাস হইয়া কোনরূপ উৎপাত করিবেন তাহার যো ছিল না। কারণ স্বর্গপতি ইন্দ্রের মহিষী স্বয়ম্বরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কিন্তু এরূপ হইলেও বহুলোকসমাগমপ্রযুক্ত নানা বিশৃঙ্খল ঘটিত এজন্য পরে পণপূর্ব্বক বিবাহপ্রথার সৃষ্টি হয়। উহাতে যে কোন ব্যক্তি কোন একটি নির্দ্দিষ্ট দুরূহ কার্য্য করিতে পারিবে সেই বিবাহ করিবে এই পণ থাকিত। মধ্যসময়ে ইউরোপেও নাইটেরা লেডিদিগের সন্তুষ্টির জন্য নানাবিধ দুরূহ কার্য্যসাধন করিতেন। এইরূপ নানাবিধ বিবাহ থাকিতেও মুনি ঋষিরা ও রাজারা ইচ্ছামত নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়া কন্যা মনোনীত করিতেন। মহর্ষি অগস্ত্য একটি দুইবৎসরবয়স্কা কন্যাকে লইয়া একজন রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, তুমি ইহার লালনপালন ও শিক্ষাকার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিবে। পরে সে কন্যা বিবাহযোগ্যবয়স্কা হইলে স্বয়ং আসিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন। অতএব এক্ষণকার অনেকে যে বলেন বর কন্যা পরস্পর মনোনীত করিবার প্রথা ছিল না সে কেবল তাঁহাদের ভ্রমমাত্র।

[ডাইভোর্স বা পরিত্যাগ।]

স্ত্রী যদি শুদ্ধচারিণী ও পতিব্রতা হন, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে পতিত হইতে হইবে। ব্যাস বলিয়াছেন, "অদুষ্টাং পতিতাং ভার্য্যাং ত্যক্ত্বা পততি ধর্ম্মতঃ" রঘুনন্দনও শুদ্ধচারিণী

স্ত্রী ত্যাগের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। পতিত হওয়ার অর্থ আমরা এক্ষণে ভাল বুঝিতে পারি না, কিন্তু পূর্ব্বকালে পতিত ব্যক্তির সহিত কেহ আলাপ করিত না, কেহ উহার মুখ দেখিত না, উহাকে একপ্রকার জীবন্মৃতের ন্যায় থাকিতে হইত। স্ত্রীত্যাগ করিলে তাহার ঐরূপ ভয়ানক অবস্থা হইত। কিন্তু ঋষিরা নানা কারণে স্ত্রীত্যাগের বিশেষ নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, যথা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ম্বদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা॥

মদ্যপায়ী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যা অমিতব্যয়কারিণী অপ্রিয়বাদিনী কন্যাপ্রসবিনী পুরুষদ্বেষিণী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া অন্য বিবাহ করিতে পারিবে। মনু প্রভৃতিরও ঐরূপ বচন আছে। এই সকল কারণবশতঃ যাহাদিগকে ত্যাগ করিবে, তাহাদিগকে আজীবন প্রতিপালন করিতে হইবে; যেহেতুক যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "অধিবিন্নাস্তু ভর্ত্তব্যা মহদেনোন্যথা ভবেৎ" তাহাদিগকে ভরণ না করিলে বড় দোষ হয়। মিতাক্ষরা বলিয়াছেন, ঐ সকল স্ত্রী স্বামীর সহিত সহবাস করিতে পারিবে না এবং গৃহকর্ত্রী হইতে পারিবে না। সংস্কৃতশাস্ত্রকারদিগের বিলক্ষণ বোধ ছিল, স্ত্রীলোক নিঃসহায়, এই জন্য তাঁহারা বলিয়াছেন, ব্যভিচারিণীকেও বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া না দিয়া, উহাকে নানাপ্রকারে কষ্ট দিয়া যাহাতে উহার চরিত্র সংশোধন হয় তাহার চেষ্টা করিবে।

হৃতাধিকারাং মলিনাং পিণ্ডমাত্রোপজীবিনীং।
পরিভূতামধঃশয্যাং বাসয়েদ্ব্যভিচারিণীং॥

এটিও যাজ্ঞবল্ক্যের বচন। এই পর্য্যন্ত পুরুষের পক্ষে। স্ত্রী কিন্তু পতিত কুষ্ঠরোগী স্বামীকেও পরিত্যাগ করিতে পারিবে

না। কেবল পতিত হইলে যত দিন তাহার শুদ্ধি না হইবে, ততদিন উহার সহবাস করিবে না “ আশুদ্ধেঃ সংপ্রতীক্ষ্যোহি মহাপাতকদূষিতঃ।” এ সকল সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের ব্যবস্থা। কলিযুগে স্ত্রী স্বামী ত্যাগ করিয়া পুরুষান্তরকে বিবাহ করিতে পারিবে।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।

অতএব কলিযুগে পুরুষ যেমন কারণবশতঃ স্ত্রী ত্যাগ করিয়া বিবাহ করিতে পারেন, স্ত্রীও তেমনি কারণবশতঃ স্বামীকে ছাড়িয়া অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারেন।

[স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ব্যবহার।]

“ পিতা মাতা ভ্রাতা পতি দেবর প্রভৃতি আত্মীয় লোকে যদি ইহলোকে সম্মান ইচ্ছা করেন, তবে স্ত্রীলোকদিগকে সম্মান করিবেন। এবং তাহাদিগের বেশভূষা করাইয়া দিবেন। যেখানে স্ত্রীলোকদিগকে সম্মান করা হয় সেইখানেই দেবতারা সন্তুষ্ট হন। যেখানে স্ত্রীলোকদিগের অমর্য্যাদা করা হয়, তথায় সকল কর্ম্মই নিষ্ফল। যে কুলে স্ত্রীরা শোক করে সে কুল শীঘ্র নাশ পায়। যেখানে উহারা সন্তুষ্ট থাকে, সেখানে সর্ব্বদাই শ্রীবৃদ্ধি হয়। অতএব ভূতিইচ্ছুক লোকেরা উৎসবে ও সৎকার্য্যে ভূষণ আচ্ছাদন ও অশন দ্বারা উহাদিগের “ পূজা” করিবে। যে কুলে স্বামী স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট ও স্ত্রী স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট সে কুলে কল্যাণ হয়।” ইত্যাদি। মনুর এই সকল বচন পাঠ করিলে, বোধ হয় পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকের প্রতি সকলে সদ্ব্যবহার করিতেন তাহাদিগকে ভূষণাদি দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতেন। মনু আরও বলিয়াছিলেন। মাতা পিতার অপেক্ষা সহস্রগুণে পূজনীয়া, ভার্য্যা আপনার দেহ। অতএব ইহা-

দিগের প্রতি অন্যায় আচরণ কোনরূপেই বিধেয় নহে। এদেশীয় কুলীনদিগের মধ্যে কন্যা হইলে, তাঁহারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। রাজপুতানার রাজপুতদিগের মধ্যে বালিকাহত্যা প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু মনু বলিয়াছেন, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।" আর একজন বলিয়াছেন, কন্যা পুত্রে কিছুমাত্র ভেদ নাই বরং কন্যা সৎপাত্রে দান করিলে পরলোকে মঙ্গল হয়। স্ত্রীলোককে শারীরিক কষ্ট দেওয়া মহাপাপ বলিয়া আজিও গণ্য হইয়া থাকে। গরুড় পুরাণে আছে "অবধ্যাশ্চ স্ত্রিয়ং প্রাহু স্তির্য্যক্ জাতিগতেষ্বপি" মনু বলিয়াছেন, পরপত্নীকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিবে। আপস্তম্ব বলিয়াছেন, উহাদিগকে মাতৃবৎ দেখিবে। স্ত্রীলোকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করার প্রথা ছিল, তাহার একপ্রকার উল্লেখ করা হইল।

উপরি লিখিত প্রবন্ধে বোধ হইবে যে, সভ্যজাতীয়লোকেরা স্ত্রীলোকের প্রতি যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমাদের পূর্ব্বপিতামহগণও তাহাদিগের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতেন। তবে যে নানাস্থানে দেখা যায় "স্ত্রীলোক অতি হেয় পদার্থ উহার সঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। হৃদয়ে ক্ষুরধারাভা মুখে মধুরভাষিণী স্ত্রীর অন্ত পুরাণাদিতেও পাওয়া যায় না অতএব তাহাকে বিশ্বাস করিবে না।" (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ) এ সকল সংসারবিরাগী যোগী প্রভৃতি লোকের উক্তি; তাঁহাদের মন অন্যদিকে আসক্ত, স্ত্রীলোক পাছে তাঁহাদিগকে সংসারে বদ্ধ করে, এই ভয়ে তাঁহারা বনে বাস করিতেন, অথচ তাঁহাদিগের কথা শুনিয়া পূর্ব্বকালের মত পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে ঘৃণা করিতেন অথবা তাঁহাদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতেন এরূপ বলা অন্যায়। বরং নিম্নলিখিত যাজ্ঞবল্ক্যবচন

দৃষ্টে বোধ হইবে যে, প্রাচীন ঋষিরা স্ত্রীলোকদিগকে অতি পবিত্র পদার্থ মনে করিতেন। যাহারা সতী তাহাদের ত কথাই নাই, "যেখানে যেখানে তাহাদের পাদস্পর্শ হয়, সেই-খানে সেইখানেই পৃথিবী মনে করেন, যে আমার আর ভার নাই আমি পবিত্রকারিণী হইলাম।" (কাশীখণ্ড) কিন্তু সামান্যতঃ পাপচারিণী ভিন্ন, অপর স্ত্রীলোকও পবিত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। "সোম তাহাদিগকে শৌচপ্রদান করি-য়াছেন, গন্ধর্ব্ব তাহাদিগকে মধুরবাক্য প্রদান করিলেন, পাবক তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র করিয়া দিলেন। অতএব যোষিদ্গণ সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র হইল।"

[স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।]

স্ত্রীলোকের পক্ষে কায়মনোবাক্যে স্বামীর শুশ্রূষা করাই প্রধান কর্ত্তব্য। স্বামী কাণা হউন, খোঁড়া হউন, অকর্ম্মণ্য হউন, দুষ্ট হউন, তথাপি স্ত্রীলোকের তিনিই গুরু, পূজ্য ও ইষ্টদেবতা, তাঁহার চরণসেবা করিলেই স্ত্রীলোকের পরকালে পরমগতি লাভ হইবে। স্বামীর পর শ্বশ্রূ শ্বশুর পিতামাতার সেবা দেবরাদির প্রতিপালন তাঁহার কর্ত্তব্য। তিনি সমস্ত গৃহকার্য্যে দক্ষ হইবেন। ব্যয়ে সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত হইবেন, স্বামী পুত্রের বিরহ কখনই কামনা করিবেন না—আপন ইচ্ছাতে কোন কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে নিন্দনীয়। তাঁহার ব্রত, ধর্ম্ম, উপাসনা, উপবাস কিছুই নাই। শিল্পাদিকার্য্যে দক্ষা হউন, সে তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে, গুণের মধ্যে। কিন্তু তাহাদ্বারা যে ধনসঞ্চয় হইবে, তাহাতে তাঁহার নিজের কোন অধিকার নাই। সে ধন তাঁহার স্বামীর। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে গৃহকার্য্যে দক্ষা হওয়া তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য। সে

সকল গৃহকর্ম্ম কি বহ্নিপুরাণে তাহার এক সংগ্রহ পাওয়া যায় যথা—

"সা শুদ্ধা প্রাতরুত্থায় নমস্কৃত্য পতিং সুরং।
প্রাঙ্গণে মণ্ডনং দদ্যাৎ গোময়েন জলেনবা॥
গৃহকৃত্যং চ কৃত্বাচ স্নাত্বা গত্বা গৃহং সতী।
সুরং বিপ্রং পতিং নত্বা পূজয়েদ্‌গৃহদেবতাং॥
গৃহকৃত্যং সুনির্ব্বর্ত্ত্য ভোজয়িত্বা পতিং সতী।
অতিথীন্ পূজয়িত্বাচ স্বয়ং ভূঙ্‌ক্তে সুখং সতী॥

এইস্থলে সংক্ষেপে স্ত্রীলোকদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম উল্লেখ করা হইল। ইহা ভিন্ন অনেক কর্ম্ম আছে তাহা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য নহে অথচ করিলে তাঁহাদের প্রশংসা হয়। তাহার উল্লেখ তৃতীয় অধ্যায়ে করিব। স্ত্রীলোকের চরিত্রবিষয়ে কতদূর উন্নতিকল্পনা করা হইয়াছিল জানিতে গেলে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি কি জানা নিতান্ত আবশ্যক, কারণ তাঁহারা ঐগুলি যদি সুন্দররূপে সমাধা করিতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহাদের চরিত্র উত্তম বলিতে হইবে। তাহার পর অমায়িকতা সরলতা প্রভৃতি যে সকল গুণে জগতে মাননীয় হওয়া যায়, সেই সকল গুণ থাকিলেই তাহাকে অতি উন্নত-চরিত্র বলিতে হইবে। অতএব এক্ষণে সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনায় সেই সকল কর্ত্তব্য বিস্তার বর্ণনা না করিয়া সংক্ষেপে করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম।

[স্ত্রীর ধনাধিকার।]

স্ত্রীলোকের সামাজিক অবস্থা যে তত ভাল ছিল না, তাহার এক প্রধান প্রমাণ এই যে স্ত্রীলোকের ধনাধিকার নাই। নিজে উপার্জ্জন করিলে স্বামীর হইবে। স্বামী যদি দেন, ২০০০ টাকার অধিক দিতে পারিবেন না। তবে পিতামাতা, কন্যার

কষ্ট না হয় বলিয়া যে ধন দিবেন তাহা তাঁহার আপনার। পিতামাতা বা স্বামীর ধনে তাঁহার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব নাই অর্থাৎ দান বিক্রয় ক্ষমতা নাই। কেবল যাবজ্জীবন ভোগমাত্র। সে ভোগ আবার সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধানাদিদ্বারা নহে। সে ধন কেবল; স্বামীর পারলৌকিক কার্য্য ও অন্যান্য সৎকার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য। পিতার ধন আবার যদি দৌহিত্র থাকে তবেই পাইবেন, বন্ধ্যা বা বিধবা হইলে সে ধনে তাঁহার অধিকার নাই। এইরূপে স্ত্রীলোক ধনাধিকার ও ধন উপার্জ্জনে বঞ্চিত। তথাপি তাঁহার পিতৃদত্ত যে নিজধন তাহাতে স্বামীরও অধিকার নাই। সে ধন স্বামী লইলে তাঁহাকে সুদ দিতে হইবে। না দিলে চোরের ন্যায় দণ্ডগ্রহণ করিতে হইবে। আর সচ্চরিত্রা বিধবার প্রতি যদি কেহ অত্যাচার করে, রাজা তাহার শাস্তি দিবেন। স্ত্রীলোকের ধনাধিকার নাই, কারণ তাহার স্বাধীনতা নাই।

[বিধবার কর্ত্তব্য।]

মনুর মতে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীলোকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে। স্বামীর ধন পাইলে স্বামীর পারলৌকিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। স্বামিকুলে বাস করিবে। স্বামীর বংশে কেহ থাকিতে পিতৃবংশীয়দিগকে ধনদান করিবে না। স্বামীর বংশ নির্ম্মূল হইলে, পিতৃগৃহ আশ্রয় করিবে। সহমরণ মনুর অনুমোদিত নহে; কিন্তু মহাভারতের মধ্যে সহমরণপ্রথার বহুলপ্রচার দেখা যায়। পাণ্ডুমহিষী মাদ্রী সহগমন করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর, মৃত বীরেন্দ্রবৃন্দের মহিষীরা অনেকে স্বামীর অনুগমন করেন। বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস এমন কি মনু ভিন্ন প্রায় সকল ঋষিরাই সহমরণের অনুমোদন করিয়াছেন এবং অনুমৃতাদিগের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন। একজন

বলিয়াছেন, " যে স্ত্রী সহমৃতা হয়, সে স্বামীর সহস্র পাপ-সত্ত্বেও স্বামীর সহিত সার্দ্ধ ত্রিকোটী বৎসর স্বর্গবাস করিবে।" পরাশর (কেহ কেহ বলেন অঙ্গিরা) আর একজন বলিয়াছেন যে, সর্পগ্রাহী ব্যাধ যেমন বলপূর্ব্বক সর্পকে গর্ত্ত হইতে উত্তোলন করে, সেইরূপ সহমৃতা নারী আপন স্বামীকে উদ্ধার করিয়া তাহার] সহিত স্বর্গে আমোদ প্রমোদ করে। (দক্ষ) কিন্তু সহমরণ স্ত্রীলোকদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য নহে। করিলে পুণ্য ও প্রশংসা হয় মাত্র। আমরা তৃতীয় অধ্যায়েও এ কথার উল্লেখ করিন। সহমরণ ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। উহা ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের পতি-পরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। সত্য বটে, সহ-মরণ পরিণামে অনর্থকর হইয়া উঠিয়াছিল, সত্য বটে দুষ্টলোকে ষড়যন্ত্র করিয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেককে জ্বলচ্চিতায় নিক্ষেপ করিত। কিন্তু এই প্রথা যাঁহাদের দৃষ্টান্তে প্রথম প্রচলিত হয় তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বামীর জন্য, পরলোকেও যাহাতে স্বামীর সহিত বিচ্ছেদ না হয় সেই জন্য, আপনার জীবন স্বামীর চিতায় সমর্পণ করিতেন। কলিযুগে বিধবারা বিবাহ করিতে পারিবেন ব্যবস্থা আছে।

[দুষ্ট চরিত্রাদিগের দণ্ড,]

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রীকে স্বামী সদ্যঃ-পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। স্ত্রী যদি গৃহকার্য্যে অবহেলা করিত বা মুক্তহস্তে ব্যয় করিত স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। সুরাপায়িনী স্ত্রী পরিত্যাগার্হা। এই সকল স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া দারান্তর পরিগ্রহ করার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু তাহাদিগকে ভরণপোষণ করিতে হইত। স্ত্রীলোক যদি পিতৃধনগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া স্বামীর অবহেলা করে এবং

পুরুষান্তরকে আশ্রয় করে তবে রাজা তাহাকে কুক্কুর দিয়া খাওয়াইবেন এবং তাদৃশ পারদারিক পুরুষকে পোড়াইয়া ফেলিবেন। স্ত্রী যদি ব্যভিচারিণী হয়, তবে সে পিতৃধনে অধিকারিণী হইবে না। ব্যভিচারিণীদিগের ইহকালও নাই পরকালও নাই তাহারা জারজপুত্র উৎপাদন করিয়া উভয়কুল অপবিত্র করে।

স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসংকরঃ।
সংকরো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্যচ॥
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্ত পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ। ভগবদ্গীতা।

স্ত্রীলোক যদি সমাজনিষিদ্ধ কোন কর্ম্ম করে, তাহা হইলে সে ইহকালে পুরুষের ন্যায় দণ্ড পায়। আর পরলোকে পুরুষাপেক্ষা দ্বাবিংশতি গুণ অধিক যন্ত্রণাভোগ করে। কৃত্তিবাস নরকবর্ণনার অবসানে বলিয়াছেন, "এ হতে বাইশ গুণ নারীর যন্ত্রণা" মনু স্ত্রীলোকদিগের অনেকস্থানে অল্প প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দিয়াছেন কিন্তু দুই একস্থলে অধিক ব্যবস্থাও দিয়াছেন। যাহারা স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করে, এবং উহাদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া অধর্ম্মপথে আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টা করে তাহাদিগের "উত্তম সাহস" দণ্ড হয়। প্রাচীনকালে যত শাস্তি ছিল, উত্তম সাহস দণ্ডই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক।

তৃতীয় অধ্যায়।

(মন্তব্য কথা।)

পূর্ব্বপ্রস্তাবে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল একপ্রকার সংক্ষেপতঃ উক্ত হইয়াছে এক্ষণে বিস্তারুরূপে ঐগুলির নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। এল্‌ফিনষ্টোন বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে চরিত্রের বিশুদ্ধই বিশেষ সমাদরণীয় ছিল। কার্য্যকারিণী

প্রবৃত্তি অর্থাৎ উন্নতিবিষয়ে তাঁহাদের তাদৃশ আস্থা ছিল না। সর্ব্বপ্রকারে শান্তিসুখ অনুভব করা এবং প্রাণিমাত্রের দুঃখ-বিমোচন করাই তাঁহাদের মতে মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য। শুদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেন; প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রমাত্রেরই এই দোষ। পাশ্চাত্য ধর্ম্মশাস্ত্রেও স্বদেশোন্নতি, সমাজোন্নতি প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ নাই। ব্রাহ্মণেরা যে আপনাদিগের মধ্যে নির্দ্দোষ নির্ম্মল চরিত্রকেই অধিক আদর করিতেন হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিলে তাহার আর কোন সন্দেহ থাকে না। তাঁহারা যত নিয়ম করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই কিরূপে পাপস্পর্শ না হয় তাহারই জন্য। এখন যেমন সুশিক্ষিতব্যক্তিমাত্রেরই মনে স্বদেশের বা মনুষ্যসমাজের উন্নতি করিব বলিয়া আকাঙ্ক্ষা হয় সেরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রাচীন ঋষিগণের মধ্যে অতি বিরল, তাঁহারা স্ত্রীলোকদিগের যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন তাহাতেও এই দোষ। স্ত্রীলোক সর্ব্বপ্রকারে পাপশূন্য হইবে, স্বামীপুত্রের অধীন হইবে, ইত্যাদি শত শত নিয়ম কেবল তাঁহাদের চরিত্রবিশুদ্ধিকামনায় মাত্র। এই সকল নিয়ম এরূপ কঠিন যে তাহা প্রতিপালন করা নিতান্ত দুরূহ। কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টে বোধ হয় যাঁহারা এই সকল কঠিন নিয়মের অধিকাংশ পালন করিয়া উঠিতেন, তাঁহাদের গুরুতর দোষসত্ত্বেও প্রশংসা হইত। তাহার এক প্রমাণ অহল্যা। তিনি চিরদিন স্বামিভক্তা এবং গৃহকার্য্যে সম্পূর্ণ মনোযোগবতী ছিলেন। তাহার পর ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যভিচারপঙ্কে নিপতিতা হন।* কিন্তু

* কৃত্তিবাস বলিয়াছেন অহল্যা নির্দ্দোষী; সমস্ত দোষ ইন্দ্রের। কিন্তু বাল্মীকি তাহা বলেন না। যদিও বাল্মীকির কবিতা দ্ব্যর্থ করা যায় কিন্তু টীকাকারেরা অহল্যাকেও দোষী করিয়া দিয়াছেন।

তাহা হইলেও তিনি এক্ষণে প্রাতঃস্মরণীয়াদিগের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। আবার দেখা যায় অনেকে এই দুরূহ নিয়ম সকল যথাযোগ্যরূপে প্রতিপালন করিয়াও স্বীয় বুদ্ধিমত্তাদিগুণে আরো অনেক সৎকার্য্য করিয়াছেন। দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের সেবা ও সমস্ত গৃহকার্য্য করিয়াও পাণ্ডবদিগকে সর্ব্বদাই নীতিশাস্ত্রে পরামর্শ দিতেন। বাস্তবিকও পাণ্ডবদিগের বনবাসসময়ে কৃষ্ণার ন্যায় বিচক্ষণ মন্ত্রী আর কেহই ছিল না।

[সাধ্বীদিগের শ্রেণীবিভাগ।]

মুনিরা যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন যাঁহারা সেই সকল নিয়ম সুন্দররূপে প্রতিপালন করিয়াছেন তাঁহারাই আমাদিগের প্রথম চিত্র। যাঁহারা কোনরূপে প্রলোভনে পতিত না হইয়া যশস্বিনী হইয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্রই আমরা প্রথম পর্য্যালোচনা করিব। তাহার পরে যাঁহারা নানাবিধ প্রলোভনে পড়িয়াও সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগের চরিত্রের বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবনাবলী বর্ণনা করিব। হিন্দুদিগের মধ্যে এই স্ত্রীস্বভাবের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। পাণ্ডববধূ দ্রৌপদী, রামগেহিনী সীতা এই শ্রেণীর মধ্যে প্রধানরূপে গণনীয়া। সাবিত্রী, শকুন্তলা প্রভৃতি মহিলারা চরিত্ররক্ষার জন্য নানাবিধ কষ্ট পাইয়াছেন সত্য কিন্তু তাঁহাদের প্রলোভনসামগ্রী অল্পই ছিল। তাঁহারা প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন পরিগ্রহ করিতে পারেন। কিন্তু শেষোক্ত শ্রেণীর তাঁহারা কেহই নহেন। গ্লাডষ্টোন ইংলণ্ডের একজন সুদক্ষ মন্ত্রী হইলেও উইলিয়ম পিট অপেক্ষা অনেক নিম্নশ্রেণীর লোক; কারণ পিট অনেক প্রলোভনেও ভুলেন নাই। গ্লাডষ্টোনের সময় সে সকল প্রলোভন একেবারেই নাই।

স্ত্রীলোকদিগের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম পতিসেবা। পতি তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব তাঁহাদিগের দেবতা তাঁহার সেবাই তাঁহাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য গৃহকার্য্য। গৃহস্থের যত কার্য্য আছে তাহার সমুদয়েরই ভার স্ত্রীলোকের হস্তে। সন্তানপালন স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যকর্ম্মের মধ্যে কোন স্থলেই উল্লেখ নাই, কিন্তু মনু অন্য এক স্থলে বলিয়াছেন,

উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনং।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রী নিবন্ধনং॥

অতএব পুত্রের পালনভারও স্ত্রীলোকের হস্তে অর্পিত ছিল। ইহার পর কবিদিগের সময়ে স্ত্রীলোকের আরো একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। ক্ষত্রিয়াদি সমস্ত ভদ্রপরিবারের মহিলারাই উহা শিক্ষা করিতেন। উহার নাম কলাশিক্ষা। ঋষিদিগের সময়ে লোক সকল সরল ছিল। বাবুগিরি উহাদের তত মনোমত ছিল না। প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে স্ত্রীলোকের যে নৃত্য গীতাদি শিখিতে হইত এরূপ কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু কালিদাসাদির সময়ে যখন আর্য্যগণ পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ করিয়া বিলাসসুখে মগ্ন হইয়াছেন, তখন নৃত্যগীত ভদ্রমহিলাদিগের নিত্যকর্ম্ম মধ্যে গণ্য হইয়াছে। তখনই কালিদাস লিখিলেন,

গৃহিণী সচিবঃ সখীমিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতং॥ রঘুঃ

কিন্তু মহর্ষি ব্যাস স্বকৃত সংহিতায় লিখিয়াছেন।

ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
দাসীবাদিষ্টকার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ॥

এই দুইটি বচনের মধ্যে প্রথমটীতে "প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ" এই বিশেষণটি অধিক আছে। ইহাদ্বারা বোধ হইল ঋষিদিগের সময়ে নৃত্যগীত শিক্ষা চলিত ছিল না।

আবার দ্বিতীয়টিতে "ছায়েবানুগতা" এই বিশেষণটি আছে। তাহাতে বোধ হইতেছে প্রাচীন ঋষিদিগের সময়ে নারীগণ স্বামীর সহিত সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেন।

এক্ষণে স্থিরীকৃত হইল পতিসেবা, গৃহকার্য্য, এবং ঋষি-দিগের পর, নৃত্যগীতাদিও, স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যমধ্যে পরিগণিত ছিল। সংক্ষেপতঃ, এই স্থির হইল, কিন্তু বিশেষ পর্য্যালোচনা করিতে গেলে আবার সংহিতাকর্ত্তাদিগের শরণ লইতে হইবে। অষ্টাদশখানি সংহিতার মধ্যে ৮।৯ খানি অতি স্বল্পায়তন তাহাতে স্ত্রীচরিত্রের কোন উল্লেখ নাই। আর কয়েকখানির মধ্যে, মনু যেরূপ বৃহৎ গ্রন্থ উহাতে স্ত্রীধর্ম্ম তাদৃশ বিস্তারক্রমে কথিত হয় নাই। যাজ্ঞবল্ক্য কয়েকটিমাত্র কবিতা গৃহস্থধর্ম্মের মধ্যে বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। দক্ষ, ব্যাস ও বিষ্ণু বিস্তাররূপে স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই তিনখানির মধ্যে আবার বিষ্ণুই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাঞ্জল। বিষ্ণুর বচনে অর্থঘটিত কোনরূপ সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা অল্প। দায়ভাগকার জীমূতবাহন বিষ্ণুসূত্র অবলম্বন করিয়াই অতি দুরূহ অপুত্রধনাধিকার অধ্যায় নির্ণয় করিয়াছেন। আমাদেরও সেই বিষ্ণুবচনই প্রধান আশ্রয়। স্ত্রীধর্ম্মসম্বন্ধে বিষ্ণুর বচন যথা—

১ম। স্ত্রীলোক স্বামীর সমান ব্রতচারিণী হইবেন। বিষ্ণু-সূত্রের প্রসিদ্ধ টীকাকার নন্দপণ্ডিত লিখিয়াছেন স্বামী যে সকল বিষয়ে সঙ্কল্প করিবেন, স্ত্রীলোকেরও সেই সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। এবং স্বমত সংস্থাপনজন্য কাশীখণ্ড হইতে "যত্র যত্র রুচি র্ভর্ত্তুস্তত্র প্রেমবতী সদা" এই বচনটি উদ্ধার করিয়াছেন। গোতম বলিয়াছেন, ধর্ম্মকর্ম্মে স্ত্রী স্বাধীন নহেন। বশিষ্ঠও এই কথা বলিয়াছেন, এবং এতৎসমর্থক আরো এক বচন আছে যথা—স্ত্রীভিঃ ভর্ত্তৃবচং কার্য্যমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

২য়। শ্বশ্রূশ্বশুরদেবতাতিথিদিগের সেবা। টীকাকার লিখিয়াছেন পূর্ব্বোক্ত গুরুজনের পাদবন্দনাদিদ্বারা সন্তোষ-সম্পাদনই সেবা বা পূজা শব্দের অর্থ। দেবতা শব্দে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা নহেন। কারণ স্ত্রীলোক ইচ্ছামত দেবোপাসনা করিতে পারিলে ১ম বচনটীর সহিত বিরোধ হয় অতএব উহার ব্যাখ্যায় টীকাকার লিখিয়াছেন দেবতা "সৌভাগ্যদাত্রী" গৌর্য্যাদিঃ। সৌভাগ্যই স্ত্রীলোকের গৌরবের বিষয়। যেমন বিদ্যাদ্বারা ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠতা; বলে ক্ষত্রিয়ের; সেইরূপ সৌভাগ্যে নারীর শ্রেষ্ঠতা হয়। যাহার সৌভাগ্য নাই সে স্ত্রীর মুখদর্শন করিতে নাই। সৌভাগ্য শব্দের অর্থ স্বামীর ভালবাসা। স্বামী যে স্ত্রীকে ভালবাসেন তিনিই শ্রেষ্ঠ।

৩য়। অতিথি সেবা। মনু গৃহস্থের যে সকল প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আতিথিসেবা একটি। উহার নাম নৃযজ্ঞ, উহাতে দেবতারাও সন্তুষ্ট হন। কিন্তু গৃহস্থ ত নিজে অতিথিসেবা করিতে পারেন না। উহা তাঁহার গৃহিণীর উপর ভার। গৃহিণী যদি সুন্দররূপে অতিথি-সেবা করিতে পারিলেন, সে তাঁহার অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। পূর্ব্বকালে গৃহস্থমহিলারা প্রাণপণে অতিথিসেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। কুন্তী বাল্যকালে অতিথিদিগের সেবা করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। একদিন দুর্ব্বাসা ঋষি আসিয়া তাঁহার নিকট উত্তপ্ত পায়স ভোজনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কুন্তী নিতান্ত অতিথিবৎসলা; তিনি সেই উত্তপ্ত পায়সপাত্র হস্তে করিয়া ঋষিকে খাওয়াইয়া দিলেন। তাঁহার হস্ত দগ্ধ হইয়া গেল, তথাপি তিনি কোনরূপে বিরক্তিপ্রকাশ করিলেন না। দুর্ব্বাসা তাঁহাকে বহুতর প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে অভিলষিত বরপ্রদান করিলেন।

৪র্থ। গৃহসামগ্রীর সুসংস্কার। কেশববৈজয়ন্তীকার এই সূত্রের পোষক শংখলিখিত একটি সুদীর্ঘ বচন উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্কলিত শংখলিখিত সংহিতার মধ্যে সে বচনটি পাওয়া যায় না। বচনের অর্থ এই।

প্রাতঃকালে পাকপাত্রের সংস্কার। গৃহদ্বার পরিষ্কার করা। অগ্নিচর্য্যার আয়োজন। গ্রাম্যাদি দেবতার পূজোপহারোদ্যোগ। স্বামীর পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া শয়নসামগ্রীর যত্নপূর্ব্বক রক্ষা। পাকক্রিয়াকৌশল, পরিবারবর্গকে পরিতোষ করিয়া আহার করান। ইত্যাদি। পূর্ব্বঅধ্যায়ে আমরা বহ্নিপুরাণের একটি বচনোদ্ধার করিয়াছি তাহার মর্ম্মার্থ ও এইরূপ।

৫ম ৬ষ্ঠ। অমুক্তহস্ততা ও সুগুপ্তভাণ্ডতা। পূর্ব্বপরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে স্ত্রীলোকের ধনাধিকার নাই। কিন্তু স্বামীর সমস্ত ধনই তাঁহার। স্বামিসঞ্চিত ধন তিনিই রক্ষা করিবেন। আয়ব্যয়ের তিনিই পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। কিন্তু তাঁহার অনভিমতে কোনরূপ ব্যয় করিতে পারিবেন না। সকল শাস্ত্রই বলিয়াছেন স্ত্রীলোকে ব্যয়কুণ্ঠ হইবেন। "ব্যয়েচামুক্তহস্তয়া" "ব্যয়বিবর্জ্জিতা" "ব্যয়পরাঙ্মুখী" সকল সংহিতা মধ্যেই পাওয়া যায়। যদি অধিক ব্যয় করেন স্বামী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী বিবাহ করিবেন। লক্ষ্মী বলিয়াছেন আমি ব্যয়কুণ্ঠিতা স্ত্রীলোকের গৃহে বাস করি। সুতরাং ব্যয়কুণ্ঠতা স্ত্রীলোকের প্রধানতম গুণের মধ্যে গণিত হইবে। বাস্তবিকও যাঁহারা অল্প আয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদের পক্ষে, শুদ্ধ তাঁহাদিগের পক্ষেই কেন গৃহস্থমাত্রেরই পক্ষে স্ত্রীলোকের ব্যয়কুণ্ঠতা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

৭ম। "মূলক্রিয়াস্বনভিরুচিঃ। এই বচনটির প্রকৃত অর্থ

অবগত হওয়া দুর্ঘট। পণ্ডিতবর নন্দকুমার বলিয়াছেন মূল ক্রিয়ার অর্থ বশীকরণাদি কার্য্য যাহাকে আমরা এক্ষণে ডাকিনীর কর্ম্ম বলিয়া থাকি। কিন্তু বিষ্ণুর সময়ে কি লোকে ডাকিনী যোগিনী বিশ্বাস করিত? ডাকিনী যোগিনী ত তন্ত্র ও পুরাণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তবে কি উহাদ্বারা অথর্ব্ববেদোক্ত মারণাদি কার্য্য বুঝাইবে? তাহা হইতে পারে না, স্ত্রীলোকের ত বেদে অধিকার ছিল না। বৃহস্পতি বলিয়াছেন, পান, অটন, দিবাস্বপ্ন স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য নহে করিলে দোষ হয়। বিষ্ণুব বচনে হয় ত তাহাই বুঝাইবে।

৮ম। মঙ্গলাচারতৎপরতা। মাঙ্গল্য দ্রব্য হরিদ্রা কুঙ্কুমাদি ব্যবহার করিবে। এবং বৃদ্ধস্ত্রীলোকদিগের নিকট যে সকল আচার শিক্ষা করিবে তাহার পালনে সর্ব্বদা যত্নবতী হইবে। এই আচারগুলি শংখলিখিত বচনে উল্লিখিত আছে। যথা— না বলিয়া কাহারও বাটী যাইবে না। কোথাও যাইতে হইলে উত্তরীয় ছাড়িয়া যাইবে না, দ্রুতপদে কোথাও গমন করিবে না, পরপুরুষের সহিত আলাপ করিবে না। বণিক্, প্রব্রজিত, বৃদ্ধ ও বৈদ্যকে নাভি দেখাইবে না। বিস্তৃত বস্ত্র পরিধান করিবে। অনাবৃত শরীরে কখন থাকিবে না ইত্যাদি।

৯ম। স্বামী বিদেশে গেলে শরীরসংস্কার ও পরগৃহে গমন পরিত্যাগ করিবে। এস্থলে যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন। প্রোষিতভর্ত্তৃকা নারী শরীরসংস্কার বিবাহ ও উৎসবদর্শন হাস্য ও পরগৃহগমন পরিত্যাগ করিবে। মনু বলিয়াছেন:—

যদি স্বামী কোনরূপ বন্দোবস্ত না করিয়া বিদেশে গমন করেন, তবে স্ত্রীলোক অনিন্দনীয় শিল্পকার্য্যদ্বারা জীবননির্ব্বাহ করিবে। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় টীকাকার শংখলিখিতের একটি সুদীর্ঘবচন উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু প্রবন্ধ বাহুল্যভয়ে সেটির

অনুবাদ করিলাম না। পরগৃহ শব্দে টীকাকার লিখিয়াছেন, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, শ্বশুরাদির গৃহভিন্ন অন্য গৃহ বুঝায়। সুতরাং স্বামী স্বদেশে থাকিলে স্ত্রীলোকেরা যথা ইচ্ছা গমন করিতে পারিত তাহার এক প্রমাণ পাওয়া গেল। প্রোষিত-ভর্তৃকাদিগের কি কর্ত্তব্যকর্ম্ম তাহা যিনি মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত পাঠ করিয়াছেন, তিনিই সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন। পতিপ্রাণা যক্ষপত্নী সম্বৎসর পর্য্যন্ত একবেণীধরা হইয়া যে কষ্টে সময় যাপন করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে সকলেরই মনে করুণরসের আবির্ভাব হয়। যখন যক্ষ রামগিরিতে মেঘকে বলিতেছেন—

"আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলিব্যাকুলা বা
মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী।
পৃচ্ছন্তী বা মধুরবচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং
কচ্চিদ্ভর্ত্তুঃ স্মরসি রসিকে ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি।"

তখন বোধ হয় যেন আমরা গবাক্ষপথে বলিব্যাকুলা দেহলী-দত্ত-পুষ্প-গণনা-তৎপরা আধিক্ষামা সেই যক্ষপত্নীকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার শরীর কৃশ তিনি বিস্তৃত শয্যার একপার্শ্বে শয়ানা আছেন বোধ হইতেছে যেন প্রাচীমূলে একখণ্ড চন্দ্রকলা রহিয়াছে। উহাতে আকাশের বিশেষ শোভা হইতেছে না, কিন্তু দেখিবামাত্র অন্তঃকরণ শোকে আপ্লুত হইতেছে।

১০ম। দ্বারদেশে গবাক্ষ ইত্যাদি স্থানে অবস্থিতি করা স্ত্রীলোকদিগের অন্যায়। কাশীখণ্ডে ইহার বিস্তার দেখিতে পাওয়া যাইবে।

১১শ। কোন কর্ম্মে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই। মনু বলিয়াছেন, বালিকাই হউক, যুবতীই হউক বা বৃদ্ধাই হউক,

কোন কর্ম্মেই স্ত্রীলোক আপন ইচ্ছামত চলিতে পারে না। স্ত্রীলোক তিন অবস্থায় পিতা, ভর্ত্তা ও পুত্রের অধীন হইয়া চলিবে। কোন কালেই স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই।

১২শ। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীলোকে হয় কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে, না হয় সহগামিনী হইবে। কেশব-বৈজয়ন্তী-প্রণেতা নন্দকুমার এইস্থলে ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়মগুলি উল্লেখ করিয়াছেন। নন্দকুমার আপন মত সংস্থাপনার্থ কাশীখণ্ড হইতে বচন তুলিয়াছেন। কাশীখণ্ডের ব্রাহ্মচর্য্যে ও স্মৃতিকারদিগের ব্রাহ্মচর্য্যে অনেক প্রভেদ। ঋষিরা ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্যকর্ম্মগুলিকে ব্রাহ্মচর্য্য আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, অর্থাৎ পাঠাবস্থায় ব্রাহ্মণেরা যেরূপ শুদ্ধাচারে থাকে বিধবারাও স্বামীর মৃত্যুর পর সেইরূপ শুদ্ধাচারে থাকিবে, এই তাঁহাদের অভিপ্রায়। কিন্তু কাশীখণ্ডকার কহেন, বিধবারা ভূমিশয্যা আশ্রয় করিবে। অসময়ে আহার করিবে। পরিতৃপ্তি করিয়া আহার করিলে, তাহাদিগের নরকদর্শন হইবে ইত্যাদি। ইহার নাম ব্রাহ্মচর্য্য নহে। ইহাকে সন্ন্যাস বলিলেও বলা যায়।

বিষ্ণুসংহিতা প্রায়ই সরলগদ্যে লিখিত। কিন্তু মধ্যে মধ্যে কবিতাও দেখা যায়। স্ত্রীধর্ম্মনির্ণয়ের উপসংহারে নিম্নলিখিত শ্লোকত্রয় দেখা যায় যথা ঃ—

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপাসনং।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥
পত্যৌ জীবতি যা যোষিদুপবাসব্রতং চরেৎ।
আয়ুঃ সা হরতে পত্যুর্নরকঞ্চৈব গচ্ছতি ॥
মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রাহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বয়ং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥

এই পর্য্যন্ত বিষ্ণুসংহিতায় স্ত্রীধর্ম্ম প্রকরণ শেষ হইল। এই

প্রস্তাবের মধ্যে আমরা দক্ষ ও ব্যাস ভিন্ন আর সকল সংহিতারই সমালোচন করিলাম। দক্ষ সংহিতায় স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য-নির্ণয় নাই। কিসে স্ত্রীলোকের প্রশংসা হয়, তাহা বিশেষ রূপে উল্লিখিত আছে। ব্যাসসংহিতা যদিও বিষ্ণুর ন্যায় প্রাঞ্জল নহে,তথাপি তাহাতে বিষ্ণুর অপেক্ষা অ.নক বিস্তারক্রমে স্ত্রীচরিত্র বর্ণনা আছে। আমরা এই দুই সংহিতার বচনগুলি অনুবাদ করিয়া দিয়া, তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপন করিব। পূর্ব্ব প্রবন্ধে কাত্যায়নেরও কোন কথা উল্লেখ করি নাই। কাত্যায়ন সকল সংহিতার পরিশিষ্টস্বরূপ। যে সকল স্থান অন্য সংহিতায় অস্ফুট, কাত্যায়ন তাহার বৈশদ্য সম্পাদন করিয়াছেন। আর অন্য সংহিতায় যাহার উল্লেখ নাই, কাত্যায়ন তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। স্ত্রীর কর্ত্তব্যের মধ্যে বিদেশগত স্বামীর অগ্নিরক্ষা একটি প্রধান কার্য্য বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সৌভাগ্য দ্বারাই স্ত্রীলোকে জ্যেষ্ঠতালাভ করে। সেই সৌভাগ্য আবার অগ্নিরক্ষা দ্বারা লাভ হয়। আর সৌভাগ্যবতীর মুখ যদি কেহ প্রাতঃকালে দেখে, তাহার সমস্ত দিন মঙ্গল হয়। দুর্ভাগার মুখ দেখিলে. সেদিন বিবাদ বিসংবাদে পড়িতে হয়। বিষ্ণুসংহিতার শেষভাগে নারায়ণ লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে লক্ষ্মী! তুমি কোন্ কোন্ স্থানে বাস কর। এই প্রশ্নের উত্তর হইলে, তিনি বলিলেন, তুমি কীদৃশ স্ত্রীলোকের গৃহে থাকিতে ভাল বাস। তাহাতে লক্ষ্মী উত্তর করিলেন।

নারীষু নিত্যং সুবিভূষিতাসু পতিব্রতাসু প্রিয়বাদিনীষু।
অমুক্তহস্তাসু সুতান্বিতাসু সুগুপ্তভাণ্ডাসু বলিপ্রিয়াসু।
সম্মৃষ্টবেশ্মাসু জিতেন্দ্রিয়াসু বলিব্যপেতাসু বিলোলুপাসু
ধর্ম্ম ব্যপেক্ষিতাসু দয়ান্বিতাসু স্থিতা সদাহং মধুসূদনে তু।

উত্তমরূপে বিভূষিতা, পতিব্রতা প্রিয়বাদিনী, ব্যয়কুণ্ঠিতা, অর্থসঞ্চয়ে যত্নবতী, দেবতাদিগের, পূজাপ্রিয়া, গৃহ পরিমার্জ্জন-তৎপরা, জিতেন্দ্রিয়া, কলহবিরতা, বিলোলুপা, ধর্ম্ম কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হৃদয়া, দয়ান্বিতা নারীতে আমি বাস করি। যেমন মধুসূদন আমার প্রিয়, ইহারাও সেইরূপ। অতএব আমরা এই লক্ষ্মীর বাক্যে স্ত্রীচরিত্রের এক অতি সুন্দর চিত্র প্রাপ্ত হইলাম। পূর্ব্ব প্রবন্ধে স্ত্রীলোকের যে সকল অতি প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, তাহা সম্পাদন করিলেও কলহ-বিরতা, পুত্রবতী, ইন্দ্রিয়সংযমবতী, দয়ান্বিতা হইলে, লক্ষ্মী তাঁহার গৃহে চিরদিন বিরাজমানা থাকিবেন। বাস্তবিক অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ যে সময়ে মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মুনিগণ সংহিতাকরণে নিযুক্ত ছিলেন, তখন স্ত্রীচরিত্র অতিশয় উন্নত ছিল। ঐ ঋষিগণ সত্যমাত্র আশ্রয় করিয়াই স্মৃতিসংহিতা প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহারা স্ত্রীচরিত্র যৎদূর উন্নত হইতে পারে, তাহার উত্তম উত্তম চিত্র দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পৌরাণিকগণ সত্যের প্রতি তাদৃশ আস্থা না করিয়া, অতি কঠোর নিয়মাবলী প্রচার করিয়াছেন। পুরাণসম্মত উন্নত-চরিত্র স্ত্রীলোক কেবল কবিদিগের মানসমধ্যে থাকিতে পারে। রক্ত মাংসময় সংসারে সেরূপ রমণী থাকিতে পারে না।

স্মৃতিসংহিতায় আর একটি উৎকৃষ্ট স্ত্রীচরিত্রের বিবরণ ব্যাস-লিখিত গ্রন্থে পাওয়া যায়। আমরা এই স্থলে তাহার সবিস্তার অনুবাদ করিয়া দিব।

"পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, পিতৃব্য, জ্ঞাতি, মাতা বয়স বিদ্যা ও বংশে সদৃশ বরে কন্যাসম্প্রদান করিবেন। পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে পর পর ব্যক্তি দান করিবেন। সকলের অভাবে কন্যা স্বয়ম্বর করিবেন। * * পূর্ব্বকালে স্বয়ম্ভু

আপনার দেহকে দ্বিধাপাটিত করেন। অর্দ্ধের দ্বারা পত্নী ও অপর অর্দ্ধের দ্বারা পতির উৎপত্তি হয়, এই শ্রুতি আছে। যতদিন পর্য্যন্ত বিবাহ না করা যায়, ততদিন পুরুষকে অর্দ্ধ-কলেবর বলিতে হইবে। শ্রুতি আছে অর্দ্ধ দেহ জন্মে না কিন্তু জন্মাইতে পারে। * * বিবাহানন্তর অগ্নি ও পত্নীর সহিত, গৃহনির্ম্মাণ করত বাস করিবে। আপনার ধনে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবে এবং বৈতান অগ্নি নির্ব্বাণ হইতে দিবে না। ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গলাভে স্ত্রী ও পুরুষ সর্ব্বদা একমনা হইবে। এবং একরূপ নিয়ম করিয়া চলিবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে ত্রিবর্গসাধনের কোন স্বতন্ত্র পথ নাই। শাস্ত্রবিধির ভাবার্থ সংগ্রহ করিয়া অথবা অতি দ্বেষ করিয়াও স্বতন্ত্র পথের উল্লেখ পাওয়া যায় না। স্ত্রী স্বামীর পূর্ব্বে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আপনার দেহশুদ্ধি করিবে। শয্যা তুলিয়া রাখিবে এবং গৃহমার্জ্জন করিবে। অগ্নিশালা ও অঙ্গনের মার্জ্জন ও লেপন করিবে। তাহার পর অগ্নিপরিচর্য্যার কার্য্য করিবে ও গৃহসামগ্রী সকলের তত্ত্বাবধারণ করিবে * * এইরূপে পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সমাপন করিয়া গুরুদিগের পাদবন্দনা করিবে এবং গুরুজনপ্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কার সকল ধারণ করিবে। কায়মনোবাক্যে পতিসেবাতৎপরা হইবে। নির্ম্মলচ্ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগত থাকিবে। স্বামীর হিতকার্য্যে সখীর ন্যায়, আদিষ্টকার্য্যে দাসীর ন্যায় নিয়ত তৎপরা হইবে। তাহার পর অন্ন প্রস্তুত করিয়া, স্বামীকে এবং অন্যান্য ভোক্তৃবর্গকে ভোজন করাইবে। পরে স্বামীর অনুজ্ঞা লইয়া, অবশিষ্ট যে কিছু অন্নাদি থাকিবে, স্বয়ং ভোজন করিয়া দিবসের শেষভাগে আয় ব্যয় চিন্তায় নিযুক্তা থাকিবে। এইরূপ প্রত্যহ করিবে। স্বামীকে উত্তমরূপে আহার করাইবে। আপনি অনতিতৃপ্তরূপে

আহার করিয়া গৃহনীতি বিধান করিবে এবং সাধু শয়ন আস্তীর্ণ করিয়া পতির পরিচর্য্যা করিবে। স্বামী শয়ন করিলে, তাঁহারই নিকটে তাঁহারই পদে মনোনিবেশ করিয়া শয়ন করিবে।" এই পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের নিত্যকর্ম্ম গেল। ইহাতে পূর্ব্ব প্রবন্ধ হইতে কিছুই নূতন নাই। কেবল কিছু বিস্তার আছে মাত্র। ইহার পরে স্ত্রীলোকের কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় গুণের কথা উল্লেখ আছে। যথা—"স্ত্রীলোকের যেন কোন বিষয়ে অনবধানতা না থাকে। তাহার যেন মনে থাকে তাহার নিজের কোন কামনা নাই। ইন্দ্রিয়সংযমে তিনি যেন সর্ব্বদা যত্নশীলা থাকেন। তিনি কখনই উচ্চস্বরে কথা কহিবেন না। অধিক কথা বলা পরুষবাক্য ব্যবহার ও স্বামীর অপ্রিয় কথা বলা তাঁহার পক্ষে দূষণাবহ। তিনি যেন কাহার সঙ্গে বিবাদ না করেন এবং নিরর্থক প্রলাপবাক্য ব্যবহার না করেন ব্যয় অধিক না করেন এবং ধর্ম্মার্থবিরোধী কোন কার্য্য না করেন। সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে প্রমাদ, উন্মাদ, কোপ, ঈর্ষা, বঞ্চনা, অভিমান, খলতা, হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, ধূর্ত্ততা, নাস্তিক্য, সাহস, চৌর্য্য ও দম্ভ পরিবর্জ্জনীয়। এই সকল পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে পতিসেবাতৎপরা হইলে ইহকালে যশঃ ও পরকালে স্বামীর সহিত ব্রহ্মসালোক্য প্রাপ্তি হয়।"

ব্যাসসংহিতার এই সুন্দর পরিষ্কার দীর্ঘবর্ণনার পর আমাদিগের আর মন্তব্য প্রকাশ বৃথা। ইহা পাঠ করিলেই স্মৃতিসংহিতাকারেরা স্ত্রীলোকের চরিত্র বিষয়ে কতদূর উন্নত কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। এরূপ সর্ব্বগুণ সম্পন্না রমণী অতি বিরল হইলেও ইহার মধ্যে বহুতর গুণশালিনী রমণী প্রাচীন ভারতবর্ষে, এমন কি এখনও অনেক দেখা যায়।

কতকগুলি অধুনাতন বাবুদিগের সংস্কার আছে আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিয়ম ছিল না সুতরাং এতকাল* স্ত্রীলোকে কেবল দাসীবৃত্তি ও কলহ করিয়া সময়াতিপাত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের একবার অন্ততঃ ব্যাসসংহিতার বচন কয়েকটী পাঠ করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকের হস্তে শুদ্ধ দাসীর কর্ম্মমাত্রের ভার ছিল না, তিনি আয় ব্যয়ের চিন্তা করিতেন, তাহার নাম দেওয়ানী। ব্যাসসংহিতা পাঠ করিয়া বরং বোধ হয় স্ত্রীলোক যদি দেওয়ান হইতে দাসী পর্য্যন্ত সকলেরই কার্য্য করিল পুরুষের কার্য্য কি? স্ত্রীলোকের মানসিক উন্নতি কিরূপ ছিল তাহারও কতক প্রমাণ স্মৃতিশাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়। ব্যাস স্পষ্ট বলিয়াছেন স্ত্রীলোক যেন নাস্তিক না হয় এবং আর একজন বলিয়াছেন স্ত্রীলোক যেন হেতুবাদ শাস্ত্র শিক্ষা না করে। হেতুবাদ করিতে বারণ করায় ও নাস্তিক্য নিষেধ করায় স্পষ্ট অবগতি হইবে যে নারীগণ পূর্ব্বকালে হেতুবাদ করিতে শিখিত এবং অতি দুরূহ ঈশ্বরতত্ত্বনিরূপণ বিষয়ে, সময়ে সময়ে চিন্তা করিত। দক্ষসংহিতা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য বা গুণনির্ণয়ে যত্ন করেন নাই। তিনি উহাদের প্রধান প্রধান গুণের প্রশংসা করিয়াছেন। এবং সংক্ষেপতঃ উৎকৃষ্ট স্ত্রীচরিত্রের একটি উদাহরণ দিয়াছেন। "পত্নী যদি স্বামীর মন বুঝিয়া চলেন এবং তাঁহার বশানুগা হন তবে গৃহাশ্রমের ন্যায় আশ্রম আর নাই। তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোক দ্বারাই ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ ফললাভ হয়। যদি বর্ত্তমান সময়ে স্নেহবশতঃ স্ত্রীদিগকে স্বেচ্ছানুরূপ ব্যবহার হইতে নিবারণ না করা যায় তবে উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায় সে পশ্চাৎ কষ্টের কারণ হয়।" স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষের ন্যায় শিক্ষা দিবার কথা মনুতে

* D. N. Bose's Lecture in the Student's Association.

উক্ত আছে আর পুরুষের ন্যায় উহাদিগকে তাড়ন করার কথাও শংখসংহিতায় আছে যথা—"লালনীয়া সদা ভার্য্যা তাড়নীয়া তথৈব চ। লালিতা তাড়িতা চৈব স্ত্রী শ্রীর্ভবতি নান্যথা।" এবং এই নিমিত্ত দক্ষও বলিলেন প্রথম অবধি স্ত্রীলোককে শাসন করা কর্ত্তব্য। "অনুকূলকারিণী মিষ্টভাষিণী দক্ষা সাধ্বী পতিব্রতা জিতেন্দ্রিয়া স্বামিভক্তা নারী দেবতা, সে মানুষী নহে।" "যাহার রমণী অনুকূলকারিণী তাহার এইখানেই স্বর্গ * * এরূপ পরস্পর গাঢ়ানুরাগ স্বর্গেও দুর্লভ। কিন্তু যদি একজন অনুরাগী ও আর জন অননুরাগী হয় তাহা অপেক্ষা কষ্টকর আর কিছুই নাই। গৃহে বাস সুখের জন্য সে সুখের পত্নীই মূল। সেই পত্নীর বিজ্ঞা বিনয়বতী ও স্বামীর বশানুগা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যদি রমণী সর্ব্বদা খিন্না হয় এবং যদি উভয়ের একমন না হয়, তাহা অপেক্ষা দুঃখ আর নাই। * * * জলৌকা কেবল রক্তশোষণ করে কিন্তু দুষ্টা রমণী ধন, বিত্ত, বল, মাংস, বীর্য্য, সুখশোষণ করিতে থাকে, বাল্যকালে সাশঙ্কা, আর যৌবনে বিমুখী হয় এবং আপনার বৃদ্ধপতিকে তৃণতুল্য জ্ঞান করে। অনুকূলা, মিষ্টভাষিণী, দক্ষা, সাধ্বী, পতিব্রতা রমণীই লক্ষ্মী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যিনি নিত্য হৃষ্টমনা হইয়া যথাকালে যথাপরিমাণে স্বামীর প্রীতিকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তিনিই ভার্য্যা। ইতরা জরা।"

[২য় ও ৩য় অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তার্থ।]

এতদূরে স্মৃতিশাস্ত্রীয় স্ত্রীধর্ম্ম সমালোচনা সমাপন হইল। এই সমুদয় পাঠ করিলে প্রাচীনকালে স্ত্রীলোকদিগের কিরূপ সামাজিক অবস্থা ছিল, এবং কি কি গুণ থাকিলে স্ত্রীলোকে প্রশংসনীয়া হইতে পারিতেন, তাহা কথঞ্চিৎ অবগত হওয়া

যাইবে। প্রথমতঃ অতি প্রাচীনকালে বিবাহের নিয়ম ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহধৃত শ্বেতকেতু ও দীর্ঘতমার উপাখ্যান পাঠ করিলেই তাহা জানিতে পারা যায়। আমাদের সে কথার কোন প্রয়োজন না থাকায় তাহার আলোচনা করি নাই। বিবাহের নিয়ম সংস্থাপন হইলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত কন্যার উপর বর মনোনীত করিবার ভার থাকিত। এবং যদিও পিতা যাহাকে ইচ্ছা কন্যাদান করিতে পারিতেন তথাপি তাঁহাকেও শাস্ত্রকথিত গুণশালী বরকেই কন্যা সম্প্রদান করিতে হইত। অন্যকে দিলে তাঁহার পাপ হইত ও ইহলোকে অপযশঃ হইত। বর ইচ্ছা হইলেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিবাহ করিতে পারিতেন না। স্ত্রীলোকের উপর যে কেবল দাস্যকার্য্যমাত্রেরই ভার থাকিত এমন নহে, গৃহস্থের যে গুরুতর কার্য্য, সাংসারিক আয় ব্যয়চিন্তা ও ধনসঞ্চয় তাহার ভারও স্ত্রীর উপর অর্পিত হইত। এবং বিদেশগত স্বামীর অগ্নিরক্ষায় কেবল স্ত্রীরই অধিকার ছিল। যদিও স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ছিল না, তাঁহারা ইচ্ছামত সমাজাদিস্থলে যাইতে পারিতেন। তাঁহারা যদিও সর্ব্বত্র দায়াধিকারিণী হইতে পারিতেন না তাঁহাদের নিজের ধন কেহই কৌশল বা বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে পারিত না; করিলে চোরের ন্যায় দণ্ডগ্রহণ করিতে হইত। স্বামী যদি স্ত্রীর ধন গ্রহণ করিয়া অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হন, তাহা হইলে সুদশুদ্ধ টাকা রাজা দেওয়াইবেন। যদিও শাস্ত্রে কোন স্থানে স্পষ্ট লেখা নাই যে বহুবিবাহ করিও না, তথাপি বহুবিবাহের এত নিন্দা আছে যে বহুবিবাহ না করাই যেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড, একপ্রকার বহুবিবাহকারীকে গালি দেওয়ার জন্য বলিলেই হয়। কালিকাপুরাণে চন্দ্রের রাজযক্ষ্মারোগোৎপত্তি বহুবিবাহ পাপের

প্রতিফল। ধ্রুবোপাখ্যানেও বহুবিবাহের দোষ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। বিধবাবিবাহ যদিও কলিযুগের জন্য মাত্র, কিন্তু অন্যান্য যুগে ব্রাহ্মচর্য্যমাত্র ব্যবস্থা। পৌরাণিক ঋষিরা এবং সংহিতাসমূহের টীকাকারমহাশয়েরা বিধবাদিগের যে কঠোর ব্রত নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন প্রাচীন ঋষিরা তাহার দিক্ দিয়াও যান নাই। নিষ্ঠুর সতীদাহ মনুসংহিতায় পাওয়া যায় না, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় আছে। বোধ হয় সতীদাহ অনার্য্যদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যাজ্ঞবল্ক্যের বাড়ী মিথিলায়, মিথিলায় অদ্যাপি অনার্য্যজাতির ভাগ অধিক। তিনি যে দেশের জন্য সংহিতা রচনা করেন, তথায় উহার প্রচার দেখিয়া, উহা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। বিষ্ণুসংহিতায় নারায়ণ লক্ষ্মীসমেত দেবদেবীমধ্যে গণ্য হইয়াছেন। মনুর সময়ে বা বেদে বিষ্ণুর নামও নাই। সুতরাং বোধ হয়, মনুর অনেক পরে বিষ্ণুসংহিতা রচনা করা হয়, যখন রচনা হয়, তখন আর্য্যজাতীয়েরা অনেকাংশে অনার্য্যদিগের আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা যে লেখা পড়া শিখিতেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। উহাদের উপর অসদ্ব্যবহার করিলে, সে গৃহে লক্ষ্মী থাকে না। অন্যান্য অনেক জাতির মধ্যে যেমন বিবাহ ইন্দ্রিয়সুখভোগের জন্য, আর্য্যদিগের মতে তাহা নহে, তাঁহারা সন্তানলাভমাত্রের জন্য বিবাহ করিতেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা অবিবাহিত থাকিতেন, কিন্তু অগস্ত্য ও জরৎকারু উপাখ্যান পাঠ করিলে বোধ হয়, ইঁহারা কেবল পিতৃবংশ রক্ষার জন্য বিবাহ করিয়াছিলেন।

[স্মৃতিসম্মত উৎকৃষ্ট নারীচরিত্র।]

বিবাহপ্রথা প্রচলিত হওয়ার পর অবধি স্ত্রীলোকে স্বামী

ভিন্ন অন্য পুরুষের সহবাস করিতে পারিতেন না। করিলে তাঁহার ইহকালে দুরন্ত শাস্তিভোগ করিতে হইত, এবং পরকালে অনন্ত নরকের ভয় থাকিত। স্ত্রীলোকে স্বামীকে দেবতার ন্যায় দেখিতেন। স্বামীর গৃহকার্য্য, অতিথিসৎকার, দেবপূজা ইত্যাদিতে তাহাদের আসক্ত থাকিতে হইত। স্বামী পতিত বা পলাতক হইলে, অন্য বিবাহ করিবার যদিও বিধি দেখা যায়, সে শুদ্ধ কলিযুগের জন্য। অন্যান্য যুগে স্বামী পতিত কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইলেও যে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবে, তাহাকে কুক্কুরী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ সামাজিক নিয়ম পালন করিয়া স্ত্রী যদি সরলস্বভাবা দয়ালু গুরুজনে ভক্তিমতী পুত্রাদিতে স্নেহশালিনী এবং পতিপরায়ণা হইলেন, তবে তিনি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রধানা ও পূজনীয়া বলিয়া পরিগণিতা হইতেন। হেতুবাদ ও নাস্তিক্য স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ। তাঁহারা ঈশ্বরপরায়ণা হইবেন। তর্কে প্রবৃত্ত হইবেন না এবং হৈতুকীদিগের অর্থাৎ যাহারা ধর্ম্মবিষয়ে হেতুবাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের ও যাহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগের সঙ্গ সাধ্বী সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। কোনরূপ সাহসকর্ম্মে স্ত্রীলোক কখন প্রবৃত্ত হইবেন না। স্বামীপুত্রাদির হস্ত হইতে আপনাকে স্বাধীন করিতে কখন চেষ্টা করিবেন না। সংস্কৃতে স্বৈরিণী অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারিণী এবং ব্যভিচারিণী এক পর্য্যায়ের শব্দ। কুলটা শব্দ যদিও এক্ষণে দুই অর্থে ব্যবহার হয়, তথাপি প্রাচীন গ্রন্থে উহার সদর্থই বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

অত্যন্ত অভিমান, সকল কার্য্যে অনভিনিবেশ, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা ত্যাগ করিলেই স্ত্রীলোক জগতের মাননীয়া হইবেন। বঞ্চনা, হিংসা, অহঙ্কার, স্ত্রীলোকের সর্ব্বপ্রকারে পরিহরণীয়। লজ্জা

স্ত্রীলোকের ভূষণ, পরদুঃখ দর্শনে কাতর হওয়া ও পরের ছন্দানুবর্ত্তন করা স্ত্রীলোকের প্রধানতম গুণের মধ্যে গণনীয়। পরিষ্কার থাকা প্রাচীন ঋষিরা বড় ভালবাসিতেন। তাঁহাদের ঋষিপত্নীরাও সর্ব্বদা আপন শরীর ও গৃহদ্বার ও তৈজসপত্র পরিষ্কার রাখিতেন। অপরিষ্কার ও অশুচি গৃহে লক্ষ্মী কখনই আসেন না এই তাঁহাদের সংস্কার। স্ত্রীলোক যে অলঙ্কারপ্রিয় হয় তাহা ঋষিরা সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন। এই জন্য তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন, পিতা, মাতা, স্বামী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের আত্মীয় বান্ধব ও অভিভাবকেরা সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে অলঙ্কারাদি দান করিয়া সন্তুষ্ট রাখিবেন। কিন্তু তাঁহারা আরও নিয়ম করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকে নিজে কোনরূপ ব্যয় করিতে পারিবেন না। ব্যয়কুণ্ঠতা স্ত্রীলোকের প্রধান গুণ বলিয়া তাঁহারা নানা স্থানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধর্ম্মবিষয়ে স্বামী ও স্ত্রীর ঐকমত্য অতীব প্রয়োজনীয়। যদি স্বামী শাক্ত হন, ও স্ত্রী বৈষ্ণবী হন তাহা হইলে কিরূপ উচ্ছৃঙ্খলা ঘটে এদেশীয় কাহারই অবিদিত নাই। এ জন্য ঋষিরা নিয়ম করিয়াছেন, (এমন কি বিষ্ণুর প্রথম সূত্রেই এই) যে, স্ত্রীলোক স্বামীর সমান ব্রতকারিণী হইবেন। যেমন অন্যান্য বিষয়েও স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই, সেইরূপ ধর্ম্মবিষয়েও তাঁহাদের স্বাধীনতা নাই। মুনিরা যেমন সৌভাগ্য অর্থাৎ স্বামীর ভালবাসা স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেইরূপ তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, লজ্জাশীলা গৃহকার্য্যতৎপরা পতিপরায়ণা স্ত্রীলোকের স্বামী হওয়াও অল্প পুণ্যের বলে হয় না। স্ত্রী যদি বাধ্য বশীভূত হইলেন, তবে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে প্রভেদ কি? যদিও তাঁহারা স্ত্রীলোককে সৎস্বভাব শিক্ষা দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাড়না

করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু মনু বলিয়াছেন, "সদ্ব্যবহারদ্বারা, যাহাতে স্ত্রীলোক আপন ইচ্ছায় আপন আপন কার্য্য করিতে যত্ন করে তাহাই করিবে। যদি তাহারা আপন ইচ্ছায় না করে, তবে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক কে সুনীতি শিক্ষা দিতে পারে?" "কায়মনোবাক্যে বিশুদ্ধা রমণী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগমন করিবেন, সখীর ন্যায় হিতকর্ম্মে তৎপরা হইবেন, দাসীর ন্যায় আজ্ঞাপালনে যত্নবতী হইবেন।" কেহ যে বলিয়াছেন কলহ করা আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীলোকের কার্য্য সেটি তাঁহার অন্যায় বলা হইয়াছে, যেহেতু শাস্ত্রে কলহবিবরতাদিগের ভূরি ভূরি প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রিয়বাদিনী ও কলহশূন্যা রমণী লক্ষ্মীর আবাসভূমি।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে আমাদের দেশে অদ্যাপি ভোগের জন্য বিবাহ করা হয় না। বংশরক্ষাই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঋষিগণ স্ত্রী ও স্বামীর সম্বন্ধ আরো দৃঢ়তর করিয়া দিয়াছেন। স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর পাপ পুণ্যের অংশভাগী। এরূপ নিয়ম আর কোথাও নাই। নারায়ণ বা ব্রহ্ম প্রথম আপন শরীরকে দ্বিখণ্ড করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। বিবাহের পর আবার সেই দুই শরীর এক হইয়া যায়। "অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাসানি" এই শ্রুতি। স্বামীর সুকৃতিতে স্ত্রী স্বর্গগামিনী হয়েন স্ত্রীও স্বামীকে অপার নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার সহিত সুখে স্বর্গে বাস করেন।

[তুলনা।]

প্রথম অধ্যায়ে যেরূপ নারীচরিত্রের ঔৎকর্ষ বর্ণনা করা গিয়াছে তাহার সহিত তুলনা করিলে স্মৃতিকারদিগের নারী-চরিত্র কোন অংশেই ন্যূন নহে। স্নেহ প্রবৃত্তির উপর ব্যাসের বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। দয়া, পতিভক্তি, পিতৃভক্তি, অপত্যস্নেহ

যতই অধিক থাকিবে ততই তাহাদের চরিত্র অধিক উৎকৃষ্ট হইবে। স্ত্রীলোকের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতিবিষয়ে ঋষিরা কোন মতেই অসম্মত নহেন। তাঁহারা সংসারের আয়ব্যয় চিন্তার ভার স্ত্রীলোকের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন এবং বহুতর উঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়া উঁহাদের কর্ম্মক্ষমতা বিলক্ষণ উত্তেজিত করিয়াছেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা নাই। সুতরাং স্বাধীনতা থাকিলে যে সকল মনোবৃত্তির আবির্ভাব হয়, তাহার একটিও উঁহাদের নাই। এমন কি ধর্ম্মবিষয়েও স্ত্রীলোকেরা আপন মতানুসারে কার্য্য করিতে পারে না। সুতরাং যে ধর্ম্মনিষ্ঠতার জন্য বহুতর ইউরোপীয় নারী বিখ্যাতা হইয়াছেন সে প্রবৃত্তি উঁহাদের প্রবল হইতে পায় নাই। জন হাউর্ডের গৃহিণী স্বামীর সহিত দেশভ্রমণ করিয়া যেরূপ পরহিতব্রতে সমস্ত জীবনযাপন করিয়াছেন তাদৃশ রমণী আমাদের দেশে একটিও দেখা যায় না। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা স্বয়ং রাজ্যশাসন করিতে পারেন না। সুতরাং যে সকল গুণে কুইন এলিজিবেথ বিখ্যাত হইয়াছেন আমাদের দেশীয় রমণীদিগের সে গুণ থাকা প্রায় অসম্ভব।

চতুর্থ অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমে দুই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের উল্লেখ করা গিয়াছে। যাহারা কোনরূপ প্রলোভনে না পড়িয়া উত্তমরূপে আপনাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের চরিত্র প্রথমতঃ বর্ণনীয়। আর যাঁহারা নানারূপ

প্রলোভনে পড়িয়াও আপন কর্ত্তব্যকর্ম্মে অনুমাত্র অনাস্থাপ্রদর্শন করেন নাই তাঁহারাই সর্ব্বপ্রধান শ্রেণীর অন্তর্গত। তাঁহাদের চরিত্র অপর এক অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শেষভাগে স্ত্রীচরিত্রের একটি উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। সেটি প্রধানতঃ স্মৃতি শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এক্ষণে তাদৃশ নারীচরিত্রের কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শন করিতে হইবে। স্মৃতিমধ্যে ঋষিরা উদাহরণস্বরূপে একটিও স্ত্রীলোকের নামোল্লেখ করেন নাই। সুতরাং প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ, প্রাচীন ইতিহাস মহাভারত এবং পুরাণাবলী হইতেই উদাহরণ সংগ্রহ করিতে হইবে।

রামায়ণ ও মহাভারত অতি প্রাচীন গ্রন্থ। মহর্ষি বাল্মীকি ও বেদব্যাস;—পরাশর, অত্রি প্রভৃতি সংহিতাকারদিগের সমকালবর্ত্তী। সুতরাং তাঁহাদিগের গ্রন্থেই স্মৃতিসম্মত উত্তম উদাহরণ পাওয়া যায়। পুরাণ অনেক পরের লেখা; পুরাণ রচনা সময়ে আর্য্যগণের সে তেজস্বিতা ও সেরূপ চরিত্রের ওরূতা ছিল না। পুরাণ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আচার ব্যবহার প্রকাশেই অধিক পটু। ঋষিরা যেখানে বলিয়াছেন ব্রহ্মচর্য্য করিবে, পুরাণ সেখানে ব্রহ্মচর্য্যের যত নিয়ম পাইলেন তাহা ত দিলেনই, তাহার পর আবার কতকগুলি লৌকিক আচারও তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। শুদ্ধ তাহাতেই তৃপ্ত নহেন, কঠোর ব্রতধারী ব্রহ্মচারীর বৈশেষিক চারিত্র (Idiosyncrasy) ও তাহার মধ্যে দিয়া ভয়ানক করিয়া তুলিলেন। এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যের টীকা করিতে গিয়া স্কন্দপুরাণে বৈধব্য আচরণ যে কিরূপ শোচনীয় ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছেন, যাঁহারা সে পুরাণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। পতিসেবা ঋষিদিগের ব্যবস্থা, পুরাণ তাহার বিশেষ করিতে

গিয়া, যে কত আগ্‌ড়ম বাগ্‌ড়ম লিখিয়াছেন, তাহা বলিয়া উঠা যায় না।

যাহা হউক এস্থলে আমরা প্রথমোক্ত শ্রেণীস্থ নারীগণের চরিত্রনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাদিগের মধ্যে প্রাচীন পুরন্ধ্রী (মেট্রন) অধিক। কয়েকটি পতিপ্রাণা যুবতীও এই শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিতা আছেন। পুরাণমতে স্ত্রীলোক, প্রকৃতির অংশ, সত্বগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে সাধ্বীদিগের উৎপত্তি। রজোগুণাত্মিকা হইতে ভোগ্যাদিগের এবং তমোগুণাত্মিকা হইতে কুলটাদিগের উৎপত্তি হইয়াছে। শেষোক্ত দুই শ্রেণীর স্ত্রীলোক আমাদিগের বর্ণনীয় নহে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে কতকগুলি প্রধানা প্রকৃতির* নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যথা সৃষ্টিক্ষমা প্রকৃতি অদিতি প্রভৃতির নামোল্লেখের পর নারায়ণ বলিতেছেন—

উপযুক্তাঃ সৃষ্টিবিধৌ এতাশ্চ প্রকৃতেঃ কলাঃ।
কলাশ্চান্যাঃ সন্তিঃ বহ্বাঃ তাসু কাশ্চিন্নিশাময়॥

রোহিণী চন্দ্রপত্নীচ (১) সংজ্ঞা সূর্য্যস্য কামিনী (২)।
শতরূপা মনোর্ভার্য্যা (৩) বশিষ্ঠস্যাপ্যরুন্ধতী (৪)॥
অহল্যা গোতমস্ত্রী চা (৫) প্যনুস্যুয়াত্রিকামিনী (৬)।
দেবহুতি কর্দ্দমস্য (৭ প্রসূতী দক্ষকামিনী (৮)॥

---

* ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ প্রকৃতি খণ্ড—১ম ও ২য় অধ্যায়।

(১) কালিকাপুরাণ (২) বিষ্ণুপুরাণ (৩) শ্রীমদ্ভাগবত (৪) কালিকাপুরাণ ও রামায়ণ (৫) (৬) রামায়ণ (৭) ভাগবত (৮) (৯) কালিকাপুরাণ (১০) কাশীখণ্ড (১১) মহাভারত (১২) রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড (১৫) ভাগবত ও রামায়ণ (১৬) (১৭) মহাভারত। অবশিষ্ট অনেকের উপাখ্যান শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম কতিপয় স্কন্দে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পিতৃণাং মানসী কন্যা মেনকা সাত্ত্বিকাপ্রসূঃ(৯)।
লোপামুদ্রা (১০) তথাহুতী (১১) কুবেরকামিনী তথা।(১২)।
বরুণানী (১৩) যমস্ত্রীচ (১৪) বলের্বিন্ধ্যাবলীতিচ(১৫)।
কুন্তী চ (১৬) দময়ন্তী চ (১৭) যশোদা (১৮)দেবকী তথা(১৯)॥
গান্ধারী (২০) দ্রৌপদী (২১) সৌম্যা সাবিত্রী সত্যবৎপ্রিয়া (২২)।
বৃকভানুপ্রিয়া সাধ্বী (২৩) রাধামাতা কলাবতী (২৪)॥
মন্দোদরী (২৫) চ কৌশল্যা (২৬) সুভদ্রা(২৭)কৈটভী তথা(২৮)।
রেবতী (২৯) সত্যভামা চ (৩০) কালিন্দী [৩১]লক্ষ্মণা তথা(৩২)॥
জাম্ববতী [৩৩] নাগ্নজিতী [৩৪] মিত্রবিন্দা তথাপরা [৩৫]।
লক্ষ্মী চ[৩৬]রুক্মিণী [৩৭] সীতা[৩৮]স্বয়ং লক্ষ্মী প্রকীর্ত্তিতা[৩৯]॥
কলা [৪০] যোজনগন্ধাচ ব্যাসমাতা মহাসতী [৪১]।
বাণপুত্রী তথোষাচ [৪২] চিত্রলেখা চ তৎসখী [৪৩]॥
প্রভাবতী ভানুমতী [৪৪] তথা মায়াবতী সতী [৪৫]।
রেণুকা চ ভৃগোর্ম্মাতা [৪৬] হলিমাতাচ রোহিণী [৪৭]॥

উপরি উক্ত গণনায় সকল সাধ্বীদিগের নামোল্লেখ নাই, কারণ শ্রীবৎসপত্নী চিন্তা, শকুন্তলা ও বালীরাজ মহিষীতারা প্রভৃতি অনেকের নাম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। আর উহাতে দেবতা ও মানুষীর কোন ইতরবিশেষ নাই। এবং প্রকৃতি-খণ্ডে ইহাদের সকলের চরিত্র বর্ণনাও নাই। এ প্রস্তাবে ইঁহাদের কয়েকজনের মাত্র জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হইবে এবং তিন বা চারিজনের বিস্তৃত জীবনী সংগৃহীত হইবে।

অহল্যা। গোতমের পত্নী অহল্যা। তিনি পতিপ্রাণা ও সকল বিষয়ে পতিনিদেশানুগামিনী ছিলেন। ইনি যেরূপে ইন্দ্রের প্রলোভনে পতিত হয়েন, তাহা আমাদিগের দেশে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অবগত আছেন। গোতম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত যথার্থ বর্ণনা করিলেন।

গোতম বহুকাল উহাঁকে কষ্ট দিয়া পরে রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকারের পর উহাঁকে গ্রহণ করিলেন এবং তদবধি উহাঁর নাম প্রাতঃস্মরণীয়াদিগের মধ্যে প্রথম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অনেকে বলেন কি আশ্চর্য্য প্রাতঃকালে যে কয়েকটি স্ত্রীলোকের নাম করিতে হয়, সকল কয়েকটিই ব্যভি-চারিণী। কিন্তু তাঁহাদিগের বুঝিবার ভুল। পুরাণকর্ত্তাদিগের ন্যায় বাঁধাবাঁধি করিতে গেলে, সব আল্‌গা হইয়া পড়ে। মনুষ্য-স্বভাব দুর্ব্বল, প্রলোভন হইতে উদ্ধার পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। একবার এইরূপ প্রলোভনে পড়িয়া একটি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া একেবারে তাঁহার রাশীকৃত সদ্‌গুণ বিস্মৃত হওয়া কি ন্যায়ানুগত কার্য্য? বিশেষতঃ অহল্যাদির দোষোদ্ধারের পর তাঁহারা অতি সাধু আচারে জীবনযাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম করিলে এইমাত্র বোধ হয় যে যদি মন বিশুদ্ধ থাকে কোন কারণ বশতঃ পাপে পড়িলে তাহা হইতে উদ্ধার সম্ভাবনা আছে। কেহ বুঝিতে না পারিয়া অথবা হঠাৎ কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার না করিয়া উৎপীড়ন করিলে তাহার পাপপ্রবৃত্তি দৃঢ়ীভূত করা হয় মাত্র।

লোপামুদ্রা। পৌরাণিক ঋষিরা স্ত্রীলোকের চরিত্রবিষয়ে কতদূর উন্নতি কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা অবগত হইতে হইলে কাশীখণ্ডীয় লোপামুদ্রা চরিত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য। এজন্য আমরা এই উপাখ্যানটী সবিস্তার অনুবাদ করিয়া দিলাম।

ঋষিরা নৈমিষারণ্যে উপবেশন করিয়া আছেন এমন সময়ে মহর্ষি অগস্ত্য তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র অন্যান্য ঋষিগণ বলিতে লাগিলেন "হে মুনে

তোমার তপোলক্ষ্মী আছে—তোমার ব্রহ্মতেজঃ আছে, তোমার পুণ্যলক্ষ্মী আছে এবং তোমার মনের ঔদার্য্য আছে। এই পতিব্রতা কল্যাণী স্বধর্ম্মিণী লোপামুদ্রা তোমার অঙ্গচ্ছায়া তুল্যা। ইঁহার কথা অন্যকে পবিত্র করে। অরুন্ধতী, সাবিত্রী, অনসূয়া, সাণ্ডিল্যা, সতী, খ্যাতরূপা লক্ষ্মী, মেনকা, সুনীতি, সংজ্ঞা, স্বাহা প্রভৃতির ন্যায় ইনিও অতীব পতিপ্রাণা। কিন্তু ইঁহাকে যেমন শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা আছে এমন আর কাহারও নাই। তুমি ভোজন করিলে ইনি ভোজন করেন, বসিলে উপবেশন করেন, নিদ্রাগত হইলে নিদ্রাগতা হয়েন এবং তোমার অগ্রে শয্যা ত্যাগ করেন। পাছে তোমাব আয়ু হ্রাস হয় এই ভয়ে কখন তোমার নাম তিনি গ্রহণ করেন না; পুরুষান্তরের নামও কখন মুখে আনেন না। তুমি তাঁহাকে আকর্ষণ করিলে তিনি চীৎকার করেন না। তাড়না করিলে বরং প্রসন্না হন। 'এই কর্ম্ম কর' বলিলে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিয়া, 'স্বামিন্ ক্ষমা কর' বলিয়া, ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। তুমি আহ্বান করিলে গৃহকার্য্য ত্যাগ করিয়া সত্বর গমন করেন এবং বলেন, নাথ! কি জন্য আহ্বান কবিয়াছেন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করুন। দ্বারদেশে অধিকক্ষণ থাকেন না। সর্ব্বদা দ্বারে গমন করেন না, তুমি আজ্ঞা না করিলে কাহাকেও কিছু দেন না, তুমি বলিবার অগ্রে সমস্ত পূজার উপকরণ সংগ্রহ করেন। অনুদ্বিগ্নভাবে অতি হৃষ্ট হইয়া যথাসময়ে অবসর প্রতীক্ষা করিয়া সমস্ত সামগ্রী তোমার নিকট উপস্থিত করেন। স্বামীর উচ্ছিষ্ট ফলমূলাদি ভোজন করেন। পতিদত্ত সামগ্রী মহাপ্রসাদ বলিয়া হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন। দেবতা অতিথি পরিবারবর্গ গো ও ভিক্ষুগণকে না দিয়া কিছুই ভক্ষণ করেন না। সর্ব্বদা তৈজস পত্র পরিষ্কার

রাখেন। সকল কর্ম্মেই দক্ষা। সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্তা ও ব্যয়-পরাঙ্মুখী। তোমাকে না বলিয়া ইনি কখন উপবাসাদি ব্রতা-চরণ করেন না। তোমার অনুজ্ঞাব্যতীত সমাজ ও উৎসব-দর্শন ইনি দূর হইতে পরিত্যাগ করেন। বিবাহপ্রেক্ষণাদি এবং তীর্থ যাত্রাদিতে তোমার অনুমতি বিনা প্রবৃত্ত হয়েন না। তুমি যখন সুখে নিদ্রা যাও বা সুখে উপবেশন করিয়া থাক বা ইচ্ছানুসারে ক্রীড়া কর তখন অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারেও তিনি তোমাকে কিছু বলেন না। (মূলে অনেক ক্ষণ হইতে আর লটের ব্যবহার নাই, এক্ষণে বিধিলিঙের ব্যবহার উঠিয়াছে। ক্রমে লোপামুদ্রার সকল কথাই লোপ হইয়া যাইবে স্ত্রীচরিত্রের নিয়ম উঠিবে। সহ-মরণের প্রশংসা উঠিবে। এইরূপে এক কথা কহিতে কহিতে অন্য কথা উত্থাপন করা পুরাণরচনার এক মহাদোষ। কবি-গায়কেরাও এইরূপ এক কথা কহিতে কহিতে অন্য কথা পাড়িয়া ফেলে।) "স্নান করিবার পর ভর্ত্তৃবদন মাত্র দর্শন করিবে আর কাহারও মুখ দেখিবে না। যদি স্বামী নিকটে না থাকেন মনে মনে তাঁহারই ধ্যান করিবে। পতিব্রতা নারী হরিদ্রা কুঙ্কুম সিন্দুরাদি মাঙ্গল্য আভরণ কখন ত্যাগ করিবে না করিলে স্বামীর আয়ু হ্রাস হইবে। রজকী হেতুকী আশ্রমত্যাগিনীর সহিত সাধ্বী কখন বন্ধুতা করিবে না। যে স্বামীর দ্বেষ করে তাহার মুখদর্শন করিতে নাই। কোন স্থানে একাকিনী থাকিতে নাই, নগ্ন হইয়া কোথাও স্নান করিতে নাই। উদূখল মুষল বর্ষণী প্রস্তরদেহলী যন্ত্রক প্রভৃতি স্থলে অর্থাৎ যে যে স্থলে অনেক দুষ্ট স্ত্রীলোক সংগ্রহ হইবার সম্ভা-বনা সে সকল স্থলে সাধ্বীর উপবেশন করিতে নাই। স্বামীর সহিত প্রগল্‌ভতা করিতে নাই। যে যে দ্রব্যে স্বামীর অভি-

রুচি সেই সেই দ্রব্যেই সর্ব্বদা প্রেমবতী হইবেন। স্ত্রীলোক-দিগের এই এক যজ্ঞ, এই এক ব্রত এবং এই এক দেবপূজা যে স্বামীর বাক্য কখন লঙ্ঘন করিবে না। স্বামী ক্লীব হউন দুরবস্থ হউন, ব্যাধিত হউন, বৃদ্ধ হউন, সুস্থিত হউন, বা দুঃস্থিত হউন, তাঁহার বাক্য কখন লঙ্ঘন করিবে না। স্বামী হৃষ্ট হইলে হৃষ্ট হইবেন, বিষণ্ণ হইলে বিষণ্ণ হইবেন। সম্পৎ ও বিপদ উভয় সময়ে একরূপই হইবেন। ঘৃত লবণ তৈলাদি ফুরাইয়া গেলেও স্বামীকে নাই এরূপ বলিবে না। এবং তাঁহাকে আয়াসকর কার্য্যে নিযুক্ত করিবে না। তীর্থস্নানের ইচ্ছা হইলে স্বামীর পাদোদক পান করিবেন। স্ত্রীর পক্ষে স্বামী শঙ্কর বা বিষ্ণু সকল হইতেই অধিক। যিনি স্বামীর আজ্ঞা ভিন্ন ব্রতোপবাসাদি করেন, তিনি স্বামীর আয়ুর্নাশ করেন এবং মরিয়া নরকগমন করেন। ডাকিলে যে স্ত্রী ক্রোধান্বিত হইয়া উত্তর দেয় সে যদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করে তবে কুক্কুরী হয় এবং বনে জন্মগ্রহণ করে তবে শৃগালী হয়। স্ত্রীলোকের এই ধর্ম্ম যে স্বামীর চরণ-সেবা করিয়া আহার করিবে। কখন উচ্চ আসনে বসিবে না পরের বাটী যাইবে না, লজ্জাকর বাক্য ব্যবহার করিবে না। কাহারও অপবাদ করিবে না। দূর হইতে কলহ ত্যাগ করিবে। যে আপন স্বামীকে ত্যাগ করিয়া গোপনে অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে, সে বৃক্ষকোটরবাসিনী উলূকী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে তাড়িত হইয়া স্বয়ং তাড়ন করিতে চেষ্টা করে, সে ব্যাঘ্রী হয়।” এইরূপ নানাপ্রকার শাস্তি ও রূপান্তর বর্ণনা করিয়া পরে মুনি আবার আরম্ভ করিতেছেন, “দূর হইতে স্বামীকে আসিতে দেখিয়া যে নারী ত্বরিত গমনে জল, খাদ্য, আসন, তাম্বূল, ব্যজন পাদসংবাহনা ও চাটুবচনদ্বারা প্রিয়ের প্রীতি উৎপাদন করিতে

পারে সেই ত্রৈলোক্য জয় করিয়াছে। পিতা অল্পপরিমাণে দেন, ভ্রাতাও অল্প পরিমাণে দেন, পুত্রও অল্পপরিমাণে দেন, স্বামী যাহা দেন, তাহার পরিমাণ নাই, অতএব এমন স্বামীকে কে না পূজা করিবে? স্বামী দেবতা, গুরু, তীর্থ, ধর্ম্ম ও ক্রিয়া। অতএব সকল ত্যাগ করিয়া স্বামীর সেবা করিবে। জীবহীন দেহ যেমন অশুচি হয়, স্বামিহীন স্ত্রীও সেইরূপ অশুচি। সকল অমঙ্গল অপেক্ষা বিধবা অধিক অমঙ্গল। বিধবাকে দেখিলে কখন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। মাতা ভিন্ন অন্য বিধবার আশীর্ব্বাদ আশীবিষের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।" ইহার পর বিধবার নিন্দা সহমরণের প্রশংসা ও হৃদয়বিদারিণী বৈধব্যযন্ত্রণার বর্ণনা। তাহাতে আমাদিগের কোন প্রয়োজন নাই। পুনশ্চ "গৃহে গৃহে কি রূপলাবণ্যসম্পন্না গর্ব্বিতা রমণী নাই? তথাপি কেবল বিশ্বেশ্বরে ভক্তি থাকিলেই পতিব্রতা নারীলাভ হয়, যাহার গৃহে পতিব্রতা রমণী আছে সেই গৃহস্থ।" ইত্যাদি।

লোপামুদ্রার চরিত্র অতি বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল এবং তাঁহাকে এই শ্রেণীর কামিনীগণের আদর্শস্বরূপ বলিয়া গণনা করা যায়। তাঁহা অপেক্ষা অনেক গুণবতী রমণী এই শ্রেণীর অন্তর্গতা এবং তাঁহা অপেক্ষা অনেক অল্পগুণবিশিষ্টাও এই শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিতা। কিন্তু তিনিই আদর্শ [Type] তাঁহার চরিত্র রামায়ণেও আছে। যেমন পুণ্যশ্লোক শব্দটী যুধিষ্ঠিরাদি কয়েকটি ভাগ্যবানের বিশেষণ হইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ যশস্বিনী লোপামুদ্রার বিশেষণ।

এস্থলে পুরাণ ও স্মৃতিকথিত স্ত্রীলোকের চরিত্রগত ভেদ প্রদর্শন করা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। স্মৃতি, যত পারেন, অধিক গুণ থাকিলেই প্রশংসা করিয়াছেন, পুরাণ গুণ অধিক

চান না। একটি বা দুইটি গুণ সম্পূর্ণরূপে থাকিলেই প্রশংসা করেন। স্মৃতি অনেকদূর ক্ষমা করেন। পুরাণ দুর্ব্বাসা মুনি, তাঁহার ক্ষমা নাই। যদি একটুকু ব্যত্যয় হইল যদি একদিন রাগ করিয়া স্বামীকে মুখ করিলেন, অমনি তাঁহার সহস্র গুণ ভস্মসাৎ হইয়া গেল। পুণ্যের বলে যদি গ্রামে জন্মিলেন কুক্কুরী হইলেন। না হয় ত শৃগালী হইলেন। পুরাণের বাঁধা-বাঁধি অনেক অধিক। সামাজিক অবস্থাগত যে কত প্রভেদ তাহা এই কয় পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। অধীনতা বৃদ্ধি হইয়াছে। অবরোধ প্রায়ই মুসলমানদিগের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীলোকের স্বামীর সখিত্ব আর নাই, এখন কেবলমাত্র দাসীত্ব হইয়াছে।

মহাভারতীয় শকুন্তলা।

মহাভারতীয় শকুন্তলোপাখ্যান তৎকালীন স্ত্রীচরিত্রের একটি উদাহরণ। ঋষিপালিতা শকুন্তলা রাজার দর্শনাবধি তাঁহার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইলেন। রাজাও গান্ধর্ব্ববিধানে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। রাজার ঔরসে তাঁহার এক পুত্র হইল। রাজা কিন্তু রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া অবধি শকুন্তলার কোন সংবাদ লইলেন না। শকুন্তলা পাঁচবৎসর সহ্য করিয়া তাহার পর সন্তানক্রোড়ে রাজার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা শকুন্তলাকে চিনিলেন কিন্তু দুষ্টতা করিয়া কহিলেন, তুই কুলটা আমি তোকে কখন চিনি না। শকুন্তলা তখন রাজাকে আনুপূর্ব্বিক ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিলেন। যে প্রতারণা করিতে বসিয়াছে তাহাতে তাহার স্মরণ কেন হইবে! শকুন্তলা তখন রাজাকে মিথ্যা কথা কহার কতকগুলি দোষ দেখাইয়া দিলেন এবং এরূপ সাহসের সহিত বক্তৃতা করিতে লাগিলেন যে, সভাস্থ তাবৎ লোকেই তাঁহার কথায়

বিশ্বাস করিল। রাজাও শেষ তাঁহাকে আপন ধর্ম্মপত্নী বলিয়া স্বীকার করিলেন। আর প্রতারণা করিতে পারিলেন না। মহাভারত ও রামায়ণে সাধ্বীস্ত্রীগণের এরূপ অপূর্ব্ব সাহস দেখা যায় যে তাহা পাঠ করিলে তৎকালীন রমণীকুলের চরিত্র অতি উন্নত ও বিশুদ্ধ ছিল বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। শকুন্তলা, দেবযানী, দ্রৌপদী, সীতা সকলেই সাহসসহকারে স্বামীর সহিত তর্কবিতর্ক করিয়াছেন। তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছেন এবং দুষ্টলোকদিগকে ভৎর্সনা করিয়াছেন। এরূপ সাহস দূষণাবহ নহে বরং ইহাকে একটি গুণের মধ্যে গণনা করা উচিত। আমার চরিত্রে পাপস্পর্শ নাই এবং পাপে আমার মন নাই এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেই ওরূপ সাহস জন্মে। মহাভারতে পতিব্রতোপাখ্যান বলিয়া একটি অধ্যায় আছে। স্ত্রীলোকের চরিত্র বিশুদ্ধ হইলে তাহার যে কিরূপ সাহস হইত উহাতে তাহার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। পতিব্রতোপাখ্যান দেখ।

সাবিত্রী। এক্ষণে আমরা এই শ্রেণীর সর্ব্বপ্রধানা রমণীর চরিত্রবর্ণনা করিব। তাঁহার নাম সাবিত্রী। ইনি অশ্বপতি রাজার কন্যা। মহারাজা অশ্বপতি কন্যাকে বিবাহের উপযুক্ত বয়স্কা দেখিয়া বলিলেন, সাবিত্রি! তোমার বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছে অতএব তুমি আমার এই বিশ্বস্ত সারথির সহিত গমন কর। তুমি যাহাকে আপন পতিত্বে বরণ করিবে তাহারই সহিত তোমার বিবাহ দিব। তুমি ইহাতে লজ্জিত হইও না, ইহাই আগমোক্ত বিধি, এবং এইরূপেই অনেক রমণী অভিলষিত পতিলাভ করিয়াছে। সাবিত্রী সেই সারথির সহিত নানাদেশ পরিভ্রমণকরতঃ রাজ্যভ্রষ্ট দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান্‌কে তপোবনমধ্যে দেখিতে পাইলেন। দ্যুমৎসেনের শত্রুরা

তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। এবং তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া দিয়াছে। সত্যবানের গুণের পরিচয় পাইয়া সাবিত্রী তাঁহাকে মনে মনে স্বামী বলিয়া বরণ করিলেন। ইতিমধ্যে দেবর্ষি নারদ আসিয়া অশ্বপতি রাজাকে কহিলেন, তোমার কন্যা সত্যবান্‌কে বিবাহ করিবার জন্য মনন করিয়াছে। কিন্তু একবৎসরের মধ্যেই উহার মৃত্যু হইবে। শুনিয়া অশ্বপতি কন্যাকে বিস্তর বুঝাইলেন যে তুমি সত্যবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পতি অন্বেষণ কর। তখন স্থিরপ্রতিজ্ঞা সাবিত্রী বলিলেন।

দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণোনির্গুণোহথবা।
সকৃদ্বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহং ॥
সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ ॥

তখন রাজা কন্যার মন ঈপ্সিতার্থে কৃতনিশ্চয় জানিয়া সত্যবানের সহিত বিবাহ দিলেন। সাবিত্রী কায়মনোবাক্যে অন্ধশ্বশুরের ও তপোবনগত গুরুজনের সেবায় তৎপরা হইলেন। এবং নিরন্তর দেবসেবায় নিযুক্ত রহিলেন। সর্ব্বদা প্রার্থনা হয় সত্যবানের মৃত্যু না হউক, না হয় স্বয়ং উহার অনুমৃতা হউন। ক্রমে মৃত্যুর তিথি উপস্থিত। পতিপ্রাণা সাবিত্রীর মন আকুল হইয়া উঠিল। অতিকষ্টে উচ্ছলিত শোকাবেগ সংবরণ করিয়া স্বামীর সহিত ফলমূলাহরণার্থ বনগমনে কৃতনিশ্চয়া হইলেন। শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের অনুমতি লইয়া সত্যবানের বাধা অতিক্রমকরতঃ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমস্ত দিন নিবিড় বনমধ্যে পর্য্যটন করিলেন। সায়ংকালে সত্যবান্ ফলভার মস্তকে করিয়া গৃহাভিমুখ হইলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া প্রবল শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া সাবিত্রীকে কহিলেন, প্রিয়ে, তুমি

এইস্থানে উপবেশন করিয়া ফলরক্ষা কর। আমি তোমার উরূদেশে মস্তক রাখিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করি। শিরঃপীড়ায় আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। তখন সাবিত্রী অন্তরে বুঝিলেন যে সেই নিদারুণ সময় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি দেখিলেন স্বামীর অঙ্গ ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসিল। তখন একাকিনী সেই শব ক্রোড়ে করিয়া কত যে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন তাহা কে বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারে। ক্রমে রজনী অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। সাধ্বীর ক্রোড়দেশ হইতে মৃতদেহ আনয়ন করা যমদূতদিগের কার্য্য নহে। যমরাজ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন সাবিত্রি, তোমার স্বামীর দেহে এক্ষণে আমার অধিকার হইয়াছে। তুমি আমার কর্ত্তব্যকর্ম্মে কেন বাধা দিতেছে। তোমার ক্রোড়দেশ হইতে মৃতদেহ গ্রহণ করিতে আমারও সাধ্য নাই। তুমি উহাকে পরিত্যাগ কর। সাবিত্রী তাহাই করিলেন। যমরাজ মৃতদেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ লিঙ্গ শরীর সংগ্রহ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী নির্ভীকচিত্তে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে যমরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, সাবিত্রি, তুমি কেন আমার অনুবর্ত্তন করিতেছ ইহাতে তোমার কিছুমাত্র লাভ নাই। বৃথা পরিশ্রম হইতেছে মাত্র। তখন সাবিত্রী কহিলেন।

"শ্রমঃ কুতো ভর্ত্তৃসমীপতো মে
যতো হি ভর্ত্তা মম সা গতির্ধ্রুবং।
যতঃ পতিং নেষ্যতি তত্র মে গতিঃ সুরেশ"

কিয়দ্দূরে যমরাজ বলিলেন তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন কি প্রার্থনা কর। যদি কোন পৌরাণিক সাবিত্রীচরিত্র লিখিতে বসিতেন তিনি বলিতেন আমার আর কোন প্রার্থনা নাই।

এবং সাবিত্রীকে আর খানিক কাঁদাইতেন কিন্তু সাবিত্রী পৌরাণিকদিগের বর্ণনার অতীত পদার্থ। তিনি বলিলেন যাহাতে আমার শ্বশুরের অন্ধত্বমোচন হয় করুন। যমরাজ তথাস্তু বলিলে সাবিত্রী পুনরায় তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইলেন। যমরাজ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বরে তাঁহার শ্বশুরের রাজ্যপ্রাপ্তি ও পিতার শত পুত্র হইবে বলিয়া তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিলেন। সাবিত্রী তথাপি আসিতেছেন দেখিয়া যমরাজ কহিলেন তুমি বাটী ফিরিয়া যাও সেখানে তুমি রাজ্যভোগ করিতে পারিবে। তুমি কেন বৃথা কষ্ট পাইতেছ। সাবিত্রী তখন পুনরায় কহিলেন স্বামীর সহিত গমনে আমার শ্রম কোথায়? আর আপনি যে রাজ্যভোগের কথা কহিতেছেন আমার স্থিরপ্রতিজ্ঞা শ্রবণ করুন।

> ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা সুখং
> ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা শ্রিয়ং
> ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা দিবং
> ন ভর্তৃহীনং ব্যবসামি জীবিতং ॥

তখন যমরাজ জানিলেন সাবিত্রী সামান্যা রমণী নহেন। তিনি সাবিত্রীর পতিপরায়ণতার বিস্তর প্রশংসা করিয়া উঁহার স্বামীর জীবন উঁহাকে অর্পণ করিলেন (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণকর্ত্তা এই সুযোগে সাবিত্রীকে ব্রহ্মপত্নী সাবিত্রীর অবতার বলিয়া লইয়াছেন এবং বিষ্ণুমন্ত্রপ্রচারের পথ করিয়া লইয়াছেন। তিনি বলেন যমরাজ সন্তুষ্ট হইয়া সাবিত্রীকে সাবিত্রীর অবতার জানিয়া উঁহাকে মুক্তির প্রধান উপায় বিষ্ণুমন্ত্র প্রদান করেন।) সাবিত্রী পতিদেহে তাঁহার আত্মা সংযোগ করিয়া দিলে সত্যবান্ জীবনপ্রাপ্ত হইলেন, এবং কহিলেন উঃ অনেক রাত্রি হইয়াছে। পিতামাতা আহারাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। এই বলিয়া

সত্বরপদে তপোবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সাবিত্রীও পূর্ণমনোরথ হইয়া হর্ষদ্বিগুণিত বেগে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস এই উপাখ্যানটি মহাভারতীয় বনপর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে সমুদয় প্রবন্ধটি অনুবাদ করিলাম না। সংক্ষেপে সংগ্রহমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম। কিন্তু যে কেহ মহর্ষির গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তিনিই জানেন উহা অনুবাদ করিতে পারা যায় না এবং সংগ্রহ করিতে গেলে উহার সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয়। যে সকল স্থানে হৃদয়ের গভীর ভাব ব্যক্ত হইতেছে তাহা অনুবাদ করিতে পারিলাম না মহর্ষির বাক্যই উদ্ধার করিয়া দিলাম।

এক্ষণে দেখা যাউক সাবিত্রী প্রাচীনকালের রমণীচরিত্রের একটী উৎকৃষ্ট চিত্র কি না। সাবিত্রী বাল্যকালে পিতার বশীভূতা হইলেন। পরে পিতার আদেশানুসারে অভিমত পতিলাভ করিবার জন্য পিতার একজন সারথির সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি যে বর মনোনীত করেন তিনি সর্ব্বগুণসম্পন্ন। ইহাতে সাবিত্রী লোকবৃত্তান্ত বিষয়ে বিশেষরূপ পারদর্শী ছিলেন বোধ হয়। তিনি শুদ্ধ ঐশ্বর্য্য রূপ বা বল দেখিয়া বর মনোনীত করেন নাই। সত্যবান্ তখন একজন অন্ধমুনির পুত্র, নিজে বন হইতে ফলমূলাহরণ করিয়া পিতামাতার ভরণপোষণ করেন। তাঁহার অবস্থায় এমন কিছুই ছিল না যাহাতে রমণীর মন আকর্ষণ করে। কিন্তু সাবিত্রী এন্‌জেলিনার ন্যায় পবিত্রস্বভাবা ছিলেন এন্‌জেলিনা বলিয়াছেন,

" In humble simplest habits clad
No wealth or power had he ;

Wisdom and worth were all he had
And these were *all* to me."

একবার সত্যবান্‌কে মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিয়া সাবিত্রী তাঁহাকে চিরদিনের জন্য পতিরূপে বরণ করিলেন। দেবর্ষি নারদ ও মহারাজ অশ্বপতি কত বুঝাইলেন শুনিলেন না। বলিলেন এ সকল কাজ একবার ছাড়া দুইবার হয় না। বিবাহের পর শ্বশুবালয়ে গমন করিয়া অন্ধশ্বশুরের সেবায় ও গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন। তিনি যে স্বামীর মৃত্যুতিথি জানিতে পারিয়াছিলেন তাহা একদিনের তরেও কাহাকে জানিতে দিলেন না। কিন্তু সর্ব্বদাই ইষ্টদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। এবং নানাবিধ কঠোব নিয়ম ও ব্রত পালন করিতে লাগিলেন। মৃত্যুব দিবস উপস্থিত জানিয়া কাহারও কথা না শুনিয়া স্বামীর সহিত বনে গেলেন। সেখানে যাহা যাহা ঘটিল পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। যমরাজকে শব দিয়া অবধি তাঁহার অনুগমন কবিতে লাগিলেন। যমবাজ বর দিতে আসিলে চতুবা সাবিত্রী এই সুযোগে পিতা ও শ্বশুরের শুভবর প্রার্থনা কবিলেন। তিনি স্বামিবিয়োগে অধীরা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান ছিল। ওরূপ ভয়ানক সময়ে বর দিতে আসিলে প্রাকৃত রমণীরা কখনই সাবিত্রীর ন্যায় দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতে পারেন না। স্বামী তাঁহার সর্ব্বস্ব, তাঁহাব জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাহা বলিয়া পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম তিনি একবারও বিস্মৃত হয়েন নাই। (পুরাণমতে পরলোকেবও উপায় করিয়া লইয়াছিলেন) তিনি যদি শুদ্ধ পতিব্রতা হইতেন সেই ঘোর রজনীতে স্বামীর মৃতদেহের উপর স্বয়ংও প্রাণত্যাগ করিতেন ; তাহা হইলেও তিনি রমণীকুলের শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য হইতেন না। কত শত পতিপরায়ণা রমণী

স্বামীর জলন্ত চিতায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন কিন্তু সাবিত্রীর ন্যায় কেহই জগতীতলে মাননীয় হয়েন নাই। সাবিত্রী পতিপ্রাণা ছিলেন তাহার সন্দেহই নাই। কিন্তু তাঁহার অনন্যনারীসাধারণ অনেক গুণও ছিল। এবং সেই জন্যই এতদ্দেশীয় রমণীরা জ্যৈষ্ঠমাসে সাবিত্রীব্রত করিয়া থাকেন। কোন রমণী একবৎসরের মধ্যে পতির মৃত্যু হইবে জানিতে পারিলে তাহাকে বিবাহ করেন! কোন রমণী বৎসরাবধি সেই সংবাদ গোপন করিয়া রাখিতে পারেন? কেই বা তাদৃশ ঘোর বিপৎপাত সময়ে হতচেনা না হইয়া অভিলষিত সিদ্ধিতে দৃঢ়নিশ্চয়া হইতে পারেন এবং কেই বা তাদৃশ সময়ে আপনার সকল কর্ত্তব্যকর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে পারেন?

স্মৃতিসংহিতাদিতে যত গুণ থাকা প্রয়োজন বলে সাবিত্রীর তাহা সকলি ছিল। তাহার উপর উঁহার পুরুষের ন্যায় নির্ভীকতা, সত্যনিষ্ঠতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রভৃতি নানা গুণ ছিল বলিয়াই তিনি সাবিত্রীর অবতার বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। সত্য বটে তাঁহাকে সীতা, দ্রৌপদী প্রভৃতির ন্যায় নানা প্রলোভনে পড়তে হয় নাই। কিন্তু তাঁহার চরিত্র দৃষ্টে বোধ হয় সেরূপ প্রলোভনে পড়িলে তিনি তাঁহাদিগের অপেক্ষাও অধিক যশস্বিনী হইতে পারিতেন। তিনি এই শ্রেণীর রমণীগণের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্টস্বভাবা তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই। দময়ন্তী সীতা প্রভৃতি রমণীগণাপেক্ষাও অনেক বিষয়ে তাঁহাকে উন্নতচরিত্রা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আমরা তাদৃশ উৎকৃষ্টস্বভাবা কামিনীগণের মধ্যে কে প্রথম ও কে দ্বিতীয় তাহা বলিয়া দিতে পারি না। মেকলে তাদৃশ কার্য্যকে জঘন্য কর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (Invidious office.) আমরাও তাহাই বলি। আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিলাম, প্রথম

শ্রেণীরও একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিব। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ছোট বড় বাছিয়া উঠা নিতান্ত কঠিন।

সাবিত্রীচরিত্র বোধ হয় মহর্ষি বেদব্যাস ভিন্ন আর কেহই বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন না। সীতা দ্রৌপদী দময়ন্তী লইয়া কত কাব্য কত নাটক লেখা হইয়া গেল, কিন্তু কেহই সাবিত্রীচরিত্র বর্ণনে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। বাল্মীকির পর সীতার চরিত্র বর্ণনে কেহই সম্যক্ কৃতকার্য্য হয়েন নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না; ইহা সীতাচরিত্রের প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে সাবিত্রী-চরিত আরো অধিক প্রশংসনীয় হইবে। যে হেতু কোন কবিই এ পর্য্যন্ত সাবিত্রীচরিত্র অনুকরণে আপনাকে সমর্থ বিবেচনা করেন নাই।

পঞ্চম অধ্যায়।

তৃতীয় শেষোক্ত শ্রেণীর কামিনীগণের মধ্যে দ্রৌপদী দময়ন্তী ও সীতা সর্ব্বপ্রধান। শ্রীবৎসমহিষী চিন্তা, ধৃতরাষ্ট্র-মহিষী গান্ধারী, প্রভৃতি নারীগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভূতা। ইহাদের চরিত্রের মধ্যে পতিপরায়ণতাই বিশেষ গুণ। গান্ধা-রীর স্বামী অন্ধ হইলেও তিনি যাবজ্জীবন স্বামিশুশ্রূষা করিয়া-ছেন এবং তিনি চিরদিন সাধ্বী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার শাপে কষ্ট পাইয়াছেন। তিনি পুত্রাদির মৃত্যুর পর তাহাদিগের রমণীবর্গকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া-ছিলেন। তাহাদের সকলেই সহগমন করিল। তিনি শোক-জর্জ্জরিত হইয়াও স্বামীর সেবার জন্য জীবিত রহিলেন। এবং পরিশেষে আশ্রমে থাকিয়া পতির সহিত কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

দময়ন্তী স্বয়ংবরে দেবতাদিগকে অতিক্রম করিয়াও নলকে বিবাহ করিলেন এবং বনমধ্যে তিনি নানাবিধ কষ্ট পাইলেন এই দুই কারণেই তিনি আমাদিগের দেশে আদরণীয়া হইয়াছেন। তাঁহার ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে কলি স্পর্শ করিতে পারে না। মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে প্রিয়বাদিনী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং তাঁহার অন্য কোন গুণের কথা উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু উপরি উক্ত দুইটী কার্য্য দ্বারাই তাঁহার চরিত্রের ঔন্নত্য বৈশুদ্ধ্য প্রতিপন্ন হইতেছে। অহল্যা বিবাহিতা এবং পুত্রবতী হইয়াও, যে প্রলোভন অতিক্রম করিতে না পারিয়া নানা কষ্ট পাইলেন, দময়ন্তী অবিবাহিতা বালিকা হইয়াও সেই সকল প্রলোভন অতিক্রম করিলেন।

শ্রীবৎস রাজার স্ত্রী চিন্তার চরিত্র অনেক অংশে দময়ন্তীর মত। তাঁহার চরিত্র পাঠ করিলে শনির দশা হয় না।

দ্রৌপদী সংস্কৃত গ্রন্থাবলীমধ্যে একটি প্রশংসনীয়া কামিনী তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যাহাদিগকে বিবাহ করিলেন তাহাদের রাজ্য নাই। তাহারা অতি দুঃখী, ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণবেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট। বিবাহের পর এক কুম্ভকারের গৃহে উপস্থিত। এই তাঁহার শ্বশুরালয়। শেষে তাঁহার স্বামীরা রাজ্য পাইল। তিনি রাজমহিষী হইলেন। রাজসূয়যজ্ঞ হইল, ইহাতে তিনি লোকের সহিত এরূপ ব্যবহার করিলেন যে সকলেই তাঁহাকে সুখ্যাতি করিতে লাগিল। শেষে যুধিষ্ঠিরের দোষে রাজ্য গেল, ধন গেল। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী পর্য্যন্ত হারিলেন। সভার মধ্যে দুরাত্মারা তাঁহার যারপর নাই অবমাননা করিল। এমন কি কেশাকর্ষণ করিল বস্ত্রহরণ করিল শেষে কুরুবৃদ্ধেরা তাঁহাকে ছাড়াইয়া লইলেন। পরে তিনি স্বামীদিগের সহিত বনগামিনী

হইলেন। অর্জ্জুনের আরও ভার্য্যা ছিল, ভীমেরও ছিল, সকলেই আপন আপন বাটী রহিল কেবল দ্রৌপদীই স্বামিভাগ্যে আপন ভাগ্য মিশাইলেন। বনেও তাঁহার কষ্টের একশেষ। তিনি স্বামীদিগের সেবা করিতেন। যুধিষ্ঠিরের সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন ও অনেক রাত্রিতে স্বয়ং ভোজন করিতেন। সর্ব্বদা নীতিশাস্ত্রে পরামর্শ দিতেন। তিনিই পরামর্শ দিয়া অর্জ্জুনকে ইন্দ্রসন্নিধানে প্রেরণ করিয়া পাণ্ডবসৌভাগ্যের সূত্রপাত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন। দ্রৌপদী সর্ব্বদা ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতেন। একদিন যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন দ্রৌপদীর ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণা ও সর্ব্বগুণসম্পন্না কামিনী কি আর আছে? যদিও কোনরূপে অসহ্য বনবাসযন্ত্রণা সহ্য করিলেন তাহার পর আবার দাসত্ব। বনে যেমন জয়দ্রথ তাঁহার প্রতি অত্যাচার করে বিরাটরাজভবনে কীচকও সেইরূপ অত্যাচার করিল। দুই বারই ভীম তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। তাহার পর যুদ্ধের উদ্যোগের সময় তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী। যুদ্ধের পর আর তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। বভ্রুবাহনহস্তে অর্জ্জুনের বিনাশ হইলে তিনি অত্যন্ত পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রেরণ করিয়া উঁহার পুনরুদ্ধার সাধন করিলেন। পরে স্বামীদিগের সহিত মহাপ্রস্থানে গমন করিয়া সর্ব্বপ্রথমেই স্বামীদিগের সমক্ষে দেহত্যাগ করিলেন।

"দ্রৌপদী সতীলক্ষ্মী ছিলেন। মাতৃআজ্ঞায় তাঁহার পঞ্চস্বামী হইয়াছিল। তিনি সেই পঞ্চস্বামীরই মনোরমা হইয়া সতীর মধ্যে অগ্রগণ্যা হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি অতি ধর্ম্মপরায়ণা পতিব্রতা দয়াশীলা ছিলেন এবং অধীনগণকে মাতার ন্যায় পালন করিতেন। রাজকন্যা ও রাজভার্য্যা হইয়াও

তিনি পতিগণের সঙ্গে সঙ্গে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এই সকল গুণে তাঁহার নাম প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আর কি আবশ্যক। ”

সীতা। বাল্মীকির সীতা একটি সুশীলা ও শান্তস্বভাবা বালিকা—তিনি বিবাহের পর সর্ব্বদা স্বামিশুশ্রূষণে ব্যাপৃতা থাকিতেন। রামচন্দ্র এই সময়ে সীতার সহবাসে যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন তিনি সর্ব্বদাই সেইরূপ বিশুদ্ধ আমোদ লাভের জন্য উৎসুক থাকিতেন। রাম কেকয়ীর গৃহহইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন সীতাকে বনগমনের কথা বলিলেন তখন সীতাও তাঁহার সহগামিনী হইতে উৎসুক হই-লেন। এই সময়ে তাঁহাদের যে কথাবার্ত্তা হয় তাহা পাঠ করিলে সকলেরই হৃদয় করুণরসে আপ্লুত হয়। সীতা বন-বাসে যাইবেন রাম তাঁহাকে বাধা দিবেন। রাম কত বুঝা ইলেন বনগমনের নানা কষ্ট বর্ণনা করিলেন; গৃহবাসের সুখ বর্ণনা করিলেন; গৃহবাস করিলে নানাবিধ ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে পারা যায় এবং তাহাদ্বারা স্বামীর নানাবিধ কল্যাণসাধন করিতে পারা যায়। সীতা অনেক বাদানুবাদের পর বলি-লেন।

“স মামনাদায় বনং ন ত্বং প্রস্থিতু মর্হসি।
তপো বা যদি বারণ্যং স্বর্গো বা স্যাত্ত্বয়াসহ
ন চ মে ভবিতা কশ্চিত্তত্র পথি পরিশ্রমঃ।
পৃষ্ঠত স্তব গচ্ছন্ত্যা বিহারশয়নেষ্বিব॥
কুশকাশশরেষীকা যে চ কণ্ঠকিনো দ্রুমাঃ।
তুলাজিনসমস্পর্শা মার্গে মম সহ ত্বয়া॥

এই বলিয়া তিনি রামের গলদেশ ধারণ করতঃ রোদন করিতে লাগিলেন। রাম তখন আর অস্বীকার করিতে পারি

লেন না, তিনি উহাঁকে বনে লইয়া যাইব বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

রামের সহিত শ্বশ্রূ শ্বশুরদিগকে প্রণাম করিয়া সীতা বসন ভূষণ পরিত্যাগ করতঃ জটা ও বল্কল ধারণ করিতে গেলেন। তিনি নিতান্ত মুগ্ধস্বভাবা বল্কল কিরূপে ধারণ করিতে হয় জানেন না। তিনি একখানি চীরবস্ত্র হস্তে ধারণ ও অপর খানি স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া শূন্যদৃষ্টিতে রামের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং অপ্রতিভমুখে সাশ্রুনয়নে রামকে কহিলেন, স্বামিন্! চীরধারণ কিরূপে করিতে হয়? রাম তখন সীতার কৌষেয় বস্ত্রের উপরি চীরদ্বয় সংযোগ করিয়া দিলেন। তাহার পর সীতা স্বামীর সহিত বনে বনে নানা কষ্ট পাইয়াছেন। পথগমনে তিনি সর্ব্বদাই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। কদর্য্য বনফল মাত্র তাঁহার আহার ছিল। পর্ণশয্যায় শয়ন ছিল। কিন্তু সে সকল কষ্ট কেবল রামমুখাবলোকন করিয়া দূর হইত। চিত্রকূট হইতে পঞ্চবটীগমন সময়ে সীতা রামকে অকারণ বৈর করিতে নিষেধ করিয়া একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন।

যখন রাবণ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, সে রথের উপরে তাঁহাকে কত বুঝাইতে লাগিল। সীতে, আমিই তোমার সদৃশ পতি। তুমি আমার স্ত্রী হও। দেবতারাও তোমার অধীন হইবে। আমার পাটরাণীও তোমার দাসী হইবে। পাঁচ হাজার দাসী তোমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবে। সীতা তাহার কথায় কর্ণপাতও না করিয়া তাহাকে বলিলেন, রামের সহিত তুলনায় তুমি শৃগালস্বরূপ, দাঁড়কাকস্বরূপ; আমি রামভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। তুমি আমায় হরণ করিতেছ ইহার জন্য তোমায় সবংশে মরিতে হইবে।

যখন রাবণের অন্তঃপুরে তিনি বন্দী, রাবণ প্রত্যহ তাঁহার

উপাসনা করে তাঁহার পায়ে পড়িয়া তোষামোদ করে তাঁহার প্রীতি উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করে। সীতা কেবল বলেন,

রামোনাম স ধর্ম্মাত্মা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
দীর্ঘবাহুঃ বিশালাক্ষো দৈবতং স পতির্মম॥

অনেক দিন এইরূপে গেলে একদিন রাবণ বলিল তুমি যদি আর বারমাসের মধ্যে আমায় স্বামী বলিয়া স্বীকার না কর তোমার মাংসভোজন করিয়া মনস্কামনা পূর্ণ করিব। তখন পতিপরায়ণা সীতা অণুমাত্র ভীত না হইয়া বলিলেন,

ইদং শরীরং নিঃসংজ্ঞং রক্ষ বা ঘাতয়স্ব বা।
নেদং শরীরং রক্ষ্যং মে জীবিতঞ্চাপি রাক্ষস॥

হনুমান্ আসিয়া অশোকবনমধ্যে সীতাকে দেখিলেন। সীতা মজ্জনোন্মুখ নৌকার ন্যায় শোকভারে আক্রান্ত হইয়া ক্রমাগত অশ্রুপাত করিতেছেন, রাবণ তাঁহার নিকট বহুসংখ্যক রাক্ষসী রাখিয়া দিয়াছে। তাহারা দিনরাত ধরিয়া তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইতেছে, ভয় দেখাইতেছে, কখন বা তাঁহাকে মুখব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে। কিন্তু তিনি আপনগুণে সেই ভয়ানক রাক্ষসপুরীমধ্যেও ত্রিজটা ও সরমা নাম্নী দুই রাক্ষসীকে সখী পাইয়াছেন। তাহারা অবসর পাইলেই তাঁহাকে সান্ত্বনা করে। হনুমান্‌কে দেখিয়া সীতা অনেক দিনের পর আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি হনুমানকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, রামকে আপন মনের কথা বলিয়া পাঠাইলেন। তখন তাঁহার ভরসা হইল রাম তাঁহাকে অবশ্য উদ্ধার করিবেন।

রাবণবধের পর বিভীষণকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া রামচন্দ্র সীতাকে আনয়ন করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। সীতা উপস্থিত হইলে বলিলেন, সীতে! আমি তোমার উদ্ধার সাধন করিয়াছি শত্রুনাশ করিয়াছি এবং কলঙ্ক অপনয়ন করি-

য়াছি। আজি বিভীষণাদির শ্রম সফল হইল। এই সকল কথা শুনিয়া সীতার মুখ বিকসিত হইল; আনন্দাশ্রুতে তাঁহার মুখ ভাসিয়া গেল। তখন রাম কর্কশস্বরে কহিলেন, জানকি! আমাব কর্ম্ম আমি কবিয়াছি। কিন্তু তোমাকে আমি গ্রহণ করিতে পারি না। তুমি পরগৃহে অনেকদিন বাস করিয়াছ। আমি সৎকুলপ্রসূত হইয়া তোমাকে গ্রহণ করিলে কেবল নিন্দাভাগী হইব মাত্র। অতএব তোমায় অনুমতি দিতেছি তোমার যাহাকে ইচ্ছা হয় আশ্রয় করিয়া জীবন রক্ষা কর। সীতা এই পরুষ বাক্যে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বাষ্পমোচন করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন স্বামিন্ আপনি আমাকে প্রাকৃত রমণীর ন্যায় ভাবিলেন। আমি লঙ্কাপুরীর মধ্যে কি অবস্থায় বাস করিয়াছি তোমার দূত হনুমান্ সম্পূর্ণ রূপে অবগত আছে। অতএব এক্ষণে আমাকে এরূপে পরিত্যাগ করা কি যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে।

নপ্রমাণীকৃতঃ পাণি র্বাল্যে মম নিপীড়িতঃ।
মম ভক্তিশ্চ শীলঞ্চ সর্ব্বস্তে পৃষ্ঠতঃ কৃতং॥

এই বলিয়া লক্ষ্মণকে চিতাসজ্জা করিতে কহিলেন এবং সর্ব্বসমক্ষে বহ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বহ্নিপ্রবেশসময়ে দেবতা ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম কবিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,

যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবকঃ॥
যথা মাং শুদ্ধচারিত্রাং দৃষ্টা জানাতি রাঘবঃ।
তথা লোকস্য সাক্ষীমাং সর্ব্বতঃপাতু পাবকঃ॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা যথা নাভিচরাম্যহং।
রাঘবং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞং তথা মাং পাতু পাবকঃ।

অগ্নিপ্রবেশ করিলে তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি হইল না। সকলে ধন্য ধন্য বলিয়া তাঁহার সাধুবাদ করিতে লাগিল।

সীতা বহুকাল রামগৃহে অবস্থান করিলে পর ভদ্রক নামে একজন লোক প্রসঙ্গক্রমে সভামধ্যে বলিল রাবণগৃহে বহুকাল থাকিলেও রাম সীতাকে গ্রহণ করিয়াছেন বলিযা প্রজাবা অনেকে তাঁহার নিন্দা করে। রাম ক্ষত্রিয়পুরুষ তাঁহার ধমনীতে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়শোণিত প্রধাবিত, তিনি তৎক্ষণাৎ সীতা পরিত্যাগে সংকল্প করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, "তুমি আশ্রমগমন ব্যপদেশে সীতাকে ভাগীরথীতীরে পরিত্যাগ করিয়া আইস। লক্ষ্মণও সীতাকে লইয়া গেলেন। সীতা নিদারুণ পরিত্যাগ সংবাদ শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল হতচেতনা হইয়া রহিলেন। পরে লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস, নিতান্ত নিরন্তর দুঃখভোগের জন্যই আমার দেহসৃষ্টি হইয়াছিল, আমি পূর্ব্বজন্মে যে কি পাপ করিয়াছিলাম, কোন পতিপরায়ণা নারীকে অসহ্য পতিবিরহ যন্ত্রণা দিয়াছিলাম বলিতে পারি না, নচেৎ নৃপতি আমায় কেন পরিত্যাগ করিবেন।"

পুনশ্চ বলিলেন, লক্ষ্মণ, তুমি আর্য্যপুত্রকে বলিও যে তিনি আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহারই করুন না কেন তিনিই আমার পরম গতি। তাঁহাকে সর্ব্বদা আপন কর্ম্মে অবহিত হইতে বলিও। এরূপ সময়েও সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত পতিকল্যাণ কামনা করা প্রাকৃত রমণীর কার্য্য নহে। সীতার বাক্যের প্রত্যেক অক্ষরেই তাঁহার হৃদয়ের গভীর ভাব এবং তুরপনেয় অলৌকিক প্রণয় প্রকাশ পাইতেছে।

অনাথা সীতা আবার দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিলেন এবং ঋষিরা আবার রামকে তাঁহার পুনর্গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। রামও আবার সর্ব্বসমক্ষে সীতার পরীক্ষা লইতে সংকল্প করিলেন। এবার অগ্নিপরীক্ষা নহে—এবার শপথ। সীতা যখন সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন তাঁহার নয়ন স্বপদে

অর্পিত। তাঁহার মনের ভাব কিরূপ তাহা বর্ণনা করা দুরূহ। তাঁহার অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় প্রণয় পূর্ব্ববৎই আছে; কিন্তু সভামধ্যে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দেওয়ায় তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে; প্রাচীন রমণীসুলভ তেজও বিলক্ষণ আছে। তিনি সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া কোনদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন না কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া করুণস্বরে স্বীয় জননী মাধবীদেবীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তখনকার অবস্থা মনে পড়িলে এবং তাঁহার শোকদীন বচনাবলী পাঠ করিলে পাষাণহৃদয়ও দ্রবীভূত হয় এবং সহৃদয় হৃদয়ে গভীর শোকসাগরের উদ্গ্লবণ হয়। তিনি বলিতে লাগিলেন,

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হসি॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হসি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং নচ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হসি॥

সভাশুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ হইল। ঋষিগণ অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। ভূগর্ভ বিদীর্ণ হইয়া গেল। সহসা প্রদীপ্তজ্যোতিঃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ধরণীদেবী আবির্ভূত হইলেন এবং সীতাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া পাতালমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

শেষোক্ত শ্রেণীস্থ কামিনীগণের মধ্যে জনকতনয়া সীতা সর্ব্বপ্রধানা। সীতা সর্ব্বগুণসম্পন্না ছিলেন; তাঁহার ন্যায় পতিপরায়ণা আর কেহ ছিল কি না সন্দেহ। তাঁহাকে যাদৃশ লাঞ্ছনে পড়িতে হইয়াছিল কোনকালে কোন নারী তাদৃশ-

প্রলোভনে পড়িয়াছিল ছিল কি না সন্দেহ। অদৃষ্টের দোষে তাঁহাকে নানা কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তিনি রাজনন্দিনী ও সসাগরা ধরণীপতির মহিষী হইয়াও একপ্রকার জন্মদুঃখিনী হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ স্বামীর সহিত বনে গেলেন। তথায় রাবণ তাঁহাকে হরণ করিল। তিনি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। তাহার পর স্বামী তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সে দায়ে কোনরূপে উদ্ধার পাইলেন। আবার মিথ্যাপবাদভীত হইয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন, এবার তিনি বনে বনে একাকিনী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে প্রায় যাবজ্জীবন কষ্ট পাইতে হইয়াছিল কিন্তু শেষকালে তিনি সশরীরে ভগবতী পৃথিবীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

তুলনা।

সীতা ও সাবিত্রী দুইজনই অদ্বিতীয় রমণী। পৃথিবীর কোন দেশের কোন কবিই স্বীয় কল্পনাশক্তিবলে উঁহাদের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না রমণী সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সীতার স্নেহপ্রবৃত্তি অলৌকিক, সুখদুঃখ বিপদ সম্পৎ সকল সময়েই স্বামীর প্রতি তাঁহার মনোভাব অবিচলিত। দেবর লক্ষ্মণের প্রতি তাঁহার সমান স্নেহ। দেবর তাঁহাকে বনমধ্যে একাকিনী রাখিয়া আসিলেন তথাপি উঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং গুরুজনকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী স্বামীর বিরহে জীবন দিতে প্রস্তুত। তাঁহাদের উভয়েরই বুদ্ধিবৃত্তি সমান প্রভাবশালিনী। সীতা রাবণের সহিত, সাবিত্রী যমরাজের সহিত কথোপকথনে ইহার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সীতা অপেক্ষা সাবিত্রী কর্ম্মক্ষমতায় অনেক উৎকৃষ্ট। বাল্মীকি কোনস্থলেই সীতার কর্ম্মক্ষমতার পরিচয়

দেন নাই। তিনি উঁহাকে শান্ত সুশীলা ও একান্ত সুধীর-স্বভাবা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাবিত্রীও ধীরস্বভাবা সন্দেহ নাই কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে তিনি কোন শ্রমকেই শ্রম জ্ঞান করেন না এবং এমন কষ্ট নাই যে সীতা সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহাদের দুইজনেরই মনের তেজস্বিতা আছে। যমরাজও সাবিত্রীর তেজস্বিতা স্বীকার করিয়াছেন। সীতাও দ্বিতীয়বার পরীক্ষার সময় উহার পরিচয় দিয়াছেন। কর্ম্ম-ক্ষমতা বিষয়ে সাবিত্রী সীতা অপেক্ষা উন্নতস্বভাবা হইলেও তাঁহার স্নেহপ্রবৃত্তি সম্যক্ প্রকাশিত হয় নাই। সীতা ও সাবিত্রীকে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতচরিত্রা বলিবার কারণ এই যে তাঁহাদের মানসিক বৃত্তিত্রয়ের যুগপৎ সমুন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আমরা এ পর্য্যন্ত যে সকল উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছি সমুদয়ই রামায়ণ প্রভৃতি আর্য্য গ্রন্থাবলী হইতে। কিন্তু কালিদাস প্রভৃতি কবিগণপ্রণীত গ্রন্থাবলী হইতে কতকগুলি উদাহরণ সংগ্রহ না করিলে, এ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া কখনই বোধ হইবে না। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মহা-কবিগণ ঋষিদিগের অনেক পরের লোক। তাঁহাদিগের সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থাগত নানা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে প্রচার হইয়াছে ও বিনাশ হইয়াছে। বেদ ও স্মৃতিপ্রতিপাদিত ধর্ম্মের লোপ হইয়াছে, পৌরাণিকদিগের প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। আর্য্যগণ বিলাসী হইয়াছেন, কুসংস্কা-রাপন্ন হইয়াছেন এবং অনেকাংশে হীনবীর্য্য হইয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা আর ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রম পালন করেন না,

তাঁহারাও বাণিজ্যাদি নানাবিধ সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোকেরও চরিত্রগত অনেক ভেদ দাঁড়াইয়াছে! তাঁহাদের জন্য জেনানা মহল সৃষ্টি হইয়াছে। মহাভারতীয় রমণীগণের ন্যায় তাঁহাদের সে নির্ভীকতা নাই। স্বামীর আর তাঁহারা সখী নহেন কেবল দাসীমাত্র। রাজারা পূর্ব্বে নিমিত্তাধীনমাত্র বহুবিবাহ করিতে পারিতেন এক্ষণে তাঁহারা ইচ্ছামত অসংখ্য বিবাহ করিতে পারেন। কতকগুলি ভোগ্যা স্ত্রী তাঁহাদিগের অন্তঃপুরে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। দশকুমারচরিত পাঠ করিলে খৃষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে আমাদের দেশের, বিশেষতঃ আমাদের দেশের স্ত্রীগণের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা বিলক্ষণ প্রতীতি হইবে।

কবিগণ যে সকল উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কাব্য ও নাটক রচনা করিয়াছেন তাহা দুই প্রকার; হয়, তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত নাহয় মহাভারত বা রামায়ণ অথবা কোন প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। যে সকল গুলি তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত, তাহাতে তাঁহাদিগের সমসাময়িক সমাজের অবস্থাবিষয়ক অনেক কথা পাওয়া যায়। এইরূপ নাটকের মধ্যে রত্নাবলী, মালবিকাগ্নিমিত্র, মৃচ্ছকটিক ও মালতীমাধব প্রধান। দশকুমারচরিত এবং কাদম্বরীও কোন শাস্ত্রের উপাখ্যান নহে। যে গুলি তাঁহাদের নিজের নহে তাহাতেও তাঁহাদের আপন সময়ের ভাবই অধিক। বাল্মীকির সীতা ও ভবভূতির সীতা ভিন্ন সময়ের লোক। বেদব্যাসের শকুন্তলা ও কালিদাসের শকুন্তলায় অনেক অন্তর। ঋষিপ্রণীত এবং কবিপ্রণীত গ্রন্থের রচনাগত কিরূপ প্রভেদ তাহা একজন সাহেব এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

*** The Mahábhárata tells the story in simple but vigorous and noble language. It is full of powerful description of passion. The poet no where pays any undue attention to mere forms of words. His chief exertion is devoted to attract our sympathy to the qualities and passions which he describes. Refer for example to the deep pathos in the description of the grief of Damayanti when abandoned by her husband in the solitude of the forest.

Instead of ennobling the affections and appealing to the tenderest and most sacred feelings of man the love which the poet describes (poet, one like Shreeharsa) is earth born in a degree far exceeding the lasciviousness of some of the Roman poets.

যাহা হউক আমরা কাব্য গ্রন্থ হইতে কতকগুলি সাধুশীলা রমণীর চরিত্র বর্ণনা করিব। প্রথমতঃ মৃচ্ছকটিক অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাতে একটি বেশ্যা ও একটি পতিপ্রাণা রমণীর চরিত্র বর্ণনা আছে। উভয়েই চারুদত্তের প্রতি সমান প্রণয়বতী—উভয়ের চরিত্রই বিশুদ্ধ নির্ম্মল এবং উন্নত। বসন্তসেনা চারুদত্তের প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া অবধি কত অত্যাচার সহ্য করিলেন, কত প্রলোভন হইতে আপনাকে মুক্ত করিলেন এবং শেষ একটা নরাধমের হস্তে তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত গেল। তথাপি তাঁহার প্রণয় অবিচলিত। তিনি শুদ্ধ নিঃস্বেই প্রণয়বতী এমত নহেন যেখানে বিশুদ্ধ প্রণয় সেইখানেই তাঁহার প্রীতি। তিনি শর্ব্বিলকের প্রণয়িনী আপন দাসীর দাসীত্বমোচন করিয়াছিলেন। আপনার কণ্টকস্বরূপ চারুদত্তের মহিষীর

প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন। বেশ্যালোকের ওরূপ অবস্থা হইলে প্রায়ই তাহারা অত্যাচারী ও উদ্ধত হইয়া উঠে, কিন্তু বসন্তসেনা বরাবর আপনাকে বেশ্যা বলিয়া জানিতেন এবং ঘৃণা করিতেন, তিনি সাহসপূর্ব্বক চারুদত্তের বাটীমধ্যে প্রবেশ করিলেন না, বলিলেন সেখানে প্রণয়বতী ধর্ম্মপত্নীর অধিকার। চারুদত্তের ব্রাহ্মণীও স্বামীকে অন্যাসক্ত জানিয়াও তাহাতে অণুমাত্র দুঃখিত হইলেন না বরং যখন শুনিলেন চোরে বসন্তসেনার অলঙ্কার চারুদত্তের গৃহহইতে অপহরণ করিয়া লইয়াছে এবং চারুদত্ত "কথং ন্যাসঃ" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন, তখন আপনার সমস্ত অলঙ্কার বসন্তসেনার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এবং স্বামী যখন মিথ্যা হত্যাপরাধে বধ্যস্থানে নীত হইলেন, তখন তাঁহার সহগামিনী হইলেন। তাঁহার ন্যায় বিশুদ্ধস্বভাবা কামিনী অতিবিরল।

মালবিকা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিগণের অতিশয় প্রিয় পাত্রী। তাঁহার চরিত্র অপবিত্র নহে। তিনি রাজনন্দিনী, একজন সেনাপতি তাঁহাকে দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া রাজপরিবারে প্রেরণ করেন। তিনি রাজার সংসারে থাকেন এবং নৃত্যগীত শিক্ষা করেন। তৎকালের লোক অত্যন্ত বিলাসপ্রিয়। সুতরাং বিলাসপ্রিয় রাজা বা রাজকর্ম্মচারীকে প্রীত করিতে হইলে যে সকল শিক্ষা আবশ্যক তিনি তাহাতেই নিপুণা। পরে তিনি রাজার প্রণয়িনী হইলেন। কিন্তু তাহা তাঁহার অন্তরেই রহিল। রাজাও যে তাঁহার প্রতি আসক্ত তাহা তিনি জানেন না। পরে কোন দিন বিদূষকের কৌশলে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। সে আবার সভামধ্যে। মালবিকা গীতিচ্ছলে এবং অঙ্গভঙ্গির দ্বারা আপন মনের ভাব রাজাকে জানাইলেন। পরে গান্ধর্ব্ববিধানে উভয়ের বিবাহ হইল।

মালবিকা কবিগণের প্রিয়পাত্রী; কেন না তিনি সুন্দরী নৃত্যগীতাদি কলাভিজ্ঞা। নৃত্য করিতে পারেন, গান করিতে পারেন, অভিনয় করিতে পারেন, কৌশলপূর্ব্বক হাবভাব প্রকাশ করিতে পারেন। তিনি চতুরা ও প্রণয়িনী—তিনি অভিলষিত লাভের জন্য কত কষ্ট পাইলেন, সমুদ্রগৃহে বন্দী রহিলেন, মহারাণীর বিরাগভাগিনী হইলেন তথাপি তাঁহার প্রণয় বিচলিত হইল না। আধুনিক কবিরা হৃদয়ের গভীর ভাব প্রকাশে তাদৃশ সক্ষম নহেন, তাঁহারা মালবিকার ন্যায় চরিত্র বর্ণনে বিলক্ষণ পটু। মালবিকার চরিত্র, নারীগণের উৎকৃষ্ট চরিত্র বর্ণনাস্থলে উল্লিখিত হওয়া অন্যায় কিন্তু তিনি একটি শ্রেণীর আদর্শ এই জন্যই তাঁহার চরিত্র এখানে উল্লেখ করিলাম। যেমন পুরাণকর্ত্তাদিগের লোপামুদ্রা, ঋষিদিগের সীতা ও সাবিত্রী সেইরূপ কবিদিগের মালবিকা অত্যন্ত আদরণীয়া। যেমন পুরস্ত্রীদিগের লোপামুদ্রা বালিকাদিগের শিলা যুবতীদিগের সাবিত্রী এবং সর্ব্বাবস্থা নারীদিগের সীতা আদর্শস্বরূপ সেইরূপ মালবিকাও একসময়ে ও এক অবস্থার নারীগণের আদর্শ এই জন্যই তাঁহার চরিত্র এস্থলে বর্ণিত হইল।

ধারিণী রাজার মহিষী। তিনি যতক্ষণ পারিলেন ততক্ষণ মালবিকার সহিত রাজার যাহাতে সাক্ষাৎ না হয় তাহার চেষ্টায় রহিলেন, কিন্তু বিদূষকের ষড়যন্ত্রে তাঁহার চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। তিনি যখন দেখিলেন রাজার মন টলিবার নহে, তখন তাঁহার মনে হইল পতিকে কষ্ট দেওয়ার অপেক্ষা নিজে কষ্ট পাওয়া ভাল। জঘন্যস্বভাবা ইরাবতীর অনুরোধে মালবিকাকে কষ্ট দিলেন কিন্তু অল্পদিন পরেই স্বয়ং বিবাহে উদ্যোগী। বঙ্কিমবাবুর সূর্য্যমুখীর সহিত ধারিণীর অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

মালতী ভবভূতির কল্পনাশক্তির প্রথম অঙ্কুর। ভবভূতি

তাঁহার চরিত্র অথবা তাঁহার প্রণয় বর্ণনায় অলৌকিক কবিত্ব-শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এমন কিছুই নাই যাহাতে তিনি সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলার সহিত একত্রে স্থানপ্রাপ্ত হন। মাণবিকার শ্রেণীর মধ্যে তিনিও একজন। মালতীমাধবের মধ্যে আর একটি অদ্ভুত স্বভাবের স্ত্রীলোক আছেন। ইঁহার নাম কামন্দকী—ইঁহার সংসারকার্য্যচাতুর্য্য বুদ্ধিকৌশল শাস্ত্রজ্ঞান কর্ত্তব্যকর্ম্মে দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা সুহৃদ্বর্গের প্রতি অনুরাগ মালতী ও মাধবের প্রতি স্নেহ অলৌকিক। ইঁহার সাহস পুরুষের ন্যায় মনের জোর পুরুষের ন্যায়। ইনি দুইজন মন্ত্রীর সহাধ্যায়িনী, বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতিতে তাহাদের সমতুল্যা। দুইজনেই তাঁহাকে সম্মান করেন এবং অনেক সময়ে তাঁহাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। অথচ তিনি সংসারে বিরাগিণী, বুদ্ধমঠ আশ্রয় করিয়াছেন। মালবিকাগ্নিমিত্রের পণ্ডিত কৌষিকী এবং মালতীমাধবের কামন্দকী কালিদাস ও ভবভূতির কবিত্ব শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিতেছে। পণ্ডিত কৌষিকীও সংসার ত্যাগ করিয়া কাষায় ধারণ করিয়াছেন। তিনিও একজন অমাত্যের ভগিনী—তাঁহার মানসিক বল পুরুষের ন্যায়, বিদ্যাবুদ্ধি পুরুষের ন্যায়। রাজা ও ধারিণী সর্ব্বদা তাঁহাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। তিনি গণদাস ও হরদত্তের বিবাদে মধ্যস্থ। তিনি যতদিন আপনাদিগের দুরবস্থা ছিল, কাহাকেও আপন পরিচয় দেন নাই। তাহার পর যখন শুনিলেন, তাঁহার ভ্রাতার শত্রুগণ পরাভূত হইয়াছে এবং তাঁহারই রাজ-কন্যা রাজার প্রণয়ভাগিনী হইয়াছেন তখন আপন পরিচয় প্রদান করিলেন। পণ্ডিত কৌষিকী হিন্দু ও কামন্দকী বৌদ্ধ, পণ্ডিত কৌষিকীচরিত্র বিশুদ্ধ, কামন্দকী তাহা হইতেও আবার কর্ম্মকুশল। তিনি আপন কার্য্যে অনুমাত্র অনাস্থা করেন না।

এবং প্রাণপণে কার্য্যসিদ্ধির জন্য যত্নবতী। কৌষিকী কেবল দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। কামন্দকী সাহসসহকারে কাল কাপালিক অঘোরঘণ্টের সহিত বিবাদ করিয়া তাহার দুরভিসন্ধি নিষ্ফল করিলেন। কৌষিকী দস্যুহস্ত হইতে পলায়ন করিয়া রাজবাটী আশ্রয় করিলেন সমভিব্যাহারিণী রাজকুমারীর কোনরূপ উদ্ধারের চেষ্টা করিলেন না। কিন্তু ইঁহারা দুইজনেই একশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের উৎকৃষ্ট উদারণ—সে শ্রেণীর স্ত্রীলোক এখন নাই, ঋষিদিগের সময়েও ছিল না। বৌদ্ধেরা মঠসংস্থাপন করিলে তাঁহাদিগের উৎপত্তি হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতভূমি হইতে তাড়িত হইয়া যখন চীন ও সিংহল আশ্রয় করিল তখন হিন্দুরাও মঠ করিতে শিখিয়াছেন এবং তথায়ও দুই একটি ঈদৃশী সংসারবিরাগিণী রমণী দেখা যাইত কিন্তু এক্ষণে মঠও বিরল পণ্ডিত কৌষিকীও বিরল।

শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রের মহিষী—শৈব্যা যথার্থ পতিপ্রাণা ও রমণীকুলের বিভূষণস্বরূপ। যখন বিশ্বামিত্রের সহিত বিবাদে রাজার সর্ব্বস্ব গেল তিনি দক্ষিণার জন্য আত্মদেহ বিক্রয় করিতে প্রস্তুত তখনও শৈব্যা তাঁহার সহায়। রাজা তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে কহিতেছেন। শৈব্যা উত্তর করিতেছেন, অজ্জ উত্তো ম কৃখু অত্তন্তবো হোহি। তা পদীদ মংজ্জেব্ব ইমথিং কজ্জে আরোবেহি। অবচ্ছিমো দে দানিং পণয়ো।” এই বলিয়া স্বামীর মুখ প্রতীক্ষা করিলেন। হরিশ্চন্দ্রের অশ্রুজল নির্গত হইল। শৈব্যা তখন বলিয়া উঠিলেন “কিনব কিনব মং অজ্জা পরপুরিস পজ্জুপাসনং পরুচ্ছিঁট্ট ভোজণ অ স্বাবিহরিয় সব্ব কম্ম কারিনীত্তি।” যখন একজন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ক্রয় করিল তখন শৈব্যা হর্ষোৎফুল্ললোচনে বলিলেন,” “দিট্টিয়া অদ্দাবশিট্ট পড়িন্নাভারো দানিং অজ্জউত্তো কিদমম্হি।”

আর্য্যপুত্রের ঋণের অর্দ্ধেক প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন বলিয়া তাঁহার হর্ষ হইল। চিরকালের জন্য যে দাসী হইলেন সেটি তাঁহার মনেও হইল না। কিন্তু ইহাতেও বিধাতার তৃপ্তি হইল না। শৈব্যার একমাত্র সন্তানও কিছুদিন পরে সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। শৈব্যা উদ্বন্ধনে দেহত্যাগের উদ্যোগ করিতেছেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন, সে স্বর প্রস্তরও বিদীর্ণ করিতে পারে। বিধাতা সদয় হইয়া তাঁহাকে স্বামীর সহিত মিলাইয়া দিলেন।

পার্ব্বতী—ইনিই পূর্ব্বজন্মে স্বামীর নিন্দা শ্রবণে আপনার দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং এজন্মেও সেই মহাদেবের প্রতি অনুরাগবতী হইয়াছেন। মহাদেব মনুষ্য নহেন দেবতা, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে তপস্যা আবশ্যক করে ও পূজা আবশ্যক করে। পার্ব্বতী প্রথমতঃ পূজা আরম্ভ করিলেন। নিত্যই মহাদেবকে স্বহস্তগ্রথিত পুষ্পমালা প্রদান করেন এবং নানাপ্রকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করেন। পার্ব্বতী বিদ্যাবতী পিতার প্রিয়পাত্রী এবং রাজার কন্যা; বয়সও অল্প কিন্তু তখন হইতেই তাঁহার প্রণয় প্রগাঢ়। তাঁহার প্রণয় ভাবাবৈমিক বা চক্ষুরাগ নহে উহার আবাসভূমি হৃদয়ে। একজন প্রবীণ সমালোচক বলিয়াছেন কালিদাসাদি কবিগণ প্রণয় বর্ণনা করিতে পারেন বটে, কিন্তু সে প্রণয় বাল্মীকির ন্যায় নহে, কালিদাসের প্রণয়ে ঐহিকতাই অধিক। কিন্তু যে কবি পার্ব্বতীর প্রণয় বর্ণনা করিয়াছেন তিনি যে বিশুদ্ধ প্রণয় বর্ণনা করিতে পারেন না এরূপ বলা অসঙ্গত। পার্ব্বতী মহাদেবে প্রণয়বতী; মহাদেব যোগী; তিনি অপর উপাসকের যেরূপ পরিচর্য্যা গ্রহণ করেন, পার্ব্বতীর পূজাও সেইরূপ গ্রহণ করেন। তাঁহার মন টলিবার নহে। তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্যবিধানের জন্য

স্বয়ং কাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মনও চঞ্চল হইল কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। তিনি তখনি সে ভাব নিগ্রহ করিয়া কোপকটাক্ষে মদনকেই ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। এবং স্ত্রীসন্নিকট পরিহারের জন্য সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। পার্ব্বতী ভগ্নমনোরথ হইয়া আপন পিতার নিকট তপঃসমাধি করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং ঘোরতর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। অতি কঠিনশরীর ঋষিগণ আজন্ম পরিশ্রম করিয়াও যে সকল নিয়ম পালন করিতে অক্ষম পার্ব্বতী সেই সকল নিয়ম পালন করিতে লাগিলেন। একদিন মহাদেব স্বয়ং ব্রাহ্মণবেশে তথায় উপস্থিত হইলেন। এবং প্রসঙ্গক্রমে মহাদেবের বিস্তর নিন্দা করিলেন। যিনি একবার পতিনিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে এরূপ নিন্দা অসহ্য। তিনি সেখান হইতে উঠিয়া যাইতেছেন এমন সময়ে মহাদেব নিজদেহ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে!!! তখন কোপ, প্রণয়, বিস্ময় প্রভৃতি নানা বৃত্তি যুগপৎ সমুদ্গত হইয়া তাঁহার যেরূপ চিত্তবিকার জন্মাইয়া দিল তাহা কালিদাস ভিন্ন আর কেহই বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন কি না সন্দেহ। সেক্ষপিয়রের মিরন্দা যেমন সরলস্বভাবা পার্ব্বতীও সেইরূপ। তিনিও মিরন্দার ন্যায় পিতার নিকট আপন প্রণয় ঢাকিতে চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মিরন্দা সামাজিক অবস্থা জানে না পার্ব্বতী জানিয়াও ভাবিলেন বিশুদ্ধ প্রণয় প্রখ্যাপনে দোষ কি? তিনি বিদ্যাবতী গৃহকর্ম্মচতুরা, নানা বলি কর্ম্মে তাঁহার নিত্য আমোদ। তিনি আতিথেয়ী। তাঁহার প্রণয় বিচলিত হইবার নহে, মন টলিবার নহে। মেনকা কত বুঝাইলেন, বলিলেন তোমার পিতা দেবতাদের দেশের অধিপতি, যদি দেবতা তোমার কামনা হয় বল। পার্ব্বতী

মৌনভাবেই তাহার উত্তর দিলেন। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন মহাদেবেই কি তোমার প্রণয়? পার্ব্বতী একটি নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার জবাব দিলেন। পিতার নিকট যখন বিবাহের কথা উঠিল তখন লীলাকমলপত্রের গণনায় তৎপরা হইলেন। তিনি কুলোকের সংসর্গ ভালবাসেন না গুরুজনের নিন্দা তাঁহার বিষ। সকল ভূতেই তাঁহার সমান দয়া। যে সকল গুণে রমণীর চরিত্র উৎকৃষ্ট হয় সে সকলই তাঁহাতে আছে। রমণীকুলের তিনিই গর্ব্বহেতুভূতা। তিনি যেস্থানে তপস্যা করিয়াছেন তাহা এখনও তীর্থ। তাঁহার নিকট সিতশ্মশ্রু ঋষিগণও ধর্ম্ম শ্রবণ করিতেন। তাঁহার চরিত্র তপস্বীদিগের উদাহরণস্থল। তাঁহার চরিত্র প্রণিধানপূর্ব্বক পাঠ করিলে বিস্ময়মিশ্রিত অদ্ভুত রসের আবির্ভাব হয়। কুমারসম্ভব গ্রন্থ হইতে আমরা তাঁহার বিবাহ পর্য্যন্ত জানি। ইঁহার মধ্যে ঐহিকতার লেশমাত্রও নাই। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মে ভক্তি দেবতায় ভক্তি মনু প্রভৃতি মুনিগণের বচনে আস্থা বিশেষতঃ তাঁহার সরলতা পিতৃভক্তি স্বামিভক্তি সখীগণের প্রতি ব্যবহার আশ্রমের উন্নতি চেষ্টা লৌকিক নারীগণের মধ্যে অতি বিরল। নারীচরিত্র বিষয়ে কবিরা কতদূর উন্নতি কল্পনা করিয়াছিলেন পার্ব্বতীচরিত্রে তাহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বঙ্গদর্শনকার স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন বাল্মীকির রামায়ণ হইতে আখ্যায়িকা লইয়া যে সকল কাব্য ও নাটক রচনা করা হইয়াছে তাহাতে রাম ও সীতার চরিত্র উত্তমরূপে বর্ণিত হয় নাই। ক্রমেই মন্দ হইয়া আসিয়াছে কিন্তু কালিদাসের রাম ও সীতা বাল্মীকির রাম ও সীতা হইতে উৎকৃষ্ট না হউক তাহাদের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। বাল্মী-

কির ন্যায় কালিদাসও সীতার বাল্যকালের কোন কথাই লিখেন নাই। কালিদাস স্পষ্ট জানিতেন যে, বাল্মীকির সঙ্গে রঙ্গ-ভূমিতে অবতীর্ণ হইলে তাঁহাকে পরাভূত হইতে হইবে। এই জন্যই তিনি অযোধ্যাকাণ্ড বনকাণ্ড কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সুন্দরাকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ড এক সর্গের মধ্যে সংক্ষেপে সারিয়া দিয়াছেন। ঐ সর্গও নীরস কিন্তু তাহার বিদ্যুত্ত্বরিত গতি বর্ণনা উহার একটি আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে। তিনি চতুর্দ্দশে সীতাচরিত্র বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সর্গ হইতে তাঁহার সীতার বনবাসের অনেক ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন। যখন লক্ষ্মণ বনমধ্যে রাজার ভয়ঙ্কর আদেশ সীতাকে অবগত করাইলেন তখন সীতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া পুনঃ পুনঃ চির দুঃখভাগী আপন অদৃষ্টকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ বিদায় হইবার জন্য প্রণাম করিলে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি সেই রাজাকে বলিও "যদি অন্তঃস্বত্বা না হইতাম তোমার সমক্ষে এই মুহূর্ত্তেই জাহ্নবীজলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম। তুমি তাঁহাকে বলিও,

সাহং তপঃ সূর্য্যনিবিষ্টদৃষ্টি রূর্দ্ধং প্রসূতে শ্চরিতুং যতিষ্যে।
ভূয়ো যথা মে জননান্তরেপি ত্বমেব ভর্ত্তানচ বিপ্রয়োগঃ॥"

তিনি আবার বলিলেন "তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিবে যদিও ভার্য্যাভাবে আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু যেন সামান্য প্রজা বলিয়া গণ্য হই। তিনি সসাগরা পৃথিবীর ঈশ্বর। যেখানে যাই তাঁহার অধিকারের বহির্ভূত নহি।" মহর্ষি বাল্মীকি যখন তাঁহাকে আপনি আশ্রমে লইয়া রাখিলেন তখন তিনি অতিথিসেবা নিরন্তর স্নানাদি ধর্ম্মকার্য্য করিয়া সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার যে নিদারুণ কষ্ট

হইয়াছিল যখন শুনিলেন আজিও রাম তাঁহা ভিন্ন আর কাহা-কেও জানেন না এবং তিনি হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতি লইয়া যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহার অনেক শমতা হইল।

একদিন রামচন্দ্র যজ্ঞ সমাপনান্তে পৌরবর্গকে একত্রিত করিয়া সীতাপরীক্ষার কথা উত্থাপন করিলেন। সীতাও আচমন করিয়া কহিলেন,

বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ পত্যৌ ব্যভিচারো যথা ন মে।
তথা বিশ্বম্ভরে দেবি মামন্তর্দ্ধাতুমর্হসি॥

ভগবতী বিশ্বম্ভরা সীতার কথা শুনিলেন এবং তাঁহাকে লইযা ভূগর্ভে অন্তর্হিতা হইলেন। প্রধান কবিরা পুঙ্খানু পুঙ্খরূপে বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েন না। কালিদাস সীতাচরিত্রের দুই একটি অতি বিশুদ্ধ নির্ম্মল ও ভাবপূর্ণ অংশের পরিচয় দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন।

সংস্কৃতে কাব্য ও নাটকের সংখ্যা অনেক। সেই সমুদায় হইতে স্ত্রীচরিত্র সংগ্রহ করিতে হইলে গ্রন্থবিস্তার হইয়া পড়ে। সুতরাং অগত্যা নাগানন্দ রত্নাবলী বাসবদত্তা প্রসন্নরাঘব প্রভৃতি গ্রন্থের নামোল্লেখমাত্র করিয়া সংস্কৃত কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস ও ভবভূতির সর্ব্বস্বভূত অভিজ্ঞানশকুন্তল ও উত্তররামচরিত হইতে শকুন্তলা ও সীতাচরিত্র সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। এই দুইটী রমণীয়চরিত্র বর্ণনে কবিরা আপন আপন কল্পনা-শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই দুইটী রমণীর অবস্থাগত অনেক প্রভেদ। সীতার বিরহ, শকুন্তলার পূর্ব্ব-রাগ, সীতা যুবতী, শকুন্তলা বালিকা। সীতা রাজনন্দিনী, শকুন্তলা তপোবনপ্রতিপালিতা, কিন্তু উভয়েই প্রত্যাখ্যান প্রাপ্ত হইয়াছেন, উভয়েই নানাবিধ মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইয়াছেন, উভয়েরই চরিত্র স্ত্রীচরিত্রের উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল। দেবতা

ও ঋষিরা উভয়েরই দুঃখের সময়ে সান্ত্বনা করিয়াছেন এবং স্বামীর সহিত মিলন করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা পাইয়াছেন। উভয়েই অনেক কাল বনে বাস করিয়াছেন। বনতরু, বনলতা, বনময়ূর, বনমৃগ, উভয়েরই প্রিয়পাত্র; উভয়েরই হৃদয় সরল ও প্রণয়প্রগাঢ় বনবাসসখীদিগের সহিত উভয়েরই সমান সখ্য-ভাব। সীতা রাবণকর্ত্তৃক পীড়িতা হইয়া এক্ষণে পুনরায় রাজ-ধানীতে প্রত্যাগত হইয়াছেন, রাজরাণী হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সুন্দরভাব পূর্ব্ববৎই আছে। চিত্রদর্শন প্রস্তাবে তাঁহার সকল-ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বিবাহসময়ে সুখের চিত্র দেখিয়া হর্ষিত হইলেন। শূর্পণখাকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল, আর্য্যপুত্রের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার অশ্রুপাত হইল, তপোবন দেখিয়া পুনর্ব্বার তথায় ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হইল। তিনি রামকে বলিলেন, "তোমাকেও আমার সহিত যাইতে হইবে।" রাম কহিলেন "অয়িমুগ্ধে! একথাও কি বলিতে হয়।" তিনি রামবাহু আশ্রয় করিয়া, শয়ন করিলেন, কিন্তু তাঁহার কোমল অন্তঃকরণে চিত্রদর্শন জনিত নানা উদ্বেগ এখনও শান্ত হয় নাই। তিনি স্বপ্ন দেখিয়া উঠিলেন, "আর্য্যপুত্র এই তোমার সহিত শেষ সাক্ষাৎ।" রামচন্দ্র সেখান হইতে চলিয়া গেলে নিদ্রা ভঙ্গানন্তর উঠিয়া বলিলেন, "ভোদুকুপিষ্যং" তাহার পরই বলিলেন, "যদি অত্তনো পভবিস্সং"। লক্ষ্মণ রথ আনয়ন করিলে আর্য্যপুত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে তাহাতে আরোহণ করিলেন। যখন লক্ষ্মণ প্রস্তরবৃষ্টির ন্যায় বাক্যসন্দেশ অবগত করাইলেন তখন সীতা দারুণ শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়কে পৃথ্বী ও ভাগীরথী বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আসিলেন এবং তিনি ভাগীরথীর সহিত পাতাল পুরীতে বাস করিতে লাগিলেন। ১

এক দিন ভাগীরথী ছল করিয়া তমসার সহিত সীতাকে পঞ্চবটীর বনে পাঠাইয়া দিলেন। যেখানে আর্য্যপুত্রের সহিত নানা সুখভোগ করিয়াছিলেন, যেখানে "সরসী আরসী" তে আর্য্যপুত্রের সহিত আপন মুখাবলোকন করিতেন, আবার সেই স্থানে। রামচন্দ্রও কার্য্যোপলক্ষে পুনরায় পঞ্চবটী আসিয়াছেন, সঙ্গে কেহই নাই। সীতা রামের গম্ভীর স্বর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র চকিত ও উৎকণ্ঠিত হইলেন। তাহার পর যখন জানিলেন সত্যই তাঁহার আর্য্যপুত্র পঞ্চবটী আসিয়াছেন, তখন সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অবস্থা দেখিতে লাগিলেন, এবং একাগ্রমনে তাঁহারই কথা শুনিতে লাগিলেন। যখন শুনিলেন, রামচন্দ্র তাঁহারই জন্য শোক করিতেছেন, তখন বলিলেন, "অজ্জ উত্ত অসরিসং খু এদং ইমস্স বুত্তন্তস্স।" তাহার পর বলিলেন, "আর্য্যপুত্র তুমি আজিও সেইই আছ।" রামচন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে সীতা পাছে তিনি স্পর্শ করিলে রামচন্দ্র কুপিত হন এই ভয়েই অস্থির হইলেন। পরে সাহসে ভর করিয়া কহিলেন, "যা হবার হউক, আমি উঁহাকে স্পর্শ করিব।" যখন রামচন্দ্রকে বাসন্তী তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তখন তিনি কহিলেন "সখি তুমি ভালর জন্য বলিতেছ বটে কিন্তু দেখিতেছ না কি উহাতে বিষময় ফল ফলিতেছে।" সখি তুমি বিরত হও। তাঁহার প্রিয় হস্তী বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে শুনিয়া সীতার মন চঞ্চল হইল, উহাকে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ দেখিয়া শুদ্ধ তাহার হর্ষ হইল এমন নহে তাঁহার কুশ ও লবকে মনে পড়িয়া গেল। রামচন্দ্র বিদায় হইলে যতক্ষণ তাঁহার রথচক্র দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ কাহার সাধ্য সে দিক্ হইতে তাঁহার স্থিরদৃষ্টি অন্যত্র নিক্ষেপ করে। তাহার পর "নমো নমো অজ্জউত্তচরণকমলাণং নমো অপুর্ব্ব পুণ্যজণিত দংশনানং" বলিয়া কষ্টে সৃষ্টে বিনিবৃত্ত হইলেন।

দ্বিতীয় বার পরীক্ষার সময় যখন সীতা সভার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার নয়ন স্বামীর চরণে অর্পিত। হৃদয়ে নানা উদ্বেগ। তাঁহার আকৃতিতে স্পষ্ট অনুভব হইতে লাগিল তিনি বিশুদ্ধ চরিত্রা। রামচন্দ্র পৌরজানপদবর্গের মত লইয়া পুনরায় তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

সীতার চরিত্র। সীতা নিতান্ত সুশীলা ও একান্ত সরল-হৃদয়া ছিলেন। তাঁহার তুল্য পতিপরায়ণা রমণী কাহারও দৃষ্টিবিষয়ে বা শ্রুতিগোচরে পতিত হয় নাই। তিনি স্বীয় বিশুদ্ধ চরিত্রে পতিপরায়ণতা গুণের এরূপ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, যে বোধ হয় বিধাতা মানবজাতিকে পতিব্রতা ধর্ম্মে উপদেশ দিবার জন্যই সীতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য সর্ব্বগুণসম্পন্না কামিনী কোনকালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন পতিলাভ করিয়া তাঁহার মত দুঃখভাগিনী হইয়াছেন এরূপ বোধ হয় না।

শকুন্তলাও সীতার ন্যায় মুগ্ধস্বভাবা। মুনি তাঁহাকে বন-মধ্যে কুড়াইয়া পান এবং সন্তানের ন্যায় তাঁহার প্রতিপালন করেন। তিনি অল্প বয়সেই গৃহকার্য্যে সুশিক্ষিতা হইয়াছেন, এবং লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছেন, তপোবন-তরুদিগের পাটী করিতে তিনি বড় ভাল বাসেন। তাঁহার পিতা সোমতীর্থ গমন কালীন বৃদ্ধা গৌতমীকে অতিক্রম করিয়া তাঁহারই হস্তে অতিথিসেবার ভার দিয়া গিয়াছেন। তপোবনবাসী আবাল-বৃদ্ধ বনিতা তাঁহাকে ভাল বাসে। তাঁহার সখীদিগের তিনিই সর্ব্বস্ব। তাহারা তাঁহার সেবা করিতেছে, তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতেছে, তাঁহার জন্য পুষ্পচয়ন করিতেছে, পুষ্পবৃক্ষের আল-বাল পূরণ করিতেছে, এবং তাঁহার ভাবিবিরহ আশঙ্কায় কাঁদি-তেছে। তাঁহার অদৃষ্টের জন্য তাঁহার অনুমাত্র চিন্তা নাই।

তিনি একমনে রাজাকেই ভাবিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সখী-দিগের ভাবনা তাঁহারই জন্য। তাঁহারা দুর্ব্বাসার শাপ-মোচন করিল, তাঁহার আশঙ্কিত প্রত্যাখ্যান নিরাকরণের উপায় করিয়া দিল এবং কত যে দুঃখ প্রকাশ করিল তাহা বলা যায় না। শকুন্তলাও যাইবার সময় পিতার নিকট প্রার্থনা করিলেন, "সখীরাও আমার সমভিব্যাহারে চলুক্।" তিনি তাহাদিগকে আপনার ভাবিতেন, আপন মনের ভাব তাহাদিগকেই বলি-তেন, এবং তাহাদিগকেই বিশ্বাস করিতেন। সরলহৃদয়া গোতমীও তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি পিতৃসেবায় তৎপরা ছিলেন বলিয়া পিতাও তাঁহার জন্য কাতর। রাজার প্রথম দর্শনদিনাবধি শকুন্তলা তাঁহার জন্য ব্যাকুলা। তিনি তপোবনবাসিনী, প্রণয় তপোবনবিরোধী ভাব; এবং তাঁহার পক্ষে অনুচিত ইহাও তিনি জানেন। তিনি নানাপ্রকারে ভাব গোপন করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তিনি সে বিদ্যা শিখেন নাই। যতই গোপন করিতে চেষ্টা করিলেন, ততই আরও প্রকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে অপার চিন্তা তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তিনি ম্রিয়মানা হইলেন। তাঁহার প্রিয় সখীরা তাঁহার জন্য রাজাকে আনাইতে উদ্যোগ করিল। রাজা তাঁহাকে গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিলেন, এবং অতি সত্বরই রাজধানী প্রতিগমন করিলেন। তাঁহার শকুন্তলার প্রতি বাস্তবিক প্রণয় জন্মিয়াছিল। কিন্তু অলৌকিক দৈবদুর্ব্বিপাকে শকুন্তলা তাঁহার হৃদয়হইতে বহিষ্কৃতা হইলেন। শকুন্তলার কথা তাঁহার আর মনে রহিল না; কণ্বমুনি শকুন্তলার গান্ধর্ব্ব বিবাহে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। এবং অন্তর তাঁহাকে দুইজন শিষ্য ও সরল-স্বভাবা গোতমীর সহিত রাজবাটী প্রেরণ করিলেন। শকুন্তলা আসিবারকালীন আপন হরিণশিশুটিকেও বিস্মৃত হইলেন না।

সকলের নিকট বিদায় লইয়া অশুভক্ষণে আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন।

(বেদব্যাস সাধ্বী নারীদিগের যেরূপ সাহস বর্ণনা করিয়াছেন, কালিদাস যেরূপ পারেন নাই। তাঁহার সময়ে সেরূপ সাহস লোকে ভালবাসিত না। শকুন্তলা মহাভারতে রাজার সহিত যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, কালিদাস ঠিক সেই সকল কহাইবার জন্য তাঁহার সহিত দুইজন লোক পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছেন।)

রাজা দুর্ব্বাসার শাপে সমস্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। শকুন্তলা আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার মন উদ্বিগ্ন হইল। কিন্তু তিনি চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না এবং শকুন্তলার উপর অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেন। শকুন্তলা যে সকল অভিজ্ঞানের কথা কহিলেন তাঁহার ন্যায় সরলস্বভাবার উপযুক্ত বটে। কিন্তু তাহাতে কি হইবে। তিনি রাজাকে হরিণশিশু স্মরণ করাইয়া দিলেন। তাঁহাদের নিভৃতসংলাপ মনে করাইয়া দিলেন। কিছুতেই রাজার স্মরণ হইল না। তাঁহার পর শার্ঙ্গরব তিরস্কার করিয়া উঠিলে শকুন্তলা ভীতা হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; গৌতমী তাঁহার দুঃখে কাতরা হইলেন। সকলে মিলিয়া এই পরামর্শ হইল, তিনি পুরোহিতগৃহে প্রসবকাল পর্য্যন্ত বাস করিবেন। তিনি পুরোহিত-গৃহ গমন কালীন কেবল আপন ভাগ্যকেই নিন্দা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে স্ত্রী আকারধারী জ্যোতিঃ তাঁহাকে লইয়া তিরোভূত হইল। তিনি তাহার পর বহুকাল হিমালয়শৈলে কশ্যপ ঋষির আশ্রমে অবস্থান করিলেন। তথায় প্রোষিতভর্ত্তৃকাবেশে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া পতিব্রতা ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া এবং নিজ শিশুর লালনপালন করিয়া সময়াতি-

পাত করিতে লাগিলেন। দৈবানুগ্রহে যখন রাজা তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন রাজার শকুন্তলাবৃত্তান্ত স্মরণ হইয়াছে—শাপ মোচন হইয়াছে। তিনি উঁহাকে দেখিয়াই চিনিলেন, এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখনও শকুন্তলা বলিলেন, "নূনং মে সুচরিদ পডিবন্ধ অং পূর্ব্ব কিদং তেসু দিঅসেসু পরিণাম্ সুহং আসী যেন সানুক্কোশেবি অজ্জ উত্তো মহ বিরসোসংবুত্তো।" রাজা যখন পুনরায় তাঁহার হস্তে অঙ্গুরীয়ক সংযোগ করিতে গেলেন, তখন ভীরুস্বভাবা শকুন্তলা কহিলেন "নসে বিশ্বসিমি" এবং যখন শুনিলেন, শাপ প্রযুক্তই রাজা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার হর্ষের সীমা রহিল না, তাঁহার আনন্দ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "দিট্ঠিআ অআরণ পচ্চাদেসীন অজ্জউত্তো।" আর্য্যপুত্রের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হওয়ায় তাঁহার আমোদ হইল। তাহার পর ঋষিদিগকে নমস্কার করিয়া আর্য্যপুত্র সমভিব্যাহারে রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন।

কালিদাসের শকুন্তলা ও পার্ব্বতী এবং ভবভূতির সীতা বেদব্যাসের সাবিত্রী প্রভৃতি রমণীগণের চরিত্র পাঠ করিলেই প্রাচীনকালের চরিত্রবিষয়ে ভারতবর্ষীয় গ্রন্থকারেরা কতদূর উন্নতিকল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যাইবে। এই সকল রমণীই নারীকুলের রত্ন। ইঁহারা সকলেই চিরদিন ভারতবর্ষীয়দিগের দৃষ্টান্তস্থল হইয়া থাকিবেন। বিদ্যাসাগরমহাশয় বলিয়াছেন, সীতা পতিপরায়ণতাগুণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। সাবিত্রী, পার্ব্বতী, শকুন্তলা প্রভৃতি কামিনীরাও তাহাই করিয়াছেন। ইঁহাদের মানসিকবৃত্তি প্রায় সকলেরই সমান। কেবল ভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। দয়া দাক্ষিণ্য সৌজন্য প্রভৃতি যে সকল গুণ

সকল সময়ে সকল জাতীয় মনুষ্যের অলঙ্কার, সেই গুণ ইহাদের সকলেরই অধিক পরিমাণে ছিল। যে প্রণয় মনুষ্যহৃদয়ে মহার্হ-রত্ন ইহাঁরা সেই প্রণয়ের আধারভূমি। স্মৃতিশাস্ত্রকারেরা স্ত্রীলোকের যে সকল কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, কবিরা সে নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে বাধ্য নহেন। কিন্তু স্ত্রীলোকের তাঁহারা যে সকল গুণ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন সেই সকল গুণ তাঁহারা স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করাইয়াছেন। কোন নারীরই প্রমাদ, উন্মাদ, কোপ, ঈর্ষা, বঞ্চন, অভিমান, খলতা, হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, ধূর্ত্ততা ছিল না। সীতা একবার মনে করিলেন "ভদ্র কুবিস্মং" তাহার পরক্ষণেই বলিলেন, "যদি অত্তনোপহবিস্মং" সাধু রমণীর ঈর্ষা থাকে না। কাশীরাজ-দুহিতা তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত। ধারিণী কৌশল্যা চারুদত্ত-বনিতা ইহারাও এই শ্রেণীভুক্ত। স্বামী ত্যাগ করিলেন বলিয়া সীতা বা শকুন্তলা কাহারও অভিমান হয় নাই। উভয়েই আপন ভাগ্যের নিন্দা করিতে লাগিলেন। যখন আবার স্বামী উপস্থিত হইলেন শকুন্তলা একেবারেই তাঁহাকে আপনার করিয়া লইলেন। সীতা পাছে স্বামী রাগ করেন, এই ভয়েই ব্যাকুলা হইলেন। দক্ষপ্রজাপতি বলিয়াছেন, সাধ্বী রমণী পাইলে পৃথিবীই স্বর্গ, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। অনেক সৌভাগ্য না থাকিলে সাবিত্রী বা শকুন্তলার ন্যায় ভার্য্যালাভ হয় না।

উপসংহার।

আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি অত্যন্ত স্নেহপ্রবৃত্তির সহিত যথা পরিমাণে বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মক্ষমতার প্রকাশ থাকিলেই নারীচরিত্রের প্রকর্ষ পর্য্যন্ত বা Highest ideal হইবে। এবং আরও বলিয়াছি যে সামাজিক অবস্থা জাতীয় স্বভাব ও কবিস্বভাব এই তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বী কারণবশতঃ কেহই ঈদৃশ উন্নতচরিত্রা রমণী সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাহার পর ঋষিদিগের পৌরাণিকদিগের ও কবিদিগের সময়ে ভারত বর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। এই সমুদয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হইবে বাল্মীকি প্রভৃতি কবিগণ আপন আপন অদ্ভুত কল্পনাশক্তিবলে যে সকল রমণী সৃষ্টি করিয়াছেন, পূর্ব্বোল্লিখিত সামাজিক অবস্থায় তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রমণী চরিত্র মনে ধারণা করাও যায় না। সেই সকল নারীগণের মধ্যে সীতা, সাবিত্রী, পার্ব্বতী ও শকুন্তলা সর্ব্বপ্রধানা। শকুন্তলা স্নেহপ্রবৃত্তির মূর্ত্তিমতী প্রতিকৃতি। ইহাঁর স্নেহপ্রবৃত্তি সর্ব্বতোমুখী সমুন্নতিলাভ করিয়াছে। শকুন্তলা পার্ব্বতীর যেমন সর্ব্বভূতে সমান স্নেহ, এরূপ বোধ হয় জগতের আর কুত্রাপি দেখা যায় না—কি পশু, কি পক্ষী, কি চক্রবাকদম্পতী, কি নয়না, কি সখী, কি স্বামী, কি পুত্র সকলের প্রতি ইহাঁদের স্নেহ যেন উথলিয়া পড়িতেছে। কিন্তু পার্ব্বতী অপেক্ষাও শকুন্তলার স্নেহপ্রবৃত্তি অধিকতর বলবতী—কালিদাস তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মক্ষমতা উত্তেজিত করিতে তাদৃশ যত্ন করেন

নাই। তাঁহার হৃদয়স্বরূপ নন্দনকাননে যত কিছু অমৃতময় ফল বা পুষ্প ছিল, সমুদয়ই শকুন্তলার অঙ্গশোভা সম্পাদনের জন্য ব্যয় করিয়াছেন। ভবভূতির সীতা শকুন্তলার ছায়ামাত্র। যদিও শকুন্তলার বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মক্ষমতা তাদৃশ প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু তাঁহার কোমলতর বৃত্তিসকল এত সুন্দররূপে অঙ্কিত হইয়াছে, যে আমরা পূর্ব্বোক্ত অভাবদ্বয় অনুভবই করিতে পারি না। তাঁহার সরলতা-মিশ্রিত-সহিষ্ণুতাই আমাদের হৃদয়ে আনন্দ সমুৎপাদন করে।

সীতার বুদ্ধিবৃত্তি ও স্নেহপ্রবৃত্তি দুইটিই বলবতী, তাঁহার কর্ম্মক্ষমতা তাদৃশ প্রকাশ হয় নাই। তাঁহার সহিষ্ণুতা আমাদিগের মনোরঞ্জন করে। কিন্তু তাঁহার পতিপরায়ণতা সকলের অপেক্ষাই অধিক। সীতা যে আমাদের দেশে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের প্রিয়পাত্রী, তাহার কারণ কেবল তাঁহার সরলতা এবং তাঁহার স্বভাবের গুণ। তিনি নির্দ্দোষী হইয়াও এবং সর্ব্বগুণসম্পন্না হইয়াও নানাবিধ কষ্টভোগ করিয়াছেন, এইজন্যই তাঁহার চরিত্র পাঠে আমাদের সহানুভূতি উদ্রিক্ত হয়।

সাবিত্রীচরিত্রে বৃত্তিত্রয়েরই উচিতমত সমুন্নতি দেখা যায়। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি যেমন, স্নেহপ্রবৃত্তি এবং কর্ম্মক্ষমতাও তেমনি; কিন্তু স্নেহপ্রবৃত্তির যেরূপ প্রাধান্য থাকা আবশ্যক, তাঁহার চরিত্রে তাহা নাই। আমরা পূর্ব্বেই তাঁহার চরিত্র সমালোচনা করিয়াছি।

পার্ব্বতীচরিত্রে স্নেহপ্রবৃত্তিই প্রধান। মহাদেব তাঁহার অবিচলিতপ্রণয়ের অধিকারী। হিমালয় ও মেনকা ভক্তির অধিকারী। আশ্রমবৃক্ষ মৃগ রথাঙ্গদম্পতী—জয়া বিজয়া এমন কি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎই তাঁহার স্নেহের অধিকারী। তিনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নহেন। তাঁহার

ন্যায় অবস্থায় শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার মুখ চাহিয়া থাকিতেন। কিন্তু পার্ব্বতী অমনি বুদ্ধি স্থির করিলেন যে তপস্যা করিবেন, এবং কালবিলম্ব না করিয়া কঠোরতপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মক্ষমতা বিলক্ষণ তেজস্বিনী। প্রায়ই দেখা যায় আর্ষ গ্রন্থাবলী হইতে প্রবন্ধ লইয়া কাব্যরচনা করা হইলে স্ত্রীচরিত্র বর্ণনা মন্দ হইয়া পড়ে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কালিদাস বরং পার্ব্বতীচরিত্র বর্ণনা করিয়া উহার অধিকতর সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। পার্ব্বতীর চরিত্রপাঠে আমাদের যেরূপ বিস্ময়মিশ্রিত অদ্ভুত রসের * আবির্ভাব হয়, সংস্কৃত কবিদিগের আর কোন নারী-চরিত্র পাঠে তাদৃশ হয় না।

এই চারিজন রমণীই আর্য্যকবিগণের কল্পনাবৃক্ষের অমৃতময় ফল। ইহাঁদের চরিত্রগত যদিও কিছু ইতরবিশেষ দেখা যায় তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি নাই। আর্য্যকবিকল্পিত নারী-চরিত্রের ইহারাই প্রকর্ষ পর্য্যন্ত বা Highest ideal। ইহাঁদের চরিত্র পাঠে যে কেবল কাব্যপাঠজনিত আনন্দলাভমাত্র এরূপ নহে—উহাতে হৃদয়ের প্রশস্ততা হয়, ধর্ম্মে মতি হয়, দুঃখের সময় সহিষ্ণুতা জন্মে, এবং নানা সময়ে নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ হয়।

প্রাচীনকালের নারীদিগের চরিত্র বর্ণনা শেষ হইল। স্মৃতিকারেরা যেরূপ স্ত্রীচরিত্রের চিত্র দিয়াছেন তাহার অপেক্ষা সুন্দর চিত্র জগন্মধ্যে পাওয়া সুকঠিন। কোন দেশীয় স্মৃতি-কারেরাই ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর চরিত্র লিখিতে পারেন ও ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নিয়মাবলী প্রচার করিতে পারেন এরূপ বোধ হয় না। স্মৃতিকারেরা যাহাই করুন, কবিগণ যাহা

*Sublimity.

করিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্য সাহিত্যভাণ্ডারে সেরূপ নারীচরিত্র অতি বিরল। আমরা হয় ত দময়ন্তী শকুন্তলা দুএকটি পাইতে পারি, কিন্তু সীতা পার্ব্বতী ও সাবিত্রী মিলিয়া উঠা ভার। বোধ হয় বাল্মীকি ও বেদব্যাস ভিন্ন আর কোন দেশীয় কোন কবিই ওরূপ বর্ণনা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন না।

যখন আমরা কল্পনারাজ্য ত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিকক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, তখনও আমরা এতদ্দেশীয় রমণীগণের সময়ে সময়ে অসাধারণ ক্ষমতা দেখিতে পাই। আমরা দেখিতে পাই দুই একজন রমণী পণ্ডিতমণ্ডলীর রত্নস্বরূপ। দুই একজন সংগ্রামকার্য্যেও পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং দুইচারিজন রাজনীতিতে সম্যক্ দক্ষ ছিলেন। কর্ণাটী রাজমহিষী, বিশ্বদেবী, লক্ষ্মীদেবী, খনা, লীলাবতী, প্রথমশ্রেণীর অন্তর্গত। দুর্গাবতী লক্ষ্মীবাই যশোবন্ত রায়ের রমণী—স্বয়ং যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তারাবাই অহল্যাবাই সাবিত্রীবাই তুলসীবাই অনেক দিবস ধরিরা মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অহল্যাবাই সর্ব্বগুণবিভূষিতা ছিলেন। তাঁহার দয়া দানশক্তি রাজনীতিচাতুর্য্য ভারতবর্ষের ইতিহাসমাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। আমাদিগের দেশে রাণী ভবানীও বিখ্যাত রমণীদিগেরমধ্যে একজন। এবং এখনও আমরা সর্ব্বদা সংবাদপত্রে নানা গুণবতী রমণীর নাম শুনিতে পাই।

মধ্যকালে ভারতবর্ষের যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থাগত অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। এক্ষণে সেই ক্ষতিপূরণের জন্য নানাবিধ চেষ্টা হইতেছে। বোধ হয় একশতাব্দীমধ্যে আমরাও আমাদিগের দেশে আরো অনেক উৎকৃষ্টচরিত্রা নারীর নাম শুনিতে পাইব।

স্ত্রীলোক যদি পুরুষের সহিত মিলিয়া দেশের উন্নতি প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে অনেক উপকার হয়। মহাত্মা মিল বলিয়াছেন, তিনি পলিটিকাল ইকানমি প্রণয়নের সময় তাঁহার স্ত্রীর নিকট অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমরাও ভরসা করি অতি অল্পদিনের মধ্যে আমাদের দেশেও অনেক ওরূপ গুণবতী দেখিতে পাইব। সমাজের স্ত্রী অর্দ্ধেক ও পুরুষ অর্দ্ধেক। যদি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকে, তবে অপর অর্দ্ধেকের দ্বারা সমাজের সমস্ত হিতসাধন হইবে এরূপ কামনা কখনই করিতে পারা যায় না।

সমাপ্তঃ।